বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মো. নূরুল আমিন
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

প্রকাশনা সভাপতি
স্বপন চন্দ্র পাল
অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

সম্পাদনা
ড. উত্তম কুমার দাশ
উপসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

যোগাযোগ ও সমন্বয়
মো. ইসরাত হোসেন খান
যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

প্রকাশক
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
১৩ই অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ড. উত্তম কুমার দাশ
উপসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

কম্পোজ
সুব্রত কুমার মন্ডল
সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ

মুদ্রণ
ডিজাইন টাচ
৮৪/৮, নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ
টেলিফোন: ৯১৮০৬১৭
ই- মেইল: dsplandivco@gmail.co

সূচিপত্র

বিবরণ		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		৫
বাণী		৭-১৪
অধ্যায় ১ :	**পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি**	
	১.১-১.৩ পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি	১৬
	১.৪ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি	১৬
	১.৪.২-১.৪.২.৯ এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের কার্যাবলি	১৬-২৩
	১.৪.৩ প্রশাসন অধিশাখা-এক এর কার্যাবলি	২৪
	১.৪.৪ প্রশাসন অধিশাখা-দুই এর কার্যাবলি	২৪-২৫
	১.৪.৫ প্রশাসন অধিশাখা-তিন এর কার্যাবলি	২৫
	১.৪.৬ প্রশাসন অধিশাখা-চার এর কার্যাবলি	২৫
	১.৪.৭ সাধারণ শাখা-এক এর কার্যাবলি	২৬
	১.৪.৮ সাধারণ অধিশাখা -দুই এর কার্যাবলি	২৬
	১.৪.৯ বাজেট শাখার কার্যাবলি	২৭-২৮
	১.৪.১০ আইসিটি সেলের কার্যাবলি	২৯
	১.৪.১১ পরিকল্পনা শাখার কার্যাবলি	২৯-৩০
	১.৪.১২ পিটি শাখার কার্যাবলি	৩০-৩৪
	১.৪.১৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি	৩৫
	১.৪.১৪ প্রটোকল অধিশাখার কার্যাবলি	৩৫-৩৬
	১.৪.১৫ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি	৩৬-৪০
	১.৪.১৬ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যাবলি	৪১-৫১
	১.৪.১৭ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির কার্যাবলি	৫২-৫৫
অধ্যায় ২ :	**পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি**	
	২.১ পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৫৭
	২.২-২.৩ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন ও কার্যপরিধি	৫৭
	২.৪ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৫৮
	২.৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	৫৮-৫৯
	২.৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) কার্যাবলি	৬০
	২.৭ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) গঠন	৬১-৬২
অধ্যায় ৩ :	**বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি**	
	৩.১.১-৩.১.১৪ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যাবলি	৬৪-৭৩
	৩.২.১-৩.২.১২ কার্যক্রম বিভাগের কার্যাবলি	৭৪-৮৩
	৩.৩.১-৩.৩.৫ ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি	৮৪-৯২
	৩.৪.১-৩.৪.১৩ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি	৯২-১১২
	৩.৫.১-৩.৫.১৫ কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি	১১৩-১৩০
	৩.৬.১-৩.৬.৬ শিল্প ও শক্তি বিভাগের কার্যাবলি	১৩১-১৩৪
পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কমিটিসমূহ		১৩৫

মুখবন্ধ

সচিব

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ সনে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের চেয়ারপার্সন। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান কাঠামোতে ভাইস চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের ০৬টি বিভাগ রয়েছে, বিভাগগুলো হল: কার্যক্রম বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ। সরকারের সিনিয়র সচিব/ সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল বিভাগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক, রূপকল্প-২০২১, ভিশন-২০৩০, ভিশন-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিকল্পনা দলিলের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম প্রধান ভিত হলো যথোপযুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১৫৬৪টি প্রকল্পের জন্য এডিপি'র সর্বমোট আকার দাঁড়িয়েছে ২১৫১১৩.৭৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস ১৩৮০০৩.৩০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক উৎস ৭৭১১০.৪৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপির আকার ছিল ১৭৬৬১৯.৭১ কোটি (অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ১২৪৯৫৯.৭১ কোটি এবং বৈদেশিক উৎস হতে ৫১৬৬০.০০ কোটি) টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ৯৪.৩৬%। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভা আয়োজন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৩টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩টি একনেক সভায় মোট ৩১৮ টিতে প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯০২০৭.২৮৩৫ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে পরিকল্পনা বিভাগের সকল শাখা ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগসহ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি)। বস্তুতপক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল কর্মকান্ড সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশাকরি এ প্রতিবেদন থেকে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানসহ সকলে উপকৃত হবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: নূরুল আমিন

বাণী

এম. এ. মান্নান, এমপি
পরিকল্পনা মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই প্রকাশনাটি পূর্বের অর্থবছর এবং আগামী অর্থবছরের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া এ প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নের রূপায়নে স্বাধীনতা লাভের মাত্র দেড় মাস সময়ের মধ্যে তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-১৯৭৮)। এ পরিকল্পনা দলিলের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহে ১৯৭২ এর সংবিধানের বিধৃত চার মুল নীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন প্রতিভাত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় আজ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-২০১৯) প্রভৃতি দলিল প্রণয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এসব দলিল প্রণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যমালা জাতীয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের অধীন অনুমোদনযোগ্য এবং অনুমোদিত প্রকল্পের যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এম. এ. মান্নান, এমপি

সদস্য
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। স্মরণ করা যেতে পারে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পরপরই সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার স্বপ্ন কার্যকর বাস্তবায়নে উন্নয়ন-পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য তিনি উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সনের ৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকেই দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করে আসছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৬ষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এই ধারায় বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে, যার ব্যাপ্তি ২০২১ হতে ২০২৫ পর্যন্ত। এছাড়া সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি প্রতিবেদনসহ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ সনের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে এসডিজি অভীষ্ট অর্জনে মুখ্য ভূমিকা ও সহায়ক ভুমিকা পালনকারী সংস্থাসমূহ চিহ্নিত করাসহ অভীষ্টসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সামগ্রিক ও খাতভিত্তিক সমীক্ষা প্রণয়ন অন্যতম। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাভিত্তিক পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও শেষ হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, যার ব্যাপ্তি ২০২১ থেকে ২০৪১ পর্যন্ত প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে যা শীঘ্রই চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। ইতোমধ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে শতবর্ষী বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণীত হয়েছে। এ পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হল অভিযোজনভিত্তিক ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা যা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনা করে সময়ের সাথে কার্যকর অভিযোজন ব্যবস্থাপনা-নীতি অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হবে এবং তা ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমান বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন গতিধারাকে সচল রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নিরন্তর অবদান রেখে চলেছে। পরিশেষে, দেশ-মাতৃকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগসহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের যৌথ উদ্যোগ আগামীতেও অব্যহত থাকবে এ প্রত্যাশায় পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। উন্নয়ন গতিধারা অনুধাবনে তথ্যনিষ্ঠ এই প্রকাশনা জাতীয়ভাবে সমাদৃত হবে আশা করি।

ড. শামসুল আলম

বাণী

সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ, তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প ও শক্তি বিভাগ এসকল খাতের উন্নয়নে নিরলস সহযোগিতা করে আসছে।

সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপিতে) বিদ্যুৎ খাতেমোট ৮২ টি বিনিয়োগ প্রকল্প (২১টি উৎপাদন প্রকল্প, ২০টি সঞ্চালন প্রকল্প এবং ৪১টি বিতরণ প্রকল্প) এবং ৮টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাবদমোট ২৫,৭৩৪.৫৭ কোটি (স্থানীয় উৎস ১৪,৬৫৫.১৭ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ১১,০৭৯.৪০ কোটি) টাকার বরাদ্দ রয়েছে। দেশে প্রাথমিক জ্বালানী চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুন:মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন, চাহিদা অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য আমদানি এবং কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানি করার কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) হতে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। এছাড়া, কুতুবদিয়া ও পায়রায় ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ল্যান্ড বেজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে।

সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে শিল্প খাতের ৫টি উপ-খাতে মোট ৭০টি (৬১টি বিনিয়োগ ও ৯টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। থোক বরাদ্দসহ এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৩৬১.০৩ (স্থানীয় উৎস ২,৫৪৪.৭৪ এবং বৈদেশিক উৎস ৮১৬.২৯) কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে পাট ও বস্ত্র উপ-খাতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২৯.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সমগ্র দেশের উপযোগী স্থানসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৯২.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা দেশকে রপ্তানি বহুমূখীকরণ, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, ২০৩০ এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ এ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ বিদ্যুৎ, তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্প খাতের উন্নয়নে যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বেগম সাহিন আহমেদ চৌধুরী

বাণী

সদস্য
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা বিভাগ হতে "পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বাংলাদেশের মহান সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-১৫ এ উল্লেখ রয়েছে। এ দায়িত্ব কার্যকরভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ''বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন'' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘ মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। এ বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্ন্তভূক্ত 'পরিবহন সেক্টর', 'ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টর' এবং 'যোগাযোগ সেক্টর'-এর প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগ হতে বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৫৯টি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৬৪টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২১৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক "পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ", "কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ", "ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প"; রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "পদ্মা সেতু রেল সংযোগ", "দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ"; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক "পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" উল্লেখযোগ্য। এ প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু ও সময়ানুগ বাস্তবায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় অতিক্রম করে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এ উত্তরণকে টেকসই করার পাশাপাশি ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সারা দেশব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার জন্য একযোগে সড়ক, রেল, নৌ, বিমানসহ সমগ্র যোগাযোগ অবকাঠামোকে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে যা আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান।

পরিশেষে, "পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯" প্রকাশনায় জড়িত সকল সদস্যকে তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শামীমা নার্গিস

বাণী

সদস্য
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো
পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি সেক্টর ডিভিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাজ। অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিমালা, কৌশল প্রণয়ন এবং কার্যকরী সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধনই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য যা পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি ডিভিশনের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভিশন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, মহিলা, শিশু ও যুব-উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর আর্থ-সামাজিক খাতভুক্ত। এসব খাতভুক্ত ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয়ে থাকে যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিপুল ভূমিকা রাখে। এ খাতের কার্যক্রম গণমানুষের কাছে সহজে পৌঁছায় বিধায় দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নয়ন চাহিদার নিরিখে প্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক সসীম সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ যা এ বিভাগ দক্ষতার সাথে করে আসছে।

আর্থ-সামাজিক খাতে সরকারের দক্ষ পরিকল্পনা ও বিপুল বিনিয়োগের ফলে জীবনমানে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। একটি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রধান সূচক হল দারিদ্র্যের হার ও গড় আয়ুষ্কাল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭৮% তা নেমে এসেছে ২১.৮%এ, আর গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৩ বছরে। বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলগামী, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার কাংঙ্খিত পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ ডলারে যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জীবনমান বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের আওতায় ৫১৩টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৪৬৮৫৮.৬৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছতে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্টসমূহ অর্জনে তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে আর্থসামাজিক খাতে আরো ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত এ বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য-উপাত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাসহ সকল জিজ্ঞাসু নাগরিকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আবুল কালাম আজাদ

বাণী

সদস্য
কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দ্রুত জীবন-মানের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' গঠন করেন। বর্তমানে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশের মর্যাদালাভের প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন প্রচেষ্টার এ অভিযাত্রায় পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ অন্যতম সহযাত্রী।

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রকল্প যাচাই-বাছাই, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। এ বিভাগের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়', মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন, সংশোধন, বরাদ্দ প্রদান ও অর্থছাড় সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।

নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি বিশেষ দিক। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ গত অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।
পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

জাকির হোসেন আকন্দ

বাণী

মহাপরিচালক
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের একটি অন্যতম স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। একাডেমির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম দক্ষ, সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে আগ্রহী ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত একাডেমি বছরে গড়ে ৬০-৭০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে । এ ছাড়াও একাডেমি বছরব্যাপী গবেষণা, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। জার্নাল এবং বুলেটিন প্রকাশ করাও একাডেমির নিয়মিত একটি কাজ। এসব কাজে সহায়তার জন্য প্রশাসন, হিসাব, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব, অডিওভিজ্যুয়াল সেন্টার, ডরমিটরি ও ক্যাফেটরিয়া ইত্যাদি সার্ভিসগুলো পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একাডেমি সারা বছর ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে।

এনএপিডির ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পর পর দুবছর পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরুস্কার লাভ করেছে। আমি বিশ্বাস করি সকলের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এরুপ অর্জন সম্ভব হয়েছে। সীমিত জনবল নিয়ে একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং অভিলক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমি এনএপিডির এই পথ চলায় সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

বাণী

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। এ প্রতিবেদন হতে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম ও হালনাগাদ চিত্র খুব সহজেই ফুটে উঠে। তাই এই তথ্যবহুল পুস্তিকাটি সকল স্তরের জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিবর্গকে উপকৃত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি যাঁর অক্লান্ত ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে যথাসময়ে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়েছে।

ড. খান আহমেদ সাঈদ মুরশিদ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

অধ্যায়: ১

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি

১. পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

১.১ পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য

পরিকল্পনা বিভাগের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম যথাসময়ে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী মানসম্পন্নভাবে সম্পন্নকরণের মাধ্যমে সরকারের একমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করাই পরিকল্পনা বিভাগের মূল লক্ষ্য।

১.২ পরিকল্পনা বিভাগের উদ্দেশ্য

পরিকল্পনা বিভাগ উপরে বিধৃত লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দায়িত্ব পালনে পরিকল্পনা বিভাগ একজন সচিবের নেতৃত্বে একজন যুগ্ম-সচিব ও একজন যুগ্ম-প্রধানের সহায়তায় দুটি অনুবিভাগ যথা: প্রশাসন, এনইসি এবং সমন্বয় এর মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।

১.৩ পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দুটি দায়িত্ব ছাড়াও পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মাধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

ক. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
খ. একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন;
গ. নতুন শক্তি (Energy) সম্ভাবনার উপর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং শক্তি (Energy) সংশ্লিষ্ট সকল আন্ত:মন্ত্রণালয় বিষয়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন;
ঘ. জাতীয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরী ও প্রক্রিয়াকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
ঙ. যে কোন সেক্টরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ এবং এ জাতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
চ. আন্তজার্তিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং আন্তজার্তিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত চুক্তি সম্পাদন;
ছ. বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণাকারী হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন;
জ. পরিকল্পনা কমিশনসহ পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;
ঝ. পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের তথা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) এবং পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী (এপিডি)'র প্রশাসন ও এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;
ঞ. পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়াদি;
ট. পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ঠ. পরিকল্পনা বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন কাজ সংক্রান্ত ফি প্রদান (কোর্ট ফি বাদে)।

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের কার্যাবলি

১.৪ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

১.৪.১ এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখার কার্যাবলি
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৩টি সভায় উপস্থাপিত বিষয়বস্তুএবং সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য নিম্মরূপ:

১.৪.১.১ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২০১৮ (চূড়ান্ত খসড়া) অনুমোদিত হয়।

১.৪.১.২ ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন করা হয়।

১.৪.১.৩ এছাড়া উক্ত সভায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জুলাই ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত প্রতিবেদন দুটির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে আইএমইডির সমতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জেলা/উপজেলাভিত্তিক মাস্টার প্ল্যান তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.৪.১.৪ ২১ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন করা হয়।

১.৪.১.৫ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত একনেক সভা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ২৩টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২৩টি সভায় মোট ৩১৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ৯৬টি প্রকল্প একনেক-এর অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা আয়োজনের সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান যথা একনেক সভার নোটিশ জারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্যে সারসংক্ষেপ এবং একনেক-এর সকল নিয়মিত সদস্যদের জন্য ব্রীফ তৈরি করাসহ সভার কার্যবিবরণীর খসড়া তৈরী এবং অনুমোদিত কার্যবিবরণী জারি করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ৩১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৩০২টি প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়েছে।

চিত্র: জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভা

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১ম একনেক সভা

চিত্র: পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য নির্মিত আবাসন ভবন উদ্বোধন

চিত্র: সচিব পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি প্রকল্প পরিবীক্ষণ কার্যক্রম, ১৩ মার্চ, ২০১৯

চিত্র: পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব মো. নূরুল আমিন কর্তৃক আশ্রয়ন প্রকল্প খুরুশকুল, কক্সবাজার পরিবীক্ষণ, ২৩ মার্চ, ২০১৯

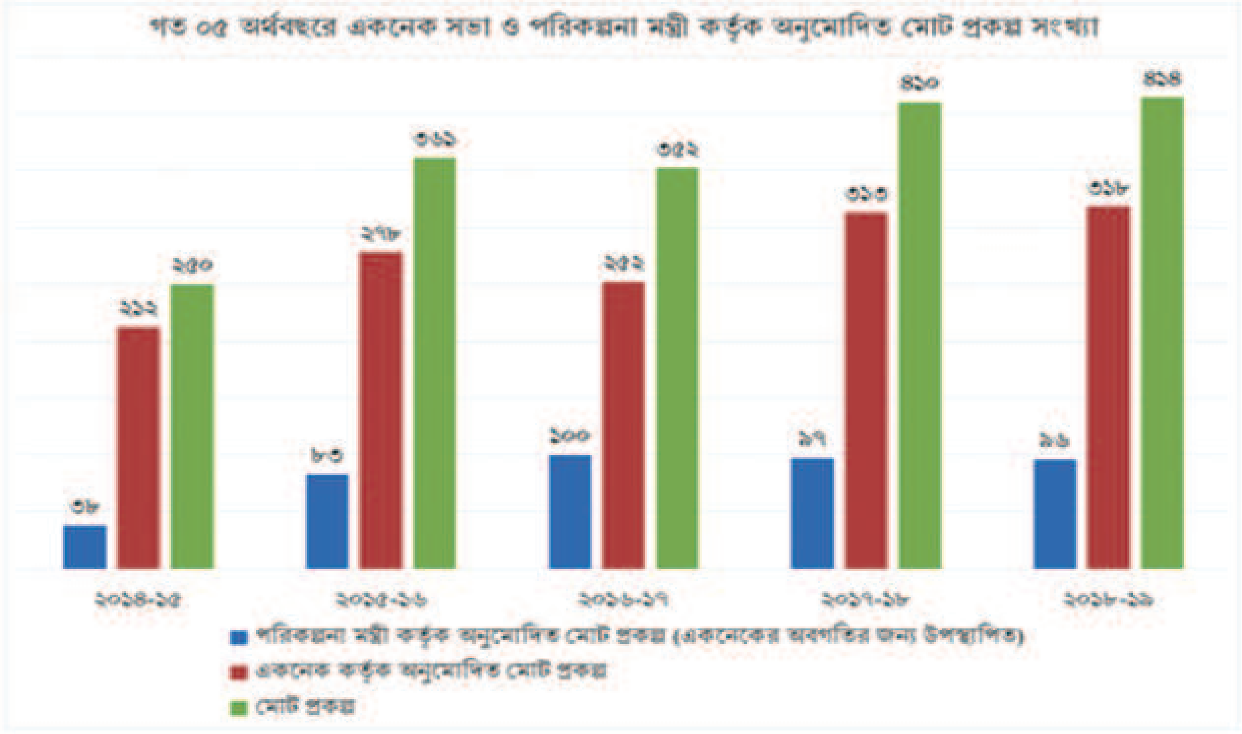

ডায়াগ্রাম: পাঁচ (০৫) অর্থ বছরে একনেক সভা ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা

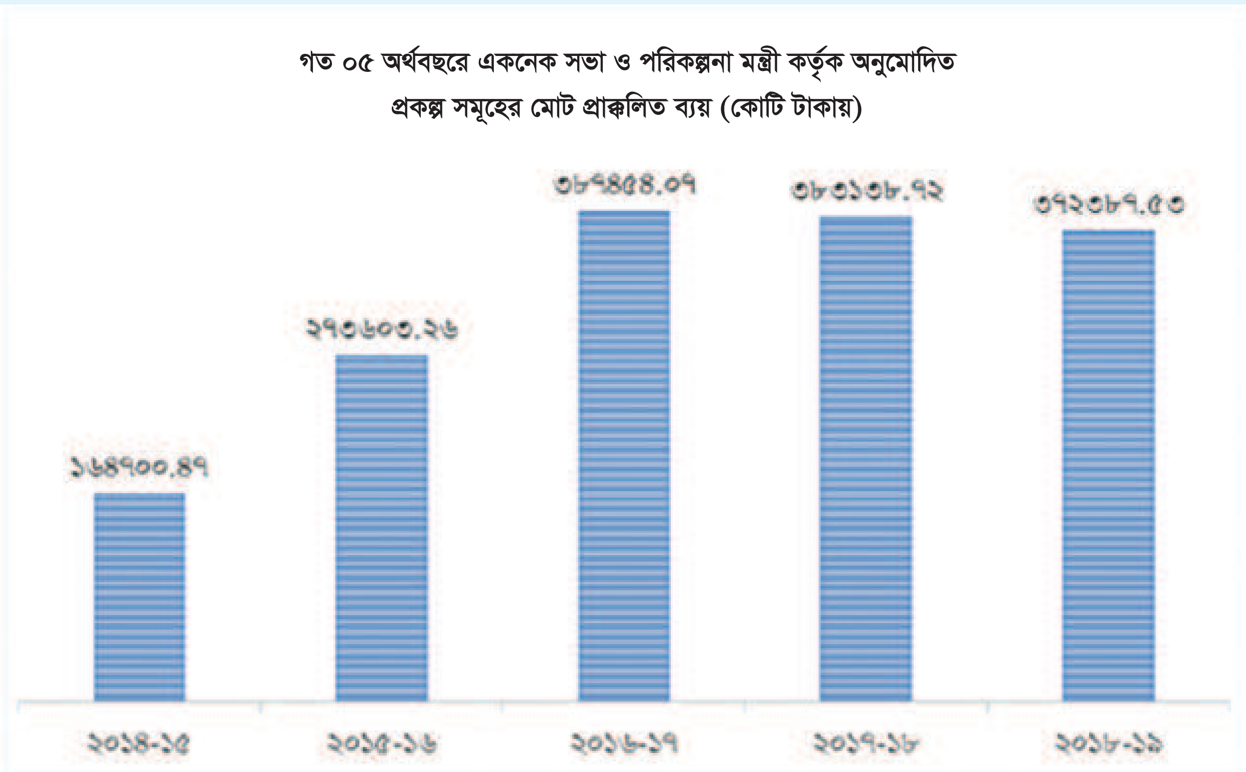

ডায়াগ্রাম: পাঁচ (০৫) অর্থ বছরে একনেক সভা ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদিত প্রকল্প ব্যায়

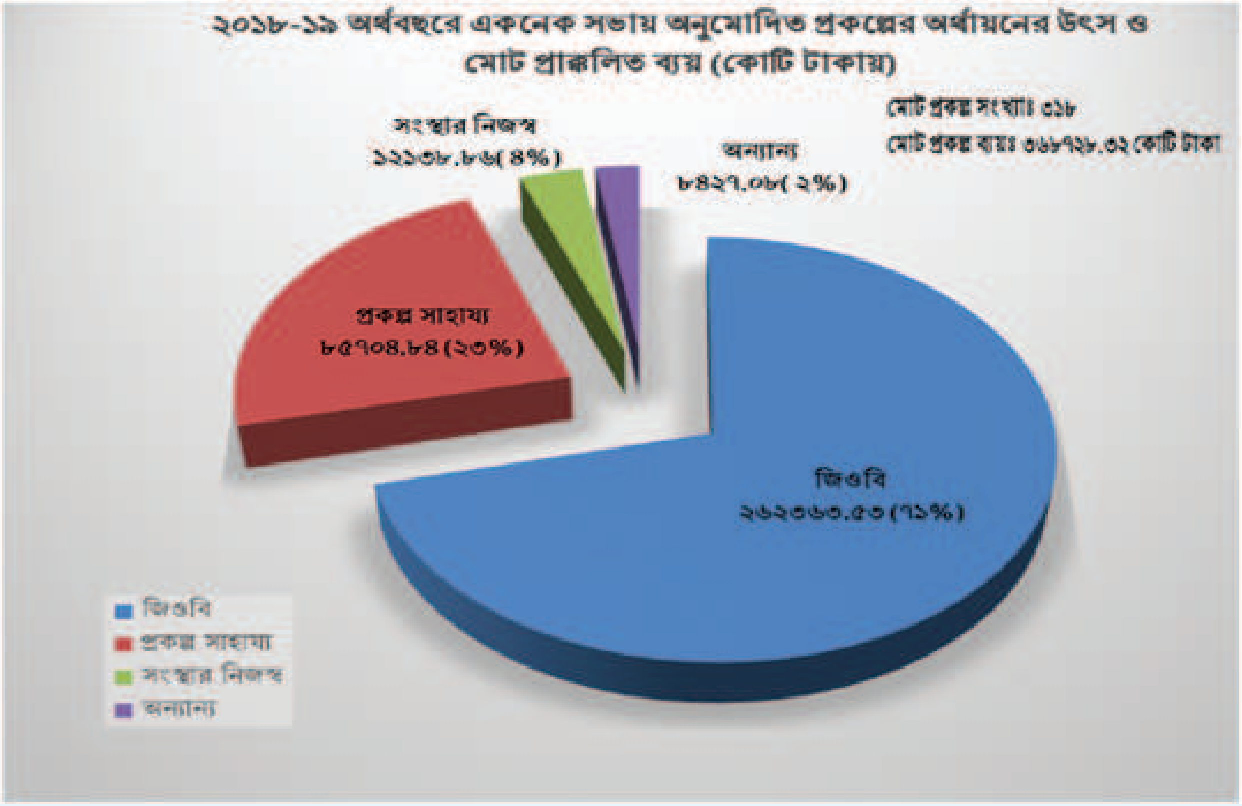

চার্ট: একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস ও মোট প্রাক্কলিত ব্যয়

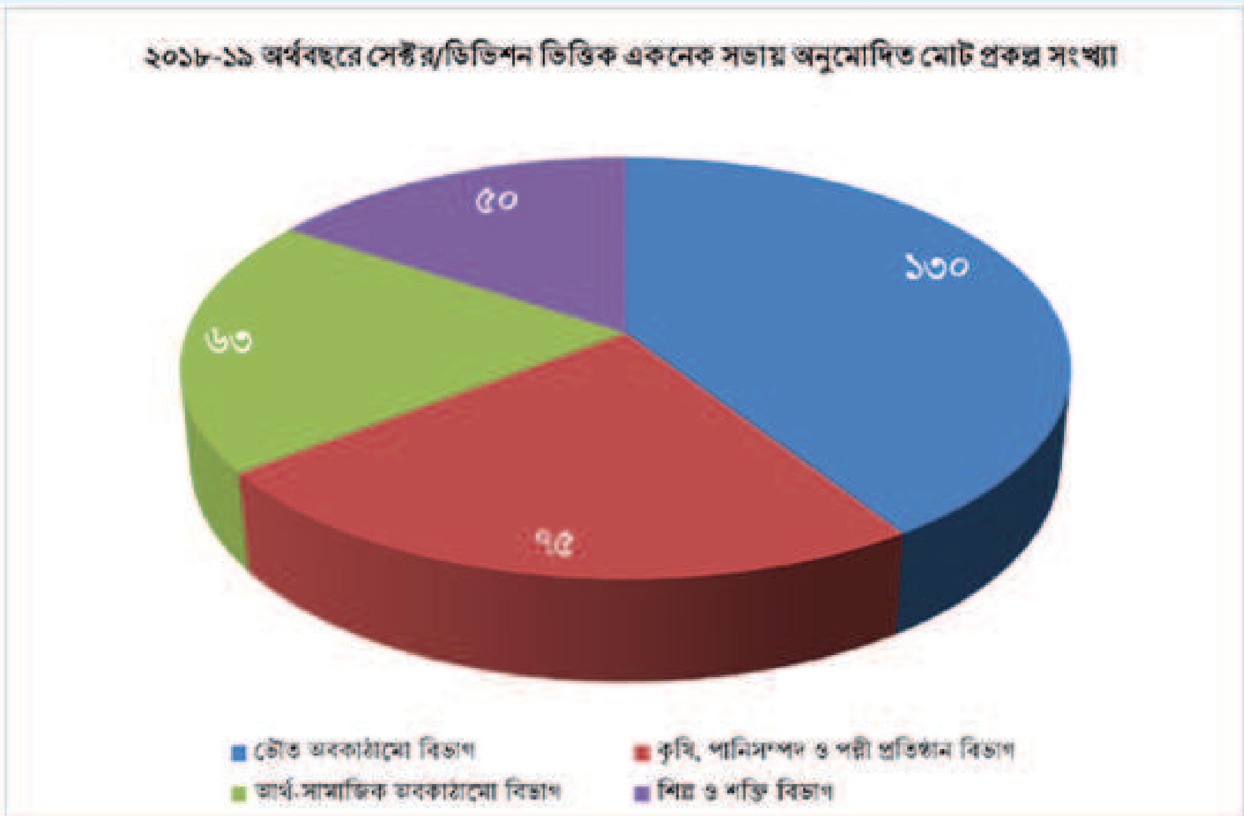

চার্ট: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেক্টর/ডিভিশনভিত্তিক অনুমোদিত মোট প্রকল্প

০ (০%) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেক্টর/ডিভিশন ভিত্তিক একনেক সভায় অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

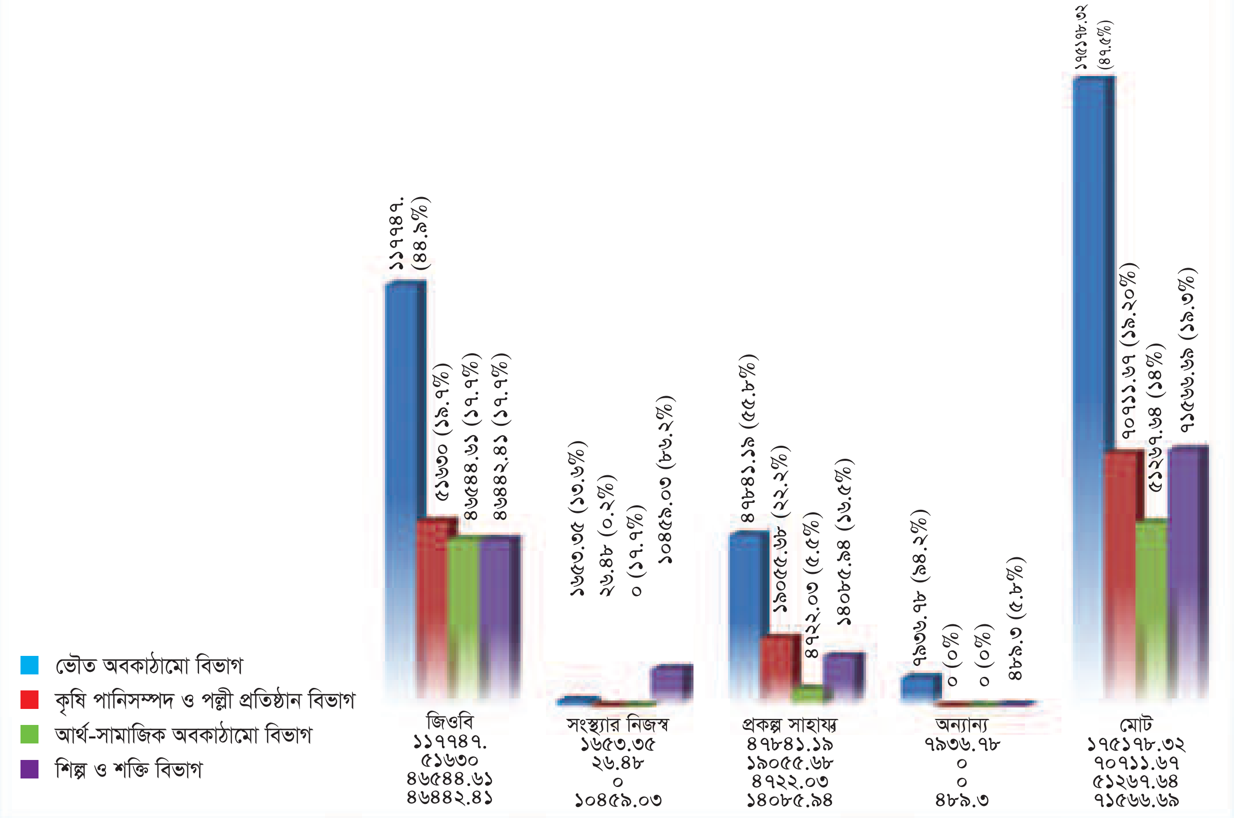

ডায়াগ্রাম: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেক্টর/ডিভিশন ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প

১.৪.১.৬ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

এনইসি সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণসহ সভার কার্যপত্র/সারসংক্ষেপ চূড়ান্ত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে ৪/০৩/২০১৯ ও ০৮/০৫/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ২টি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সর্বমোট ৪টি সভা যথাক্রমে ১৯/০৩/২০১৯, ২৪/০৪/২০১৯, ১৯/০৫/২০১৯ ও ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহ অনুষ্ঠানে সমন্বয়সহ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১.৪.১.৭ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন

জেলা প্রশাসক সম্মেলনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সংসদীয় প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্রীফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত (অনুশাসনসমূহ) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনের তথ্য পরিকল্পনা কমিশনের সকল সেক্টর হতে সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৪.১.৮ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রেরিত তথ্যাবলি

২০১৯ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্তর দানের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তৈরি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্নবিহীন মোট ২১৪টি প্রশ্নের জবাব চুড়ান্ত প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৪.১.৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন “ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ‘উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ’ এবং ‘অফিস ম্যানেজমেন্ট’ কোর্সে (১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত) ১২টি ব্যাচে মোট ২৩৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে সম্মানিত সচিব মহোদয়, পরিকল্পনা বিভাগ

চিত্র: সদ্য যোগদানকৃত কর্মচারিবৃন্দের বেসিক প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

চিত্র: সদ্য যোগদানকৃত কর্মচারিবৃন্দের Compulsory Training Program প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান

প্রশাসন অধিশাখা- এক

১.৪.৩ প্রশাসন অধিশাখা- এক এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা-এক এর আওতায় ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে: সিনিয়র সহকারী প্রধান হতে উপপ্রধান পদে ০৯জন এবং সহকারী প্রধান হতে সিনিয়র সহকারী প্রধান পদে ০৯জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের সিলেকশন গ্রেডভুক্ত (৭ম গ্রেডভুক্ত) ১১৬ টি পদ ৬ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের সিলেকশন গ্রেডভুক্ত (৭ম গ্রেডভুক্ত) ৯৯জন পিটিশনার কর্মকর্তার অনুকূলে প্রাপ্যতার তারিখ থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করে পদোন্নতি কার্যকর করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের ১৯জন কর্মকর্তাকে উচ্চ শিক্ষা/বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের ০৫জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক চাকরিতে লিয়েন মঞ্জুর করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সৃজিত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের পদসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে ক্যাডার সিডিউল, ১৯৮০ হালনাগাদ করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ/বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের নব সৃষ্ট ৪৩টি পদ ক্যাডার সিডিউলে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারে সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ছুটি, বদলি, পদায়নসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা- দুই

১.৪.৪ প্রশাসন অধিশাখা-দুই এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা-দুই এর আওতায় ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে: নব সৃষ্ট সহকারী মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর ০১টি পদ পিএসসি'র সুপারিশ অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। প্রধান পদে ০৮জন এবং যুগ্মপ্রধান পদে ১০জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৮জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর করা হয়েছে। ২জন কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। ডিপিসি'র সুপারিশ অনুযায়ী

১জন উপপ্রধান এর অনুকূলে ৪র্থ গ্রেডে টাইমস্কেল মঞ্জুর করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের PIM (Public Investment Management Reform) অনুবিভাগের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। নব সৃষ্ট ১৫টি পদ অর্ন্তভূক্ত করে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের অর্গানোগ্রাম হালানাগাদ করা হয়েছে। বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের ২৭তম থেকে ৩৫তম ব্যাচ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের শাখা/অধিশাখাসমূহ যুগোপযোগি করার নিমিত্ত ২৩২টি নতুন পদ সৃজনের উদ্যোগ গ"হণ করা হয়েছে। প্রধান/যুগ্মপ্রধান/উপপ্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ/বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সচিব, সদস্য, প্রধান, যুগ্মপ্রধান, উপপ্রধান এবং নন-ক্যাডার ১ম শ্রেনির কর্মকর্তাদের ছুটি, বদলি, পদায়ন, প্রেষণ, লিয়েন মঞ্জুরসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে প্রধান/যুগ্মপ্রধান/উপপ্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা- তিন

১.৪.৫ প্রশাসন অধিশাখা-তিন এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা- তিন এর আওতায় ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে: প্রশাসন অধিশাখা- তিন এর আওতায় পরিকল্পনা বিভাগের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা-সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও চাকরি সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধকরণ, টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারিদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, কল্যাণ পরিদপ্তর হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ৩য় শ্রেণির পদে আত্মীকরণ, ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, চাহিদা অনুসারে মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্ররণ, ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের সার্ভিস বুক তৈরি, হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ, ৩য় শ্রেনির সকল পদ ও কর্মচারিদের পরিসংখ্যান, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন। বিবেচ্য সময়ে ৩য় শ্রেণির ৪৭টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৫টিসহ মোট ৬২টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩য় শ্রেণির ৪০টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। ১৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে (গ্রেড ১১-২০ পর্যন্ত) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ০১জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

প্রশাসন অধিশাখা- চার

১.৪.৬ প্রশাসন অধিশাখা-চার এর কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা- চার এর আওতায় ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে: প্রশাসন অধিশাখা- চার এর আওতায় বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এবং পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়সমূহ ডোসিয়ারে সংরক্ষণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রেরণ, ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের এসিআর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নিস্পত্তি করা হয়ে থাকে। ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা-সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও চাকরি সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধকরণ, টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, কল্যাণ পরিদপ্তর হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন, চাহিদা অনুসারে মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, ৪থ শ্রেণির কর্মচারিদের সার্ভিস বুক তৈরি, হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়ে থাকে। বিবেচ্য সময়ে ৪র্থ শ্রেণির ০৪জন কর্মচারির পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

সাধারণ শাখা-এক

১.৪.৭ সাধারণ শাখা-এক এর কার্যাবলি

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সাধারণ শাখা- এক কর্তৃক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দপ্তরে ব্যবহারের নিমিত্ত আসবাবপত্র/মালামাল সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৩৬,৫৬,৩৮৮/- (ছত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত আটাশি) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য সেবা ও মেরামত বাবদ সর্বমোট ৯,৮৩,৫৫০/-(নয় লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ বাবদ মোট ৩,৬৩,১০০/- (তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত) টাকা এবং ইউনিফর্ম (সাজ-পোশাক) সরবরাহ বাবদ মোট ৭,৫০,২৮৬/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া এ শাখাটি পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অনুকূলে এ,বি,সি শ্রেণির সরকারি বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগের সাধারণ শাখা-১ এর ষ্টোরে রক্ষিত পুরাতন/অকেজো/অব্যবহৃত আসবাবপত্র/মালামাল নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্র অনুযায়ী ব্যক্তির অনুকূলে প্রধান হিসাবরণ কর্মকর্তা, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ বরাবরে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের স্বেচ্ছাধীন তহবিলের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ১৪,০০,০০০ (চৌদ্দ লক্ষ) টাকার সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের কোটাভূক্ত এ,বি,সি শ্রেণির সরকারি বাসা সংক্রান্ত না-দাবি জারি করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ব্লক/কক্ষসমূহ বরাদ্দ প্রদানের কাজ যথারীতি চলছে; পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের সরকারি বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত আবেদন পত্র অগ্রায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সাধারণ শাখা-দুই

১.৪.৮ সাধারণ শাখা-দুই এর কার্যাবলি

১.৪.৮.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাধারণ শাখা-দুই কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও টেলিফোন বিল বাবদ ৩৮,৫৯,৬০১.৭৫ (আটত্রিশ লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত একটাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা, ইন্টারনেট বিল বাবদ সর্বমোট ২৫,১৩,৭২০/- (পঁচিশ লক্ষ তের হাজার সাতশত বিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সিল, অটোসিল ও নামফলক সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৩,২৫,০১৬/৫০ (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকার বিল, মনিহারি মালামাল সরবরাহের বিল বাবদ ২৩,১০,৯১৫/১০/- তেইশ লক্ষ দশ হাজার নয়শত পনের টাকা) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এ অর্থ বছরে পত্রিকা, ম্যাগাজিন সরবরাহের বিল বাবদ ৯,৪৯,৫৮৪/- (নয় লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত চুরাশি) টাকা এবং প্রিন্টার টোনার, ফটোকপিয়ার টোনার, ফ্যাক্স টোনার, এন্টি ভাইরাস, মাল্টি প্লাগ ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ২৪,৪৭,৫৩৫/- (চব্বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) টাকার বিল এবং কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি মেরামত বাবদ সর্বমোট ৬,৬২,২০৪/- (ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত চার) টাকার বিল এবং দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সর্বমোট ১৮,৪৩,২৬১/- (আঠার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত একষট্টি) টাকা নতুন ২৫টি ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ১৮,৭৭,৩৬৫/- (আঠার লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ অর্থ বছরে মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য ক্রোকারিজ সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ১৭,৫৭,৪৯০/- (সতের লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত নব্বই) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১.৪.৮.২ এছাড়া সাধারণ অধিশাখা-২ এর সম্পাদিত অন্যান্য কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে-

১. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে এ বিভাগ হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদান;
২. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদানের জন্য আদেশ জারি;
৩. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের নিরাপত্তার জন্য ১নং গেইট ও ২নং গেইটে পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
৪. পরিকল্পনা কমিশন চত্বর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য কমিটি গঠন, সভা আহবান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
৫. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ক্যান্টিন পরিচালনা, কমিটি গঠন, তদারকী এবং এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;
৬. ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন;
৭. দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন এর জন্য ফোল্ডার, কলম, নামাংকিত মগ ও ব্যাগ সরবরাহ;
৮. এছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন।

বাজেট শাখা

১.৪.৯ বাজেট শাখার কার্যাবলি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেটে (সচিবালয়, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে) মোট সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৭৬,৮৯,৩৮,০০০/-(ছিয়াত্তর কোটি উনআশি লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৬,৯৪,৩৮,০০০/-(ছেষট্টি কোটি চুরানব্বই লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা। অর্থাৎ পরিচালন বাজেট বাস্তবায়নের হার ৮৭.০৬%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগের উন্নয়ন বাজেটে (২২ টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ) মোট সংশোধিত বরাদ্দ ১৪৮,৫৫,০০,০০০/-(একশত আটচল্লিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকার মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ছিল ১২২,৪১,০০,০০০/- (একশত বাইশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ) টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় ১১০,০৯,০০,০০০/- (একশত দশ কোটি নয় লক্ষ) টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় ১০৯,৩২,৯৬,০০০/-(একশত নয় কোটি বত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা। অর্থাৎ উন্নয়ন বাজেটে জিওবি খাতে বাজেট বাস্তবায়নের হার ৮৯.৩১%।

১.৪.৯.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পরিকল্পনা বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন সম্পন্ন তথ্য নিম্নের সারনিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ১ পরিচালন ব্যয়:২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	খাতের বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	বাজেট বাস্তবায়নের হার
১. ১১৪০১০১১০৩৩৬৩ : সচিবালয়, পরিকল্পনা বিভাগ:				
৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন	৪৬৪৯০৮	৪০১৭৪০	৮৬.৪১%
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৪১০৭৫	৩০৮০১	৭৪.৯৯%
৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৪৫০০	১৪৪১	৩২.০২%
৩২৩১	প্রশিক্ষণ	৮১০০	৭৭৩৯	৯৫.৫৪%
৩২৪৩	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৮৭০০	৭৬৩৪	৮৭.৭৫%
৩২৪৪	ভ্রমন ও বদলি	৭১৫০	৫৭০৫	৭৯.৭৯%
৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি	৫৬৫০	৫১৬৩	৯১.৩৮%
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	২৬৫০	২৫০৮	৯৪.৬৪%
৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	১১২০০	১০৫৫০	৯৪.২০%
৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	৫০৮০০	৪৪১৪৪	+৮৬.৯০%
৩৯১১	সংরক্ষিত	০	০	০
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৯৬০০	১০১০৩	৫১.৫৫%
৭২১৫	ঋণ	৩৫০০	৮০৫	২৩.০০%
	মোট: সচিবালয় পরিচালন ব্যয়:	**৬২৭৮৩৩**	**৫২৮৩৩৩**	**৮৪.১৫%**
২. ১ ১৪০১০১-১৩১০০১৪০০ : জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি:				
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	২৭৯০০	২৭৯০০	১০০%
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১৮৯২০	১৮৯২০	১০০%
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২৫০৮৫	২৫০৮৫	১০০%
৩৬৩১১০৭	বিশেষ মূলধন অনুদান	১৫০০	১৫০০	১০০%
	মোট: জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি:	**৭৩৪০৫**	**৭৩৪০৫**	**১০০%**
৩. ১১৪ ০১০১-১৩১০০২৪০০ : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান:				
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	৪৬৪৫৯	৪৬৪৫৯	১০০%
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	২০৭৯৩	২০৭৯৩	১০০%
৩৬৩১১০৭	বিশেষ মূলধন অনুদান	৪৪৮	৪৪৮	১০০%
	মোট: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান:	**৬৭৭০০**	**৬৭৭০০**	**১০০%**
	সর্বমোট: পরিকল্পনা বিভাগ পরিচালন ব্যয়:	**৭৬৮৯৩৮**	**৬৬৯৪৩৮**	**৮৭.০৬%**

১.৪.৯.২ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উন্নয়ন ব্যয় নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ২ উন্নয়ন ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯		প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯		বাজেট বাস্তবায়নের হার
	জিওবি	মোট	জিওবি	মোট	(জিওবি)
২২টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ	**১২২৪১০০**	**১৪৮৫৫০০**	**১০৯৩২৯৬**	**১১০০৯০০**	**৮৯.৩১%**

১.৪.৯.৩ বাজেট শাখার অন্যান্য কার্যাবলি এ অংশে উপস্থাপন করা হলো

১.৪.৯.৩.১ পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট পুস্তিকা সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহের বিস্তারিত বাজেটের বিভাজন আদেশ জারি করা হয়;

১.৪.৯.৩.২ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) প্রাক্কলন ও ২০২০-২১ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.৩ পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট পরিপত্র-২ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বিস্তারিত বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২০-২১ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বিস্তারিত প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরনের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.৪ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অর্ন্তভূক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরনের ঋণ ও অগ্রিম প্রক্রিয়াকরণ করে মঞ্জুরি পত্র জারি করা হয়;

১.৪.৯.৩.৬ পরিকল্পনা বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিলের কার্যক্রমের মাসিক/ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৭.৩.৭ পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.৮ বাজেটর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীণের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ এবং iBAS++এ এন্ট্রিকরণ করা হয়;

১.৪.৯.৪.৯ এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অতিরিক্ত ৭৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থ বিভাগের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত হতে এবং পরবর্তীতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য অতিরিক্ত ৭৫.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১০ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মচারীদের যাতায়াত, টিফিন বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিশোধের প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি আদেশ জার করা হয়;

১.৪.৯.৩.১১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটের প্রকৃত ব্যয়, উদ্বৃত্ত সমর্পনের হিসাব প্রণয়ন করে অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগ ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১২ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রমসাধ্য কাজের জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান সম্পর্কিত কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ করে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৩ পরিচালন বাজেটের আওতায় গৃহিত উন্নয়ন কর্মসূচির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৪ বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৬. ২০১৫- ১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরসমূহের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৫ মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদ প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৬ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সঙ্গে হিসাব রিকনসাইলকরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৭ ২০১৭-১৮ সনের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন ব্যয়ের খসড়া উপযোজন হিসাবে স্বীকৃতি এবং উপখাত ভিত্তিক উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত খরচের ব্যাখ্যা প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৮ পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতের আওতায় উপখাতসমূহে পুনঃউপযোজন হিসাব চূড়ান্তকরণ করে সিএও কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.৯.৩.১৯ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মঞ্জুরি দাবী জাতীয় সংসদে ভোট গ্রহণকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকর্তৃক প্রস্তাব আকারে দাবী পেশ করিয়া ভোট গ্রহণের অনুরোধ জানানোর জন্য পরিকল্পনা বিভাগের কাউন্সিল অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

আইসিটি সেল

১.৪.১০ আইসিটি সেলের কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগে ০৫/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আইসিটি সেল গঠিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিবেচ্য সময় সম্পাদিত কার্যাদি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো: পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর সকল কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারিদের ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এর ফলে নথি নিস্পত্তি ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের টেন্ডার কার্যক্রমের অধিকাংশই ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরিকল্পনা বিভাগের ৩য় শ্রেণির নিয়োগের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় এবং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড' এর ই-গভর্নেন্স এক্সপো-তে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, পরিকল্পনা বিভাগের বাৎসরিক বাজেট, পরিকল্পনা বিভাগের সকল ফোকালপয়েন্ট/প্রতিনিধি কর্মকর্তাদের তালিকা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এডিপি/আরএডিপি প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ এর Implementation of Digital ECNEC (IDE) প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলটিং হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা যেমন-এলজিইডি, ওয়াসা, ডিপিএইচই, সিটি কর্পোরেশন হতে Project Planning System (PPS) সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে শেষ করার পর এটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় রোল আউট করার জন্য Strengthening Digital Processing of Projects (SDPP) নামে একটি নতুন প্রকল্প চলমান রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল ভবনে LAN, Wi-Fi এবং এনইসি সম্মেলন কক্ষ এবং এনইসি কমিটি ক-১ এ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে যা আইসিটি সেল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

১.৪.১০.১ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল সেবা/সার্ভিস ডিজিটাল এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে সচিব মহোদয়ের উদ্যোগে ১৫-২০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব" শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এটুআই এর সহযোগিতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৫টি ডিজিটাল সার্ভিসের বিস্তারিত ডিজাইন ও TOR চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয় যা নিম্নরূপ-

১. Project Processing, Appraisal & Management System
২. National Plan Management System
৩. GIS Based Resource Management System
৪. Research Management System
৫. ADP/RADP Management System

১.৪.১০.২ ০৫টি ডিজিটাল সার্ভিস এর মধ্যে (৫) ADP/RADP Management System সার্ভিসটি "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এবং ১. Project Processing, Appraisal & Management System সার্ভিসটি পরিকল্পনা বিভাগের "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
২. National Plan Management System;
৩. GIS Based Resource Management System এবং
৪. Research Management System সার্ভিস ০৩টি স্বল্প সময়ের মধ্যে একক সাইনইন সুবিধাসহ নতুনভাবে ডেভেলপ, ইন্টিগ্রেশন এবং সমন্বিত হার্ডওয়্যার ব্যবস্থাসহ বাস্তবায়ন করা হবে।

পরিকল্পনা শাখা

১.৪.১১ পরিকল্পনা শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা শাখা পরিকল্পনা বিভাগাধীন একটি শাখা। এ শাখাটি ২০১৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এ শাখায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংশোধন ও বাস্তবায়নের যাচাই বাছাই প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ,

এছাড়াও এনএপিডি এবং বিআইডিএস এর প্রকল্পসমূহের জন্যও প্রশাসনিক কার্যক্রম করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য রয়েছে। যথা:

- যথাযথ ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট; সেক্টর/বিভাগ/দপ্তরকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা।

১.৪.১১.১ উদ্দেশ্য

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশোধনে সহায়তা করা।

১.৪.১১.২ কার্যক্রম

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী জনবল সংরক্ষণ, বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধিত বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, প্রশাসনিক কার্যাদি, প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ইত্যাদি। তিন অর্থবছরে অর্থাৎ ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ এ শাখার কার্যক্রম নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ২০১৬-১৭,২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম

বাস্তবায়ন পরিস্থিতি	(অংকসমূহ কোটি টাকায়)			
বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি
ক. ২০১৮-১৯	২২টি প্রকল্পের	১৯২.৭২	১৪৮.৫৫	৮৯.৬৩%
খ. ২০১৭-১৮	১৯টি প্রকল্প	২০৫.৭০	১৪২.৬১	৮৬.০৪%
গ. ২০১৬-১৭	১৪টি প্রকল্প	১০৭.০৪৩১	১০৩.৪৫৮১	৮৪.৮২%

পিটি শাখা

১.৪.১২ পিটি শাখার কার্যাবলি

প্রোজেক্ট এন্ড ট্রেনিং বা পিটি শাখা পরিকল্পনা বিভগের অধীন একটি শাখা, এ শাখার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য দেশের অভ্যন্তরে বা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচের বিভিন্ন সারণির মাধ্যমে এ শাখার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ১ বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্য (মন্ত্রী ও সচিব)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০২ (দুই) দিন	মন্ত্রী			
০৫ (পাঁচ) দিন	মন্ত্রী			
০২ (দুই) দিন	মন্ত্রী			
০১ (এক) দিন	মন্ত্রী			
				১০ দিন
১০ (দশ) দিন			সচিব	
১১ (এগার) দিন			সচিব	
০৮ (আট) দিন			সচিব	
০৫ (পাঁচ) দিন			সচিব	
০৬ (ছয়) দিন			সচিব	
			মোট=	৪০ দিন

সারণি: ২ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০ (জুলাই ২০১৮)	-
০৪ টি (আগস্ট ২০১৮)	২১
০৩ টি (সেপ্টেম্বর ২০১৮)	৩৭২
০৪ টি (অক্টোবর ২০১৮)	৬৪২
০৬ টি (নভেম্বর ২০১৮)	৩৪৫
০৩ টি (ডিসেম্বর ২০১৮)	৫২২
০৫ টি (জানুয়ারি ২০১৯)	৫১৬
০৪ টি (ফেব্রুয়ারি ২০১৯)	৪২৬
০২ টি (মার্চ ২০১৯)	৪৭৫
০৩ টি (এপ্রিল ২০১৯)	২৯০
০৪ টি (মে ২০১৯)	১৭৪
(জুন ২০১৯)	-
মোট=	৩৭৮৯

সারণি: ৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

মাসের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
জুলাই ২০১৮	৩৩
আগস্ট ২০১৮	১৮
সেপ্টেম্বর ২০১৮	১৯
অক্টোবর ২০১৮	২৭
নভেম্বর ২০১৮	১৭
ডিসেম্বর ২০১৮	১৯
জানুয়ারি ২০১৯	১৩
ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৯
মার্চ ২০১৯	৩১
এপ্রিল ২০১৯	২৭
মে ২০১৯	২৬
জুন ২০১৯	৩৮

চিত্র: এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন ও সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

চিত্রঃ এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগের অর্থায়নে দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট (এআরআই) বুয়েট কর্তৃক আয়োজিত গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে সনদ বিতরণে সম্মানিত সাচব, পরিকল্পনা বিভাগ

চিত্রঃ উন্নয়নকৃত ইনভেন্টরি মডিউল বিষয়ক প্রশিক্ষণে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত সাচব, পরিকল্পনা বিভাগ

জাতীয় দিবস উদযাপন এবং কর্মচারি প্রণোদনা সম্পর্কিত অনুষ্ঠানমালার কতিপয় চিত্র

চিত্র: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পারিবারিক মিলনমেলা ২০১৯

চিত্র: পারিবারিক মিলনমেলা ২০১৯ অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা, কর্মচারিবৃন্দের সংবর্ধনা, শিক্ষাবৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

চিত্র: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন, ১৫ আগস্ট, ২০১৯

চিত্র: ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

চিত্র: ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

সমন্বয় শাখা

১.৪.১৩ সমন্বয় শাখার কার্যাবলি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় শাখা হতে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ:

১.৪.১৩.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৮/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.২ সুনামগঞ্জ জেলার 'মধ্যনগর' থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের সম্মতি স্থানীয় সরকার বিভাগে গত ২৬/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.৩ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.৪ পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ণ কাঠামো , ২০১৮-১৯ গত ১৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.৫ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে জনকল্যাণ এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নয়ন ও অর্জন অন্যান্য মেয়াদের সরকারসমূহের তুলনামূলক চিত্র বুলেট পয়েন্টে গত ১৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.৬ জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ এ গৃহীত পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি গত ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.৭ বিগত ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ হতে অদ্যবধি সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণার্থে গৃহিত পদক্ষেপসমূহের তথ্য/প্রতিবেদন গত ০৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

১.৪.১৩.৮ সামরিক আমলের অধ্যাদেশসমূহকে আইনে পরিণত করা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ২৩/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

১.৪.১৩.৯ প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা আইন, ২০১৯ (খসড়া) এর বিষয়ে মতামত গত ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

১.৪.১৩.১০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক গত ২২/০৫/২০১৯ তারিখে প্রধান সমন্বয়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে;

প্রটোকল অধিশাখা

১.৪.১৪ প্রটোকল শাখার কার্যাবলি

প্রটোকল অধিশাখার আওতায় প্রটোকল, সম্মেলন কক্ষ এবং গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অধিশাখা হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে:

১.৪.১৪.১ এনইসি-একনেক সংশ্লিষ্ট: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৩টি একনেক ও ৩টি এনইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় সাচিবিক সহায়তা, আপ্যায়ন এবং এতদসংক্রান্ত ডাক গ্রহণ ও প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৪.১৪.২ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের পাশাপাশি প্রশাসনিক সভাসহ আয়োজিত ১,৪৪৩টি সভায় আপ্যায়ন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভা/সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং দেশী-বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১.৪.১৪.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক আহূত সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সভাকক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে এনইসি সম্মেলন ক/কমিটি ক-১/এইসি অডিটরিয়াম বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১.৪.১৪.৪ বিদেশ সফরে প্রটোকল সহায়তা প্রদান: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত ৪২জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভিসা, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং ভিআইপি প্রটোকল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১.৪.১৪.৫ মোটরযান সংক্রান্ত: প্রাপ্যতা অনুসারে ১২টি রুটে সাটল সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ১২৪জন কর্মকর্তার অনুকূলে অফিসে যাতায়াত সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মকর্তাগণের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত না-দাবী প্রদান করা হয়েছে।

১.৪.১৪.৬ এসবি ও গ্যালারী পাস সংক্রান্ত: একনেক, এনইসি সভার এসবি পাস এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশনের দর্শক গ্যালারী পাস সংগৃহ ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে।

১.৪.১৪.৭ ডাক গ্রহণ ও বিতরণ: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের জারিকৃত চিঠিপত্র, প্রকল্প সংক্রান্ত ডিপিপি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পুস্তক এবং একনেক/এনইসির সকল ডাক গ্রহণ ও বিভিন্ন অফিসে যথাসময়ে বিতরণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

১.৪.১৫ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

উন্নয়নের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭ সালে Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) নামে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর এর নতুন নাম করণ করা হয় Bangladesh Institute of Development Economics (BIDE)। পরবর্তী সময়ে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়তার জন্য ১৯৭৪ সালে এক সংসদীয় চার্টার বলে প্রতিষ্ঠানটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আরো দুটি জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান (দ্যা পপুলেশন স্টাডি সেন্টার এবং দ্যা ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট)-কে পর্যায়ক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে বিআইডিএস এর সাথে অঙ্গীভূত করা হয়। ষাটের দশকে এ প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের প্রধান দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার কারণ উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করা। বস্তুত, তখন এ প্রতিষ্ঠান দু-অর্থনীতির তত্ত্বের ভ্যানগার্ড হিসেবে আর্বিভূত হয় যার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদও যুক্ত হন। বিশেষ করে অধ্যাপক রেহমান সোবাহান-এর নাম প্রনিধাণযোগ্য। এ দু-অর্থনীতির তত্ত্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অবদান রাখে। দেশ স্বাধীনের পর বিআইডিএস-এর গবেষণার মূল ফোকাস হয়ে দাঁড়ায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। কারণ বাংলাদেশ যে অর্থনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তার চরিত্র ছিল কৃষিভিত্তিক। সত্তরের দশকে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলো কৃষিতে টেনিউরাল সম্পর্ক ও কৃষি উৎপাদনশীলতার উপর তার প্রভাব, কৃষি উদ্বৃত্ত ব্যবহার ও কৃষিতে সম্পদ বা পূঁজিসৃজন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদনশীলতায় তার প্রভাব, কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য ও ভর্তুকি সংক্রান্ত সমস্যাদি বিশ্লেষণ এবং পল্লী অবকাঠামো, বিশেষ করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অধীনে সৃষ্ট স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়ন। এসব গবেষণার কয়েকটি এখনও স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উন্নয়ন, বিকাশমান উন্নয়ন প্যারাডাইম, পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও সামাজিক বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিআইডিএস ব্যাষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র ঋণ, শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, শ্রমবাজার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, গ্রামীণ অকৃষি কার্যক্রম, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, শক্তি, জেন্ডার ও ক্ষমতায়ন, অভিবাসন, নগরায়ন, বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন সমস্যা ইত্যাদি নানা দিকের উপর গবেষণা করে থাকে। তবে বর্তমানে বিআইডিএস-এর গবেষণা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে ব্যাষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অবকাঠামো (শক্তি ও জ্বালানী) ও বিশ্বায়নের প্রভাব। বিআইডিএস পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকা ছাড়াও দেশের অন্য সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিআইডিএস ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার তৈরি করেছে পরবর্তীতে যেগুলো পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নেও বিআইডিএস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত থিমেটিক গ্রুপ প্রতিবেদন কাজে লাগানো হয়েছে। বিআইডিএস উন্নয়ন গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে।

১.৪.১৫.১ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য: অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গবেষণা, উন্নয়ননীতি ও কৌশল প্রণয়ন।

১.৪.১৫.২ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে:

ক. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ ও সমস্যাদি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা;
২. গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।

১.৪.১৫.৩ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

ক. উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর অগ্রগতি সাধনের জন্য অনুশীলন, গবেষণা ও এতদসংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে কার্যনির্বাহ করা;
খ. পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান পরিচালনা এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;
গ. অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী পরিচালনা, বক্তৃতা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা;
ঘ. সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;
ঙ. পরস্পর সহযোগিতা মূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশী পণ্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাদের গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা।

১.৪.১৫.৪ কার্যক্রমের বর্ণনা

১.৪.১৫.৪.১ ক. গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা বিআইডিএস-এর অন্যতম কাজ হলো গবেষণা পরিচালনা করা। বিআইডিএস সরকারি নীতিনির্ধারণী কাজে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিআইডিএস এর সহায়তা অব্যাহত আছে। বিআইডিএস কর্তৃক সম্প্রতি সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা সমীক্ষার সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২০১৮-১৯ অর্থবছর: ২৩টি সমীক্ষা সম্পাদিত হয়
২০১৭-১৮ অর্থবছর: ২৩টি সমীক্ষা সম্পাদিত হয়
২০১৬-১৭ অর্থবছর: ২৬টি সমীক্ষা সম্পাদিত হয়

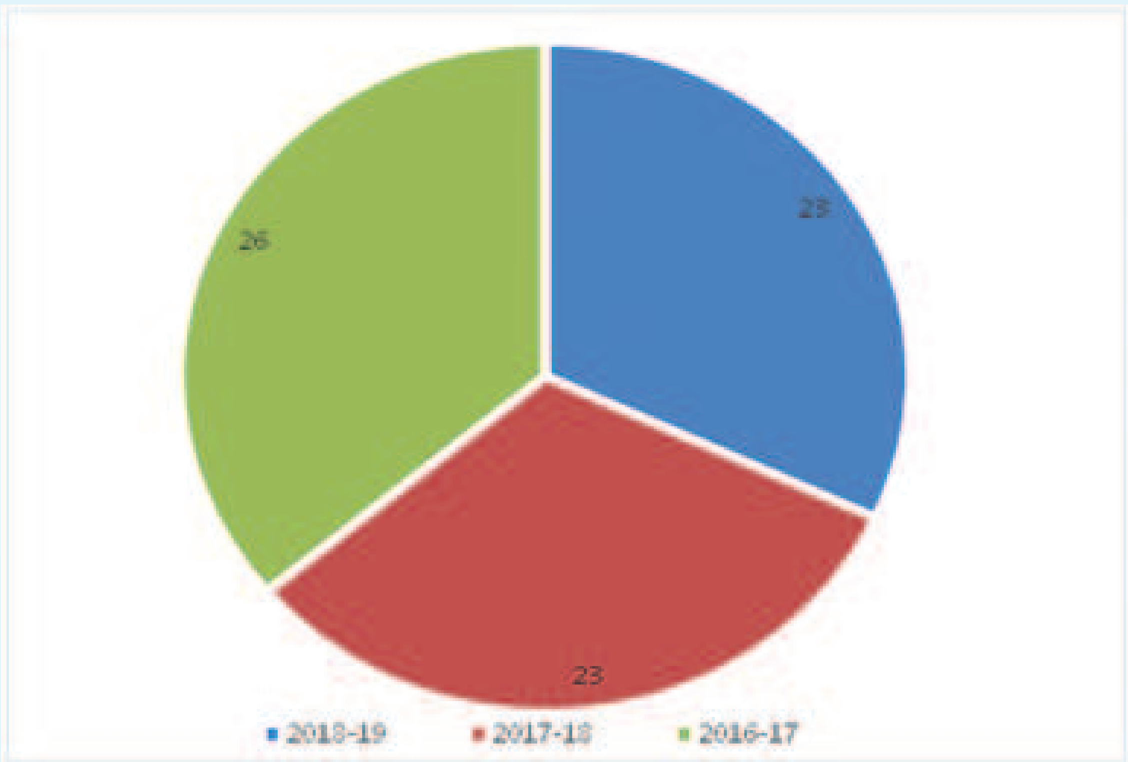

চার্ট: বিগত তিন অর্থ বছরের সম্পাদিত সমীক্ষা সংখ্যা

২০১৬ অর্থবছর হতে ২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিআইডিএস কর্ত"ক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা সমীক্ষাগুলোর কয়েকটি সমীক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষাসমূহ

Sl. No.	Title of the Study	Sponsor
01	Electrification in Rural Bangladesh: An Assessment of Socio-economic Impacts of Subsidized Tariff on Life-line Consumers	Bangladesh Energy Regulatory Commission
02	Onion Market of Bangladesh: Role of Different Players and Assessing Competitiveness, 2018	Bangladesh Competition Commission
03	Performance Assessment of the Pilot Program of Shishu Bikash Kendra	The Bangladesh Shishu Academy (BSA), Ministry of Women and Children Affairs
04	Implication of Employment Generation Programme for the Poorest (EGPP) to Reduce Disaster and Gender Vulnerability	Ministry of Disaster Management and Relief Govt. of the People's Republic of Bangladesh
05	An Evaluation of Rural Social Service Programme of the Government Bangladesh	Department of Social Services

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষাসমূহ

Sl. No.	Title of the Study	Sponsor
01	Impact Analysis of the Project "Construction of Small Bridges/Culverts on the Rural Roads (3rd Phase)"	Ministry of Disaster Management and Relief
02	Land Market Survey for Current Market Price of Lands in the Area Affected by Padma Multipurpose Bridge Project	Padma Multipurpose Bridge Authority
03	Census of the Undocumented Myanmar Nationals Staying in Bangladesh 2016	BBS
04	An Assessment on Coverage of Basic Social Services in Bangladesh	IMED, Ministry of Planning

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষাসমূহ

Sl. No.	Title of the Study	Sponsor
01	ADB Skills Gap	Skill for Employment Investment Program (SEIP)
02	Baseline Data Collection for the Impact Evaluation of Second Rural Transport Improvement Project II (RTIP)	LGED, GoB
03	Education and Literacy in Bangladesh (BBS-Education)	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
04	Tracer Study on TVET Graduates in Bangladesh (Tracer-TVET)	Skill Development Project (SDP), Ministry of Education
05	Children and Youth Population in Bangladesh: Human Capital and Employment Prospects (BBS-CYPB)	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
06	Assessment of Direct and Indirect Economic and Impact of EPZs on the Economy of Bangladesh (AEPZ)	Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA)

১.৪.১৫.৪.২ খ. প্রকাশনা

গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশনা অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত প্রকাশনাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (Bangladesh Development Studies-BDS)। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ত্রৈমাসিক ইংরেজী জার্নাল, যা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এটি বছরে ৪টি ইস্যু প্রকাশিত হয়। গত ৩ অর্থবছরে ৩টি ভলিউম অর্থাৎ মোট ১২টি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে।
২. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীা (বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বাংলা জার্নাল)। এটি বছরে একবার প্রকাশিত হয়। গত ৩ অর্থবছরে ৩টি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে।
৩. রিসার্চ রিপোর্ট: এ পর্যন্ত ১৯০টি রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।
৪. রিসার্চ মনোগ্রাফ: এ পর্যন্ত ২৩টি রিসার্চ মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে।
৫. বই ও বিশেষ প্রকাশনা ছাড়াও ওয়ার্কিং পেপার, প্রজেক্ট রিপোর্ট, পলিসিব্রিফ, নিউজলেটার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

১.৪.১৫.৪.৩ বিআইডিএস কর্তৃক প্রকাশিত কতিপয় প্রকাশনা নিম্নরূপ

১. Research Report-190: Cooptation of the Heterodox Fakirs in Contemporary Bangladesh
২. BIDS-REF Study Series No: 15-01
Impact of Energy Price Adjustments on Bangladesh Economy: A Macro-econometric Modeling Approach
3. BIDS-REF Study Series No: 15-02
Burden of Disease on the Urban Poor: A Study of Morbidity and Utilization of Healthcare among Slum Dwellers in Dhaka City
4. Research Report-189: Situational Analysis of Strengthening the National Menstrual Regulation (MR) Programme in Bangladesh
5. Research Report-188: Workplace Safety and Industrial Relations in the Readymade Garments (RMG) Industry in Bangladesh
৬. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা (বাংলা জার্নাল); খন্ড: ৩৪, ৩৫, ৩৬
৭. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (ইংরেজি জার্নাল); ভলিউম-৪০, নং-১, ২, ৩, ৪; ভলিউম-৪১, নং-১, ২

গ. সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ও গোলটেবিল আলোচনা

বিআইডিএস সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি এবং গবেষণা ফলাফল জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সময় সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে থাকে। এতে দেশী-বিদেশী গবেষকবৃন্দ প্রবন্ধ উপস্থাপন করে থাকে। গত ৩ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও গোলটেবিল আলোচনার বছরভিত্তিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:

২০১৮-১৯ অর্থবছর : ২৩টি সেমিনার /ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়
২০১৭-১৮ অর্থবছর : ২৫টি সেমিনার /ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়
২০১৬-১৭ অর্থবছর : ২১টি সেমিনার /ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়

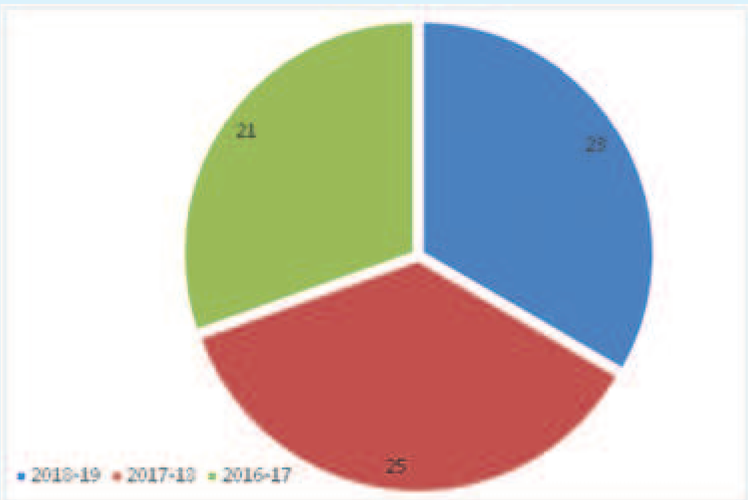

চার্ট: বিগত তিন অর্থবছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ

বিআইডিএস প্রতি বছর একটি করে BIDS Research Almanac ও BIDS Critical Conversation আয়োজন করে। উক্ত কনফারেন্সে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়সহ দেশের গণ্যমান্য অর্থনীতিবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী ও বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন।

চিত্র: BIDS Critical Conversation 2019

চিত্র: BIDS Research Almanac 2018

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি)

১.৪.১৬ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (এসএসআরসি) কার্যাবলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (এসএসআরসি) রূপরেখা প্রণীত হয়। এ রূপরেখায় এসএসআরসি এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনার সুস্পষ্ট করা হয়। পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরীতে গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক মঞ্জুরিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক ৭০৩টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা নীতিমালা 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭' রয়েছে। যা অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাপ্তকৃত গবেষণার উপর গবেষণা শিরোনাম সম্বলিত একটি পুস্তিকা রয়েছে, যা মাধ্যমিক তথ্যের একটি বিশেষ উৎস হিসেবে গবেষকগণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে এসডিজি সংশ্লিষ্ট তথ্য গ্যাপ পূরণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.৪.১৬.১ গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান

এসএসআরসি পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এই পাঁচটি ক্যাটাগরির গবেষণা হলো: ১.প্রমোশনাল গবেষণা ২. ফেলোশিপ গবেষণা ৩. প্রতিষ্ঠানিক গবেষণা ৪. এমফিল গবেষণা এবং ৫. পিএইচডি গবেষেণা। এই পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় এসএসআরসি প্রণীত গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পাঁচটি ক্যাটেগরিতে (প্রমোশনাল-১৭টি, প্রাতিষ্ঠানিক-১০টি, ফেলোশিপ-২২টি, এমফিল ও পিএইচডি-১০) বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ৫৮টি গবেষণা সমাপ্ত করার ল্যমাত্রায় নির্ধারণ করা হয় কিন্তু সমাপ্তকৃত গবেষণার সংখ্যা ৫৯টি। এই ৫৯টি সমাপ্ত গবেষণার বিপরীতে গবেষকগণকে ১,০২০০.০০০/- (এক কোটি দুই লক্ষ) টাকার আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা ২০১৯

চিত্র: গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা কর্মশালা ২০১৯

১.৪.১৬.২ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান, বাছাইকরণ, ইনসেপশান কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন কার্যক্রম

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিবছর মে-জুন মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানের পূর্বে চাহিদা যাচাই সমীক্ষা, প্রচলিত নীতির গ্যাপ নির্ধারণ, এসডিজি তথ্য গ্যাপে গুরুত্বারোপ করে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭ এর নিয়ম নীতি অনুযায়ী যাচাই-বাছাইকরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৯৯টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৭ টি গবেষণা চূড়ান্ত করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পাঁচটি ক্যাটেগরিতে মোট ২৬৩টি গবেষণা প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই সমাপ্ত হয়েছে। এ অর্থবছরে সর্ব মোট ৮৩টি গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৪.১৬.৩ গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম এসএসআরসি-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ প্রতিষ্ঠানের অধীন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে গবেষণা পত্রটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীদের উপস্থিতিতে বিস্তরণ করা হয়। গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর মতামত বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৬টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন

১.৪.১৬.৪ গবেষণা ফলাফল প্রকাশনা এবং বিতরণ কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল প্রকাশনা ও প্রেরণ এসএসআরসির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির অধীন সম্পন্নকৃত গবেষণাসমূহের মান বিবেচনায় নিয়ে প্রতি বছর একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষেত্র অনুযায়ী সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ বছরভিত্তিক একটি গু"ছ বহি আকারে প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিত সকল জার্নাল ও অন্যান্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গবেষকগন গবেষণা ফলাফল প্রচারের লক্ষ্যে ১১টি গবেষণা পেপার জমাদান করেছেন। এসএসআরসি থেকে এ গবেষণাগুলো ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকাশিত হবে।

১.৪.১৬.৫ ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

এসএসআরসি এর অধীন সমাপ্তকৃত গবেষণাসমুহ সংরক্ষণের জন্য একটি বৃহৎ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র রয়েছে। এটি পরিকল্পনা চত্তরের এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এ কেন্দ্রে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অর্থবছরে প্রয়োজনীয় ক্রয়কৃত পুস্তকও এ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫৯টি চূড়ান্ত গবেষণাসহ ৭০৩টি

গবেষণা ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষিত আছে।

১.৪.১৬.৬ গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আর্থিক মঞ্জুরি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ০৮ (আট) টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে (১.অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ তম প্রশিক্ষণ কোর্স, ২. অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩২ তম প্রশিক্ষণ কোর্স, ৩.শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণ কেন্দ্র, ৪.দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫.সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ৬. পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭. জামাল-নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৮. সেন্টার ফর এডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) রিসার্চ মেথডলজিসহ সামাজিক বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতির উপরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ২৫,০০০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা ২০১৯

১.৪.১৬.৭ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন এসএসআরসির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমটি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শুরু হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের অধীনে মোট ১১ (এগার) টি গবেষণা প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। এ প্রস্তাবনার মধ্য হতে ৪টি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৪.১৬.৮ রিসার্চ আপডেট প্রকাশনা কার্যক্রম

রিসার্চ আপডেট (Research Update) সোসাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের নিয়মিত একটি প্রকাশনা। বছরব্যাপি এ প্রতিষ্ঠানটি যেসব কার্যক্রম করে তার উপর ভিত্তি করে এটি কার্যক্রম প্রতিচ্ছবি ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন সম্বলিত প্রকাশনা। এটি সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

১.৪.১৬.৯ গবেষণা নীতিমালা পরিমার্জন কার্যক্রম

এসএসআরসির গবেষণা পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি নীতিমালা (সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭)। এই নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট এটির পরিমার্জিত কপি বিতরণ করা হয়।

এসএসআরসি এর আরও কতিপয় কার্যক্রম:

চিত্র: বঙ্গবন্ধু উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ক গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপনা কর্মশালা

১.৪.১৬.১০ সেবা পরামর্শ বাক্স

এসএসআরসি একটি স্বচ্ছ সেবা পরামর্শ বাক্স স্থাপন করে যার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ তাদের যেকোনো পরামর্শ প্রদান করতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি একটি সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, প্রকাশ ও স্টেকহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। স্টেকহোল্ডারগণ কার্যক্রম, কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচরণ বা অন্য যেকোনো বিষয়ে সহজে যাতে মত প্রকাশ করতে পারে তার জন্য একটি মতামত/অভিযোগ ফরমও প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে সেবা গ্রহীতাগণ উক্ত মতামত ফরমে এসএসআরসি এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে স্বীয়মত প্রকাশ করতে পারেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৫ (পঁচিশ) জন স্টেকহোল্ডার তাঁদের নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের কিছু মতামত এখানে তুলে ধরা হল: দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সময়পোযোগী গবেষণা প্রস্তাবনা আহব্বান, গবেষণার মানোন্নয়ন, গবেষণার বরাদ্ধ বৃদ্ধি, গবেষকদের সাথে যোগাযোগা রক্ষা করা, জার্ণাল প্রকাশ, সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল কোষ তৈরী, নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী, দ্রুত অর্থ ছাড়করণ, গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে বেশীরভাগ স্টেকহোল্ডার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান কর্মধারা অব্যাহত থাকলে এসএসআরসি'র আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

১.৪.১৬.১১ গবেষক রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম

গবেষক রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমটি ২০১৮ সালে সূত্রপাত করা হয়। সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের নির্বাচিত গবেষকদের একটি সুনির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রেশন নম্বর প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬৭ জন গবেষককে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। এসএসআরসি এর নিজস্ব কোনো গবেষক নেই, সেহেতু ভবিষ্যতে ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা পরিচালনায় এই গবেষকদের সহজে চিহ্নিতকরণে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর গবেষক সম্মেলন করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রমটি তাৎপর্যপূর্ণ।

১.৪.১৬.১২ ই-ফাইলিং পুরস্কার কার্যক্রম

ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে এসএসআরসি'র সকল কার্যক্রম (১০০%) সম্পন্ন হচ্ছে।

১.৪.১৬.১৩ ই-টেন্ডার কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ল্যমাত্রা অনুযায়ী এসএস আরসি ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১.৪.১৬.১৪ স্টিয়ারিং কমিটির সভা

গত ১১-০১-২০১৮ ও ২৩-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২ টি গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১.৪.১৬.১৫ গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

এসএসআরসি এর অধীনে পরিচালিত গবেষণাসমূহ যথাযথভবে মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ হতে চূড়ান্তকরণ পূর্বপর্যন্ত পরিবীক্ষণ করা হয়। এ পরিষদের কর্মকর্তাগণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯টি গবেষণা কার্যক্রমের মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ পুন:যাচাই করেছেন।

১.৪.১৬.১৬ শুদ্ধাচার পুরস্কার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার, শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রনোদনা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম রয়েছে। তাছাড়া সেবা পরামর্শ বাড়ের মাধ্যমে এ কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ হতে একজন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ও একজন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন। এ পুরস্কার এসএসআরসি-এর সুষ্ঠু কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ। যা সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুপ্রাণিত করেছে ।

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ স্বাক্ষর ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

চিত্র: শুদ্ধাচার সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন এসএসআরসির উপসচিব ড. উত্তম কুমার দাশ

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি)
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত গবেষণার তালিকা
প্রমোশনাল ক্যাটাগরি

ক্রঃ নঃ	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্ত বছর
০১.	মো: ইয়াহিয়া বাসা-১২, রোড-০১, চামেলীবাগ, মেজরটিলা, সিলেট	"আধুনিকায়নের মাত্রা নির্ণয় এবং তার প্রয়োগিক ফলাফল -বাংলাদেশ ও নরওয়ের তুলনামূলক আলোচনা"	২০১৮-১৯
০২.	ছাদেকা হক প্রফেসর, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	"Marginal Former`s Participation in Commercial Vegetable Production Marketing Profit Margin and Business Management"	২০১৮-১৯
০৩.	আ.স.ম বরকত উল্লাহ মিলিনিয়াম ম্যাক সিস্টেম, মাসলেম উদ্দিন ছাত্রাবাসের গলি, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর সদর	"খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার: বর্তমান অবস্থা এবং করণীয়	২০১৮-১৯
০৪.	মোঃ রহমত উল্লাহ প্রকল্প সমন্বয়কারী স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প	"কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যালয় আরডিআরসএস বাংলাদেশ। বহির্ভুত এবং ঝড়েপড়া কিশোর-কিশোরীদের আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা: বাস্তব পরিস্থিতি ও করণীয়"	২০১৮-১৯
০৫.	তাসমিয়াহ রহমান ১৬/১, জে-২, টোলারবাগ আবাসিক এলাকা, মিরপুর-১, ঢাকা	"Health Seeking Behaviour among the Elderly Ethnic Groups in Chittagong Hill Tracts (CHT) of Bangladesh"	২০১৮-১৯
০৬.	মোহাম্মদ সাজ্জাত হোসাইন সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	"Potential Earthquake Threat and Peoples Consciousness: A Study of The Old Dhaka" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০১৮-১৯
০৭.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন উত্তর কাফরুল উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।	Attributes of Marital Separation: A Case Study in Selected Slum Population of Dhaka City	২০১৮-১৯
০৮.	ঝর্ণা রানী নাথ ২৩৭/৩, জাকের রোড,পুর্ব রামপুরা, ঢাকা	''নারীর ক্ষমতায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা- বাংলাদেশ চিত্র''	২০১৮-১৯
০৯.	খালেদা খন্দকার সহকারী শিক্ষক গ্রাম ও ডাকঘর: করটিয়া থানা ও জেলা: টাঙ্গাইল	প্রেক্ষিতে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	২০১৮-১৯
১০.	মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার সিনিয়র সহকারী সচিব গ্রাম- মোমরেজ গলগন্ডা ডাকঘর- তারাগঞ্জ বাজার উপজেলা- ঘাটাইল, জেলা: টাঙ্গাইল মোবা: ০১৭৩২৮৩৬৫৫৫	The End of the Multi-Fibre Arrangement: Assessing its Impact on the RMG Exports of Bangladesh.	২০১৮-১৯

১১.	Ms. Rezwana Khan বাড়ী-৩২, ফ্যাট-এ ১, সড়ক-০৪,ধানমন্ডি, ঢাকা মোবাইল-০১৮১৭০৪৫৬৩৫	How Children Can be Protected from Negative Impact of Technology.	২০১৮-১৯
১২.	তাহমিদা জাকিয়া গ্রাম-শানঘাট, পো-ধানখোলা থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর মোবাইল-০১৯১৫৪৭৩৩৯০	Challenge and Way Forwards to Ensure Quality Education of Private University in Bangladesh.	২০১৮-১৯
১৩.	আরফা মোহসিনা ফ্যাট-এ/১, এনএইচবি-২০ সপ্তনীড় সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা মোবাইল-০১৭৩০০৯২১৭৯	Bridging the Digital Devide through Technology Integration in to the Secondary Education in Bangladesh: A comparative study.	২০১৮-১৯
১৪.	নূসরত জাহান আরেফীন প্রভাষক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা মোবাইল-০১৭১৭৪০৯৩০০	Digitalization to Improve Land Administration in Bangladesh Scope and Activities.	২০১৮-১৯
১৫.	মনিরা ইসলাম বিশমাইল, ই-৪০, গ্রাম- জাহাঙ্গীরনগর পো- জাহাঙ্গীরনগর, বিশ্ববিদ্যালয়মসাভার, ঢাকা মোবাইল-০১৯২৪০৫৫০৬২	ফকির লালনসাই এর নারী ভাবনা ও বর্তমান	২০১৮-১৯
১৬.	মোঃ ইমদাদুল হক ইন্সট্রাকটর (বাংলা), টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ঝালকাঠি মোবাইল-০১৯১৩৭৩০৪৫৬	গুড়ো দুধ সমস্যা: দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান খামার ভিত্তিক দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনা	২০১৮-১৯
১৭.	মনিজা ইসলাম প্রভাষক, বাংলা বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর, বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা মোবাইল-০১৭১২৮৪৯৮৭৪	বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে নাগরিক ও রাস্ট্রের ভূমিকা	২০১৮-১৯

ফেলোশিপ গবেষণা:

ক্র: নং	গবেষকের নাম ও পদবী, ঠিকানা	গবেষণা শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
১.	ড. মো: আব্দুল জলিল ইষ্টার্ন গ্লোরী, হাউজ নং-২১০, রোড-১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯	বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মৌসুমী বেকারত্বের ধরন	২০১৮-১৯
২.	মো: মজিবর রহমান অধ্যক্ষ, ফুলবরু কটেজ সিরাজউদ্দিন সড়ক, থানাপাড়া, বরগুনা	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্র শিশুদের অর্জন ও প্রতিবন্ধকতা: কতিপয় আর্থ-সামাজিক নির্দেশক	২০১৮-১৯
৩.	সালমা জোহ্‌রা কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ সেসিপ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৬৯-৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	বাংলাদেশের সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর শিক্ষাক্রমে স্বাধীনতার ইতিহাস, বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগত উপাদানের প্রতিফলন: একটি তুলনামূলক সমীক্ষা	২০১৮-১৯

৪.	ডা: রাশিদা বেগম ১৭/১-এ, বি-১, ইস্কাটন গার্ডেন ঢাকা-১০০০	Knowledge and Attitude Towards Child Marriage Practice Among Women Married as Children in Rural Communities of Bangladesh	২০১৮-১৯
৫.	ড. অরুণা বিশ্বাস অতিরিক্ত সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	Medical Waste Management: An Assessment of Policy Issues to Develop a Standard Practice in Bangaldesh	২০১৮-১৯
৬.	মো: আব্দুস সাত্তার প্রাক্তন সচিব, বেইলি রিজ, কে-৬ ১ নং বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা	ফরমাল ব্যাংকিং ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা: রংপুর বিভাগের ৩টি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) সমীক্ষা	২০১৮-১৯
৭.	ড. অশোক কুমার সাহা অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	Mental Health Status of Eve-Teased Girls between Pre and Post Counseling Session	২০১৮-১৯
৮.	ড. সুলতানা মোস্তফা খানম অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	Status of Health Service Utilization by the Obstetric Fistula Patients: Data from Northern Bangladesh	২০১৮-১৯
৯.	তাহামিন বানু পরিচালক, BSTD's Research and Experimentation Centre on Training (BRECT) বাড়ী নং-৪১০ ফ্যাট-২বি, ব্লক-সি, রোড-৪ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯	Promoting Quality Education at all Levels (Primary, Secondary and Tertiary): Specific Suggestion with the Experience of Developed Countries	২০১৮-১৯
১০.	ড. তানভীর হাসান দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা-১০০০	A Study on Child Pedestrian Accidents: Behavioral Approaches of School Going Children in Metropolitan Cities	২০১৮-১৯
১১.	সুরাইয়া বেগম সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট বাড়ি-৪, লেন-১৩, ব্লক-সি সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা	বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন চর্চা ও প্রসারে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ: একটি সমীক্ষা	২০১৮-১৯
১২.	ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	Global Warming and Climate Change: A Rapid Assessment of South Western Region of Bangladesh	২০১৮-১৯
১৩.	ইসরাত শামীম অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Gender Based Violence in the Workplace	২০১৮-১৯
১৪.	ড. ফেরদৌস আরেফিনা ওসমান অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Policy Ownership state Capacity and Policy Implementation: The Case of the Health and Population Sector Programme (HPSP) of Bangladesh	২০১৮-১৯
১৫.	আইয়ুব হোসেন ৫০৩/৬, বাগান বাড়ি, মালীবাগ, ঢাকা	দুর্নীতি: উৎস ও প্রতিকার	২০১৮-১৯

১৬.	জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ভূগোল বিভাগ ভালুম আতাউর রহমান খান কলেজ কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা	জলবায়ুর পরিবর্তনে সংকটাপন্ন কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা	২০১৮-১৯
১৭.	ডা: এম এইচ ফারুক ১৩৮/১৫, লালবাগ রোড, ঢাকা-১২১১	Long Term Impact of Exposure to Hazards from Ship Breaking on Workers Health	২০১৮-১৯
১৮.	ড. এম. খুরশিদ আলম বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) ট্রাস্ট হাসিনা ডি প্যালেস, বাড়ী নং-৬#১৪ ব্লক নং -এ, লালমাটিয়া, ঢাকা	Mismatch with the Vision and Plan and ADP' under the Theme of 'Improving Governance and Public Institutions	২০১৮-১৯
১৯.	ড. এটিএম জহির উদ্দিন অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	Profile and Motivation of Women Participants in The Local Government Election-A Study on Khulna Divisions	২০১৮-১৯
২০.	ড. আবুল কালাম আজাদ অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	Globalization Dynamics and Growth of Non-Agricultural Employment: Evidence From Bangladesh	২০১৮-১৯
২১.	ড. নাজনীন আফরোজ হক অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Rural Transport In Bangladesh A Geographical Study	২০১৮-১৯
২২.	মুশতাক হাসান মুহ: ইফতিখার চেয়ারম্যান, বিসিক প্রধান কার্যালয় ১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০	Social Capital in Rural Community of North Bengal Region: A Preliminary Stocktaking on Some Selected Indicators for Further Research	২০১৮-১৯

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা:

ক্রঃ নঃ	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
০১.	মোহা. মাহামুদুল হক প্রধান গবেষক ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন, ৮৬/২, নিউ ইস্কাটন, নিচ তলা, বাংলা মোটর, রমনা, ঢাকা	A Study on Socio-economic and Human Rights Condition of Hijras in Bangladesh	২০১৮-২০১৯
০২.	অধ্যাপক লুৎফর রহমান সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পিস এন্ড ডেভেলপম্যান্ট মিশন (বিপিডিএম), বাড়ি#১৯ রোড#৩০, পল্লবি, মিরপুর, ঢাকা	Identification of the Traffic Jam in Dhaka City: Preparation of Matrix of Relative Responsibilities of The Factors and Suggesting Remedies	২০১৮-২০১৯
০৩.	মো: খসরুর রশিদ পরিচালক, বাংলাদেশ শান্তি ও উন্নয়ন মিশন (বিপিডিএম) সেন্টার ফর রিসার্চ ১১, মৌচাক, সিলেট	Shortage of Germless and Nutritious Food is Alarming for the Health of the People	২০১৮-২০১৯
০৪.	গোলাম রব্বানী নির্বাহী পরিচালক, SONALI. জিন্নাত সেন্টার, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	Impact of Salinity on Vegetation in the Southern Region of Bangladesh	২০১৮-২০১৯

০৫.	মো: মোহসিন আলী নির্বাহী পরিচালক, শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, ৩৭ ফিরোজাবাদ, শপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী	Attitude of Rickshaw Pullers Towards Tobacco Control in Rajshahi Division of Bangladesh	২০১৮-২০১৯
০৬.	ড. মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান প্রধান গবেষক, লোক প্রশাসন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	Strategies for Empowered and Autonomous Local Government in Bangladesh: The Case Study of the Five Upazila Parishad	২০১৮-২০১৯
০৭.	ড. শামসুন নাহার মমতাজ বিভাগীয় প্রধান, মার্কেটিং বিভাগ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ৪৪ (পুরাতন ৭৪৪), সাত মসজিদ রোড়, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯	Effects of Price Differentials on the Trading Pattern of Fresh Flowers in Bangladesh	২০১৮-২০১৯
০৮.	মোস্তফা নুরুজ্জামান পরিচালক, সুশীলন, হাউজ: ৬১৪ রোড: ১২, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা।	The Voiceless Rustic WomenÕs Migration in the Slums of the City and Town of Bangladesh	২০১৮-২০১৯
০৯.	ইরফান আহমেদ জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল বেসড এ্যাসোসিয়েশন (বারবা) Basati Rainbow Flat: d1, House: 53, Road: 1 Block: I, Banani, Dhaka.	Role of Fisheries and Livestock in Poverty Alleviation	২০১৮-২০১৯
১০.	ড. মু: মোসলেহ উদ্দীন হাসান সহযোগী অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট	A Study on Potential of Community Initiative for Addressing Transport and Mobility Need of Neighbourhoods in Dhaka	২০১৮-২০১৯

পিএইচডি গবেষণা:

ক্র: নম্বর	গবেষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
১.	সাহিদা খানম, পিএইচডি গবেষক ইতিহাস বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা ০১৭৭১৬০৭০৩৮	বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপ্রেক্ষিত খুলনা জেলা	২০১৮-২০১৯
২.	মোঃ রহমত উল্লাহ পিএইচডি গবেষক, অর্থনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা ০১৭৩০৩২৮১১৮	Rural Poverty and Its Seasonality in North Bengal and Ways of Alleviation	২০১৮-২০১৯
৩.	গাজী মনিবুর রহমান অধ্যক্ষ, সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা। ০১৮২০৫৪৫১৮৫	বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন: দণিাঞ্চলের খুলনা জেলার গ্রামীণ এলাকার উপর একটি অধ্যয়ন	২০১৮-২০১৯
৪.	মুহ: নাছির উদ্দিন মিঞা সহযোগী অধ্যাপক, কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজ সিরাজগঞ্জ। ১৭১৬৯০২১৫২	সহনীয় পর্যায়ে সুশাসন ও উন্নয়ন: দুটি উপজেলার কেস স্টাডি	২০১৮-২০১৯

৫.	ড. মো: আল মোস্তফা উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	Potentials of Geographical Indications in Bangladesh: Quest for a Regulatory Framework	২০১৮-২০১৯
৬.	মেজর মো: মিজানুর রহমান (অবঃ) সহকারী অধ্যাপক ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভাসিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএইউএসটি) সৈয়দপুর সেনানিবাস, সৈয়দপুর	Women Empowerment in the Ready Made Garments (RMG) Sector of Bangladesh through Capacity Building	২০১৮-২০১৯
৭.	ড. মোঃ আতিকুস সামাদ রুম নং ৩০৪, আইবিএস হোস্টেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	Civil Justice System in Bangladesh: Status Impediments and Accelerating Strategies	২০১৮-২০১৯
৮.	জনাব মো: বিল্লাল হোসেন অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	Environmental and Social Consequences of Industrialization in Gazipur District: A Case of Sreepur Upazila	২০১৮-২০১৯
৯.	জনাব মো: মহিব্বুল আহসান সিনিয়র সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭	Role of SAARC in Human Resource Development: The Case of Bangladesh	২০১৮-২০১৯
১০.	বেগম আফরোজা বেগম সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা-১২০৫	বাংলাদেশের অটিস্টিক শিশু: রোগ নির্ণয় ও সামাজিকীকরণ বাস্তবতা	২০১৮-২০১৯

চিত্র: এসএসআরসির কর্মকর্তা, গবেষক ও মূল্যায়নকারীবৃন্দ

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)

১.৪.১৭ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির (এনএপিডি) কার্যাবলি

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনএকটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নভেম্বর ১৯৮০ সালে এই একাডেমি "Development of the Planning Machinery in Bangladesh (Creation of Institutional facilities for training in Planning and Development)" শিরোনামে প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৪ সালে একাডেমি ৩/এ, নীলতে, ঢাকায় অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৬ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরসকে বডি কার্পোরেটে রুপান্তর করা হয়।

চিত্র: জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

তখন থেকে একাডেমি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। গত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে 'সরকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ -১৯৬১' এর আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকে একটি ইন্সটিটিউট হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এটির ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকরের আদেশ জারি করা হয়।

গত ১২ জুন, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব গভর্নরস-এর এক সভায় একাডেমির নাম "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি" এর পরিবর্তে ''জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে একাডেমির নতুন নামকরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্তিতিতে একাডেমির ''রজত জয়ন্তী" পালিত হয়।

গত ১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ "জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৮" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

সময়ের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সম্প্রতি বিশ্বে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। একাডেমি এই পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে এর প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করছে। সম্প্রতি এনএপিডি মানুষের সাথে কর্মসম্পাদন বা নেতৃত্ব প্রদান, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কর্মক্ষেত্রের উৎকর্ষতা আনয়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করছে।

আশা করা হচ্ছে যে, এনএপিডি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সুবিধা ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উ"চ চাহিদা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ৭৪ (চুয়াত্তর) টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২০৯৪ (দুই হাজার চুরানব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

এনএপিডি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যে একাডেমি সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে সুপ"তিষ্ঠিত করেছে। যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে আসন্ন বন্ধুর পথ মোকাবিলা করার জন্য একাডেমি কঠোর পরিশ্রম করছে। আমাদের ভবিষ্যত ভিশন, মিশন ও কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের সফলতার প্রয়োজনে আপনাদের স্বতস্ফুর্ত উপদেশ, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিককভাবে ও সাদরে অভ্যর্থিত।

১.৪.১৭.১ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

- ❖ রূপকল্প (Vision): ২০২৫ সালের মধ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিষয়ে দেশের অন্যতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ
- ❖ অভিলক্ষ্য (Mission): প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ ও নৈতিকভাবে বলিয়ান জনবল সৃষ্টি।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- ❖ কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ❖ প্রশিক্ষণের গুণগতমানে উন্নয়ন সাধন;
- ❖ জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- ❖ দতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- ❖ উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
- ❖ প্রশাসনিক সংস্কার ও নেতিকতার উন্নয়ন;
- ❖ তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- ❖ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

চিত্র: জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনপিডি) এর বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এর অতিথীবৃন্দ

১.৪.১৭.২ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- ❖ বিসিএস (ইকোনমিক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ❖ অনুরোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- ❖ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন ও গবেষণার আয়োজন;
- ❖ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- ❖ কর্মশালা, সেমিনার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিত্য নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের চর্চা অব্যাহত রাখা।

বিগত ৩অর্থ বছরে এনএপিডি এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন:
প্রশিক্ষণ তথ্য:

সারণি-১: বিগত তিন অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষণ কোর্স ও উক্ত কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহনের সংখ্যা।

অর্থ বছর	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী
২০১৬-১৭	৬৬টি	২৪০৫ জন
২০১৭-১৮	৬২টি	১৯৭৯ জন
২০১৮-১৯	৭৪টি	২০৯৪ জন

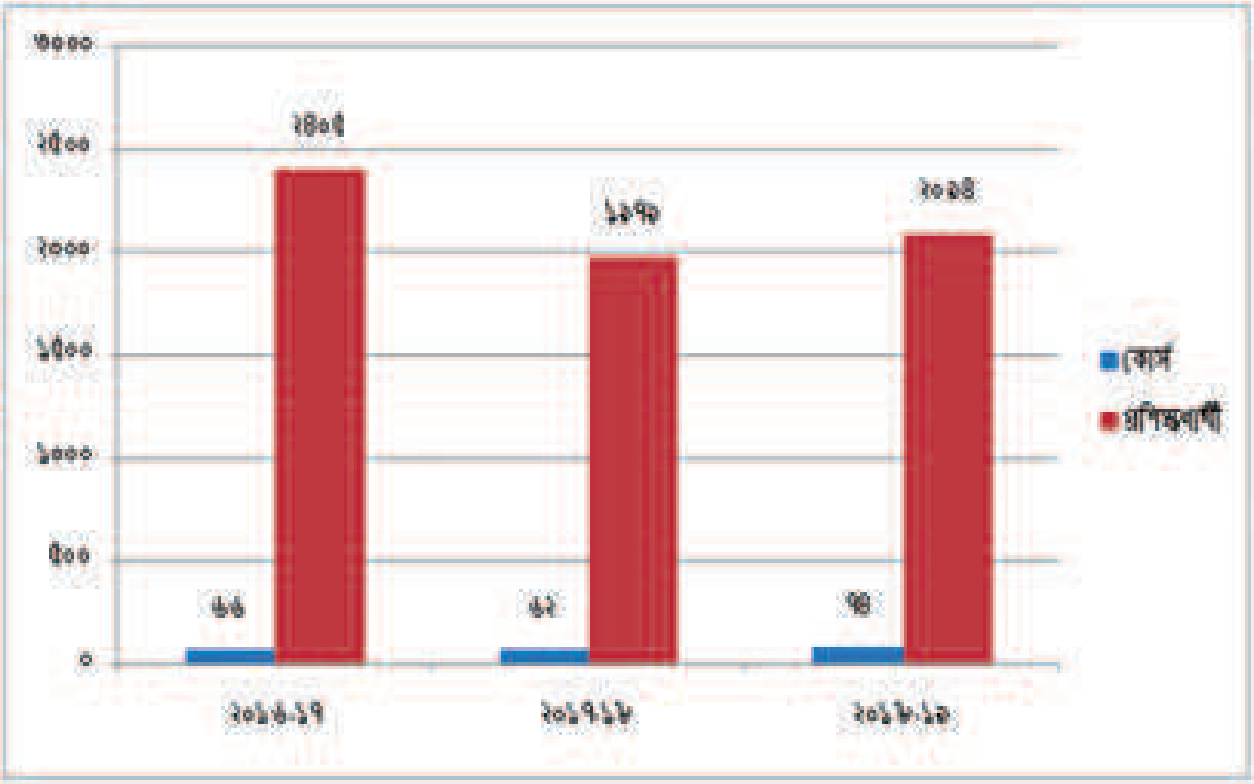

ডায়াগ্রাম: বিগত তিন অর্থবছরে কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

গবেষণা তথ্য:

সারণি-২: বিগত তিন অর্থবছরে পরিচালিত গবেষণা সংখ্যা।

অর্থ বছর	রাজস্ব	প্রকল্প	মোট গবেষণা
২০১৬-১৭	২টি	-	২টি
২০১৭-১৮	২টি	২টি	৪টি
২০১৮-১৯	২টি	২টি	৪টি

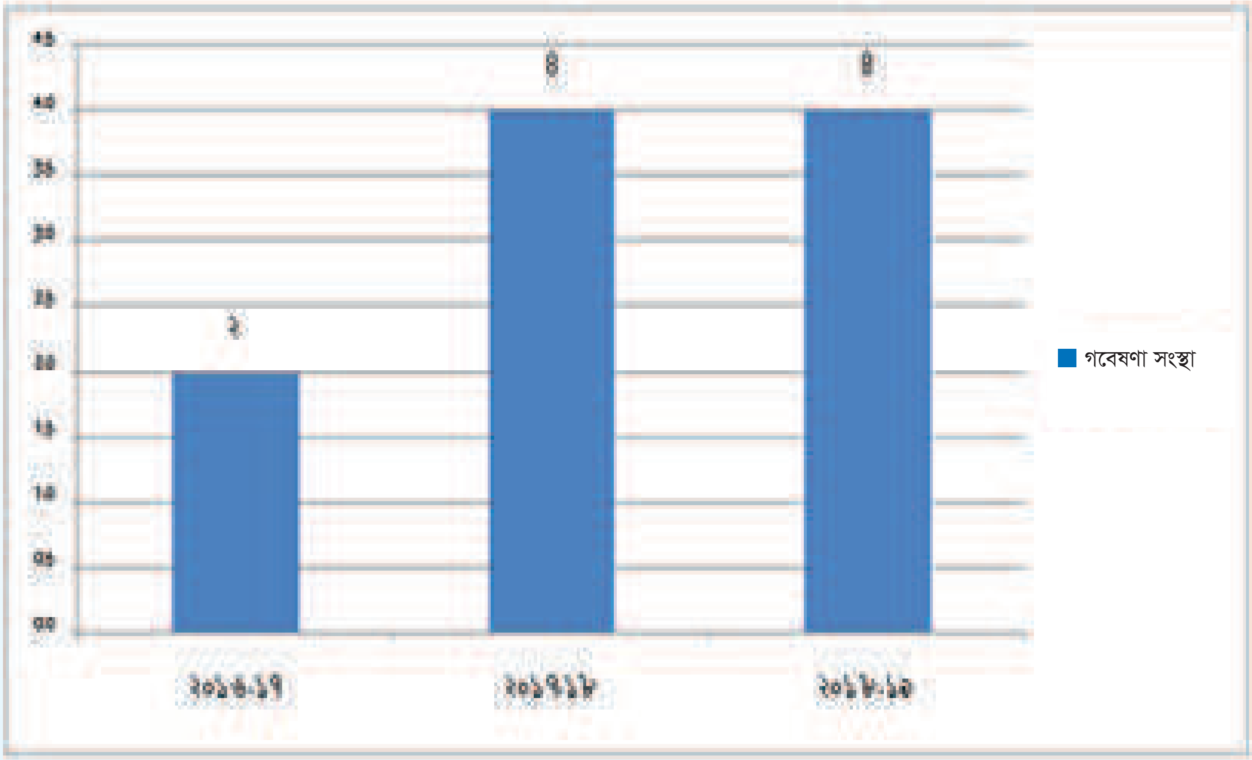

ডায়াগ্রাম: বিগত তিন অর্থবছরে পরিচালিত গবেষণা সংখ্যা

চিত্র: বোর্ড অব গভর্ণরস এর সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

অধ্যায় : ২

পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি

পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি

২.১ পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৬ সালে তদান্তীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ''পরিকল্পনা বোর্ড'' গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। এই কমিশন গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান ও তিন জন সদস্যের সমন্বয়ে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা এবং নির্বাহী মতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (কেবিনেট মন্ত্রীর বাইরে)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার ''প্রধান'' এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং এই বিভাগগুলো হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিল্প বিভাগ, পানি সম্পদ বিভাগ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বহি:সম্পদ বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগ।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে ''প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো'' প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ''বাস্তবায়ন পরিবীণ ও মূল্যায়ন বিভাগ'' নামে আলাদা বিভাগে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহি:সম্পদ সংগ্রহরে দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান ''অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ'' নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ''পরিকল্পনা বিভাগ'' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের চেয়ারপার্সন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা এবং তাঁর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে দেশের বিদ্যমান ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্ত করে পরিকল্পনা বিভাগের একটি অনুবিভাগ করা হয়। দেশের উন্নয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

বিগত ১৫-০৪-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনকে নিম্নরূপে গঠন করেছে:

২.২.ক কমিশনের গঠন:

১.	প্রধানমন্ত্রী	:	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	বিকল্পবিকল্প চেয়ারপারসন
৩.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	ভাইস চেয়ারপারসন
৪-৯.	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ	:	সদস্য
১০.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

২.৩.খ কমিশনের কার্যপরিধি:

১. রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ এ বর্ণিত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি;

২. চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলিও সম্পন্ন হবে-

২.১ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

২.২ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;

২.৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;

২.৪	পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি; ও
২.৫	পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।
২.৫.গ প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে-

১.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব;
২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব;
৩.	সচিব, অর্থ বিভাগ;
৪.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
৫.	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৬.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; ও
৭.	গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ।
এ কমিশনে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ঘ.	কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
ঙ.	পরিকল্পনা বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২.৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগ, ৩০ টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দুটি বিভাগ যথা-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাকী ৪টি বিভাগ যেমন, ভৌত-আবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োজিত। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ এর দায়িত্বে প্রধান এবং অনুবিভাগের দায়িত্ব যুগ্ম-প্রধানের ওপর ন্যস্ত। অনুবিভাগসমূহ অধিশাখায় এবং অধিশাখাসমূহ শাখা পর্যায়ে বিভক্ত। উপ-প্রধান অধিশাখার দায়িত্ব এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান শাখা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে।

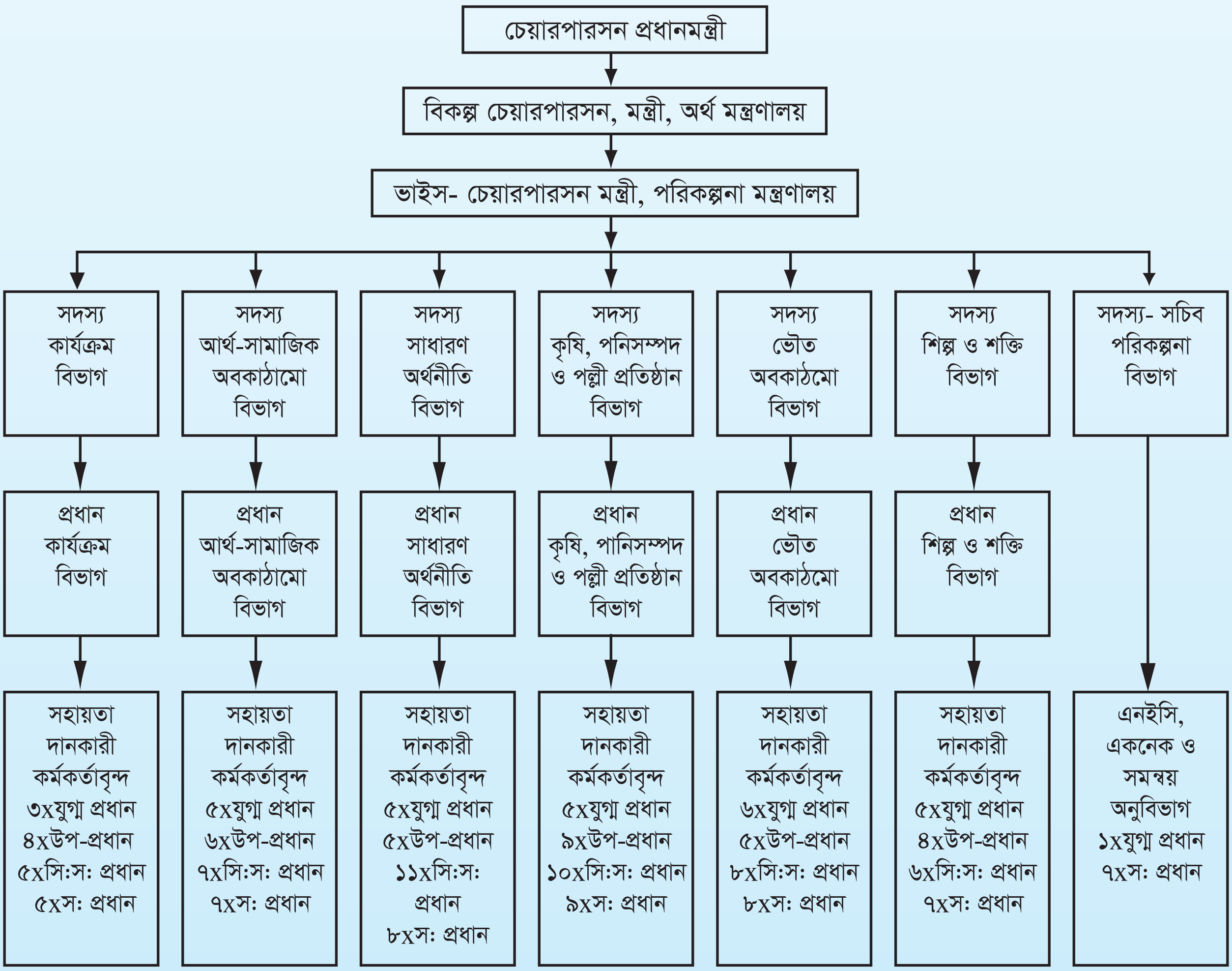

২.৫.১ পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

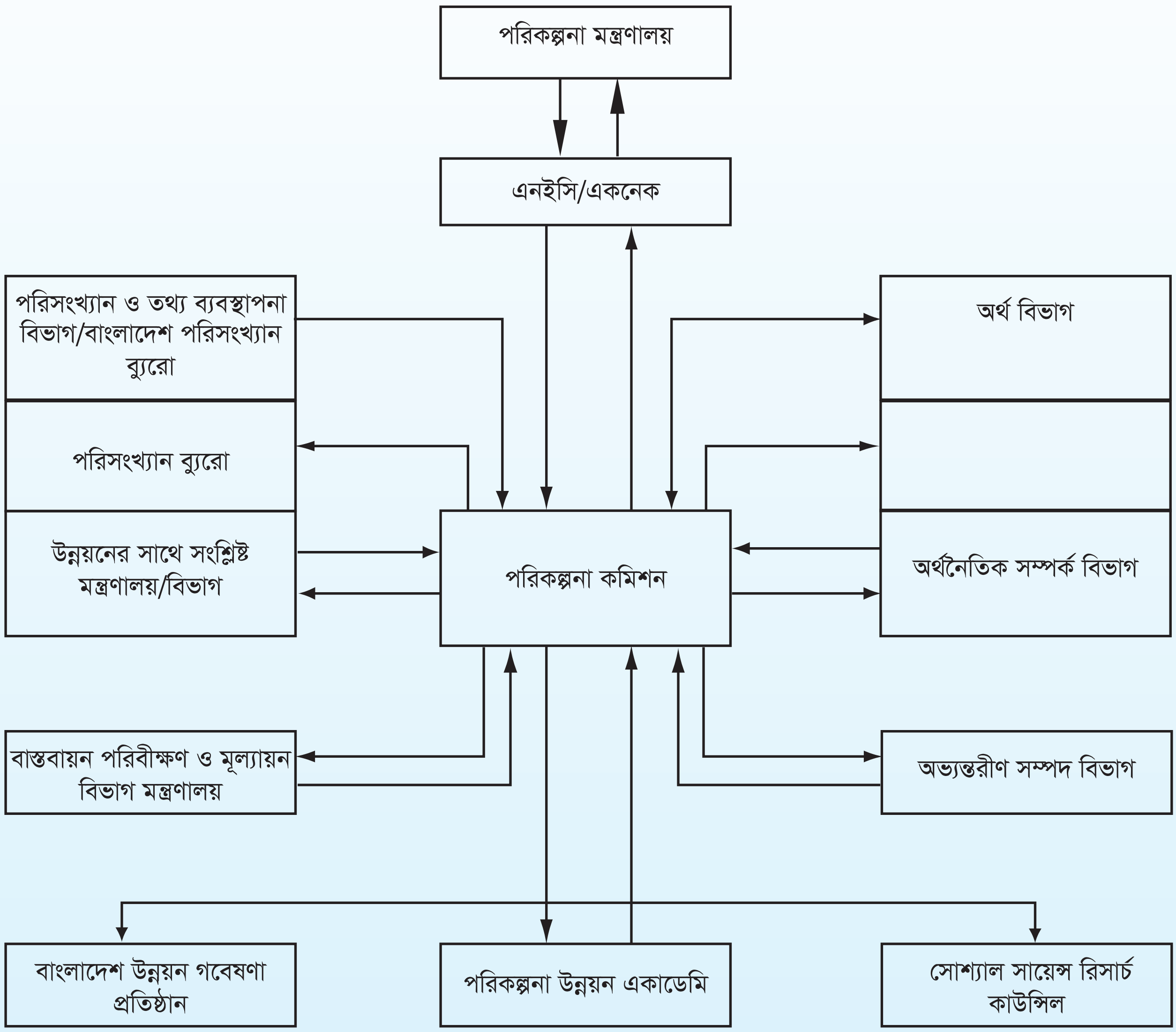

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের নিবিড় সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা দান করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন প্রদান করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)

২.৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) কার্যাবলি

বিগত ১৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

ক. পরিষদের গঠন:

১.	শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রিসভার সকল সদস্য	:	সদস্য

খ. সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব

২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

৩-৮. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ

৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব

এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

গ. পরিষদের কার্যপরিধি:

১. দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;

২. পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;

৩. উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; ও

৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

ঘ. পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ. পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

চিত্র: একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একটি সভা

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' পদে ভূষিত হওয়ায় এনইসি সম্মেলন কক্ষে ফুলেল অভিনন্দন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)

২.৭ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) গঠন

বিগত ১৫-০১-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

ক. কমিটির গঠন:

১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারপারসন
৩.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মো: তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	ডা: দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব এম. এ. মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব শ.ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব মো: শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

খ. সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৪. সচিব,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ
৬. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮-১৩. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
১৪. সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ. কমিটির কার্যপরিধিঃ

১. সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;

২. সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;

৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪. বেসককারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;

৫. দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা; এবং

৬. বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

ঘ. কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে;

ঙ. পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে;

চ. এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গন্য হবে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এপিএ হস্তান্তর করছেন সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

চিত্র: একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

অধ্যায়: ৩

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

৩.১ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যাবলি

৩.১.১ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি সামষ্টিক বিভাগ। এ বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সরকারকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ বিভাগের রূপকল্প নিম্নরূপ:

"পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয়, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন"

৩.১.২ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুষম উন্নয়ন অর্জন।

৩.১.৩ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

- কার্যকর, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন: বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান- ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর ল্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- দারিদ্র্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ;
- জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- Foreign Direct Investment (FDI)-এর উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রণয়ন;
- জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্সে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রয়োজনমতে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস, পজিশন পেপার প্রস্তুতকরণ;
- সামষ্টিক অর্থনীতির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান, নীতি, আইন ইত্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন ;
- পিইসি/ ডিপিইসি/এসপিইসি/ডিএসপিইসি সভায় উত্থাপিত প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত প্রণয়ন ;
- একনেক/এনইসি সভায় কার্যপত্রের উপর মতামত প্রণয়ন;
- Women in Development/Gender,পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি ক্রসকাটিং বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নসহ এতদ্‌সম্পর্কিত কার্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহবায়ক করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে টেকসইউন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যসমূহের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কার্যসংশ্লিষ্টতা এবং কর্মপরিকল্পনা -এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় যথা: অর্থ ও মুদ্রানীতি বিনিয়োগ ও সঞ্চয়, অর্থনীতি আন্তর্জাতিক, কর্মসংস্থান ও আয়বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- এডিপি-এর সম্পদ কমিটি (Resource Committee) ও আন্তঃ-মন্ত্রণালয় কমিটি সভার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে/অর্থবিভাগকে সহায়তা প্রদান;
- দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান; এবং
- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের গত তিন অর্থ বছরের (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, এবং ২০১৮-১৯) অর্জন সমূহ

৩.১.৪ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র সমাপ্তি মূল্যায়ন

সরকারের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১লা জুলাই, ২০১১খ্রি: তারিখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) গ্রহণ করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন সময়ে দুইটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাক্রমে ১ম মূল্যায়ন প্রতিবেদন The First Implementation Review of the Sixth Five Year Plan এবং মধ্যবর্তী মূল্যায়ন Mid Term Implementation Review of Sixth Five Year Plan শীর্ষক ২টি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়এবং এরই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনার বাস্তবায়নকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিকল্পনা দলিলে সংযুক্ত ৩৫টি সূচকের ভিত্তিতে Implementation Review of the Sixth Fiver Year Plan and its Attainments শীর্ষক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনীতি ও খাতভিত্তিক বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান লক্ষ্যমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫/১৬-২০১৯/২০) প্রণয়ন

বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বিধৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক এজেন্ডা অর্জনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২ মেয়াদে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনের সাথে নাগরিকের মতায়নের লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণের আয় বন্টন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য হারে উন্নীতকরণের লক্ষ্য অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় গড়ে বার্ষিক ৭.৪% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ল্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২০ সাল নাগাদ ৮%-এ পৌঁছাবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম কৌশল হবে অধিক হারে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগে গতিশীলতা আনা। অন্যান্য কৌশল সমূহ হলো: সর্বাধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা; নতুন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে মূলধন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা; সামষ্টিক অর্থনীতির ধারাবাহিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে সেবা খাত এবং রপ্তানিমুখী প্রক্রিয়া জাত ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণ; সবুজ প্রবৃদ্ধি (Green Growth) অর্জনের মাধ্যমে একটি টেকসই, সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু সহিষ্ণু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়েতোলা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনগণের ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এজন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিশেষত: শিক্ষাকে ক্ষমতায়নের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর সে জন্য শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৌশল ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নীতি ধারাবাহিকতার দিকটিতে ও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি)-এর অনর্জিত লক্ষ্যসমূহসহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্য মাত্রাসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্থমূল্যে মোট বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট ৩১.৯ ট্রিলিয়ন টাকা। গণখাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.২৫ ট্রিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের ২২.৭ শতাংশ। মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭৭.৩ শতাংশ ব্যক্তি খাত হতে, যার অধিকাংশই অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিখাত হতে অর্থায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৩.১.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) -এর বাস্তবায়ন সহায়তা ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ গুলোকে যে সকল লক্ষ্য ও ল্যমাত্রা সমূহ অর্জন করতে হবে সে সংশ্লিষ্ট তথ্য সন্নিবেশ পূর্বক Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan শীর্ষক একটি হ্যান্ডবুক জিইডি হতে প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক ধারণা প্রদানের নিমিত্তে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সিরিজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য পূর্বের থেকে অধিক কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা দলিলে সামষ্টিক ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ১৩টি খাত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ৮৮টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) সংযোজন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.১.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (২০২১-২০২৫) প্রণয়ন

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং "মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের ভিত্তি হিসেবে টেকনিক্যাল

ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন/হাল নাগাদের প্রারম্ভিক কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধারণাপত্র জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.১.৮ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন (অক্টোবর ২০১৬)

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অসমতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে মনে করে। রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনো জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে সরকার এই জনগোষ্ঠীর অনাক্রমতা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০১৫-১৬' থেকে দেখা যায় ২৮ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' প্রণয়ন করেছে।

চিত্র: বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ২০১৯

কর্মসূচিগুলো জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে একীভূত করা হয়েছে। জীবনচক্র ভিত্তিক মূল কর্মসূচিগুলো হলো :

১. শিশুদের জন্য কর্মসূচি: ক. শিশুদের জন্য কর্মসূচি (বয়স <০-৪ বছর); খ. বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি;

২. কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি: ক. কর্মক্ষম পুরুষদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯); খ. কর্মক্ষম নারীদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯);

৩. বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা: বয়স্কদের জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট পেনশন ব্যবস্থা : ক. বয়স্ক ভাতা; খ. জাতীয় সামাজিক বীমা প্রকল্প; গ. ভলান্টারি প্রভিডেন্টফান্ড

৪. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি:

৫.ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি:

বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, তাদের কর্মসূচি গুলোকে পাঁচটি ক্লাস্টারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা: ক. সামাজিক ভাতা; খ. খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা; গ. সামাজিক বিমা; ঘ. শ্রম/ জীবিকায়ন; এবং ঙ. মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। প্রতিটি ক্লাস্টারের সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকছে একটি লীড মন্ত্রণালয়। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় গুলোর নিজস্ব কর্মসূচি গুলোর সংস্কার ও কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান ৩৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি বিভাগ সমন্বিতভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের সার্বিক বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করেছে। একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত একটি খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কৌশলপত্রের আওতায় সকল কর্মসূচির ফলাফল এবং প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই গবেষণা পরিচালনা করেছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, ও কেন্দ্রীয় একক রেজিস্ট্রার বা তথ্য ভান্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি উচ্চ-পর্যায়ের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করেছে। অন্যদিকে, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে বর্ণিত সংস্কারসমূহকে সামনে রেখে জিইডি বেশকিছু গবেষণাকর্ম পরিচালনা করছে। এগুলো হল:

(i) Barriers of fort Accessing Social Protection Programmes for the Poor and Marginalized; (ii) Cost-Benefit Ratio Study on Effects of Social Protection Cash Transfers; (iii) Implications of Changing Demographics and Effects on Social Protection in Bangladesh; (iv) NSSS Mid-Term Implementation Review-SPPS and (v) Long-term effect of livelihood promotion types of social security programmes. এছাড়া উপর্যুক্ত কৌশলের আওতায় অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তির

Online ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সরকার থেকে সুবিধাভোগীদের কাছে সরাসরি ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা জোরদার করণের কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র: এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন ২০১৯

৩.১.৯ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ (এসডিজিস)

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বয় করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে এসডিজির সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিইডি হতে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

National Monitoring & Evaluation Framework of SDGs: Bangladesh Perspective প্রণয়ন ও প্রকাশ (সেপ্টেম্বর ২০১৬): এসডিজি'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নপূর্বক মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জিইডি প্রতি বছর এসডিজি'র পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে

Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan প্রণয়ন ও প্রকাশ (সেপ্টেম্বর ২০১৬): টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহের সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ববণ্টন/কার্যসংশ্লিষ্টতা (লিড, কো-লিড এবং সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ) চিহ্নিতকরণ অর্থাৎ ম্যাপিং নির্ধারণ করা। যার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা সমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন/নির্ধারণ করবে।

Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals: Bangladesh Perspective প্রণয়ন ও প্রকাশ (জানুয়ারি ২০১৭): এসডিজি'র পরিবীক্ষণে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসডিজি'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে বাংলাদেশের উপযোগী প্রতিনিধিত্বশীল (Proxy) কিছু সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে।

Voluntary National Review (VNR) প্রণয়ন ও প্রকাশ (জুন ২০১৭): ECOSOC-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জাতিসংঘের High Level Political Forum (HLPF)-এর সভায় (জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ) বাংলাদেশের Voluntary National Review (VNR) শীর্ষক এ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে। মোট ৪৩টি দেশ এই মূল্যায়ন সভায় যোগদান করে এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নিজ নিজ দেশের গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করে।

SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspective প্রণয়ন ও প্রকাশ (জুন ২০১৭): এসডিজি অর্জনে কী পরিমাণ অর্থায়নের প্রয়োজন হবে তা প্রাক্কলনের জন্য SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspective শীর্ষক দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে এবং তা কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

Action Plan to Implement SDGs through FYPs প্রণয়ন: জিইডি কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য-এর লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan to Implement SDGs through FYPs)-প্রণয়ন এর উদ্দেশ্যে সিরিজ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে এবং একই সাথে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্দিষ্ট ছকে প্রকল্প/কর্মসূচি/কৌশল গ্রহণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের বিপরীতে লীড মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে উপর্যুক্ত ছকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ তাদের নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন পূর্বক জিইডি'র নিকট প্রেরণ করে। এ খসড়া কর্মপরিকল্পনা সমূহ সার্বিক যাচাই বাছাই পূর্বক এসডিজি বাস্তবায়নে চূড়ান্তকর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কার্য পরিকল্পনার আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে স্ব-স্ব-মন্ত্রণালয় তাদের প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মাতৃ ভাষায় এসডিজি: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতা এবং জাতীয়স্বত্ব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং এটিকে সহজে বহনোপযোগী করে মুদ্রণপূর্বক সারাদেশে সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

"এসডিজি অভিযাত্রাঃ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" প্রণয়ন ও প্রকাশ (সেপ্টেম্বর ২০১৮): জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য "এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" পুড়িকাটি প্রণীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশের গৃহীত ফলাফলভিত্তিক কার্যক্রম ও এ সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার জন্য এই পুস্তিকাটি প্রণীত হয়েছে।

Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report ২০১৮ প্রণয়ন ও প্রকাশ (ডিসেম্বর ২০১৮): এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report ২০১৮" প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

First National Conference on SDGs Implementation Review: টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার পদ্ধতিগত কার্যক্রম পর্যালোচনার অংশ হিসেবে গত ৪-৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে সরকার প্রথমবারের মত ঢাকায় ০৩ দিন ব্যাপি এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক একটি জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করে। প্রথম জাতীয় সম্মেলনের অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.১.১০ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন

পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন প্রভৃতি আমাদের নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। ফলে বাংলাদেশের জন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আর এ জন্য কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্য, শিল্প, বনায়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্যানিটেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল খাত বিবেচনায় রেখে সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত জরুরী। এ বাস্তবতায় সরকারের নির্দেশনায় জিইডি নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ মহাপরিকল্পনার রূপকল্প হচ্ছে "নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা"। আর এ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অভিলক্ষ্য হচ্ছে "দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কার্যকরী কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ"। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে। এতদুদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ ডেল্টা তহবিল' শিরোনামে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে। তাতে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রতিবছর ২০৩০ সাল নাগাদ মোট দেশজ আয়ের প্রায় ২.৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে এ ব্যয় প্রতিবছর মোট দেশজ আয়ের মাত্র ০.৮ শতাংশ। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫টি ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প রয়েছে। এসকল প্রকল্পে মোট মূলধন বিনিয়োগ ব্যয় ২৯৭৮ বিলিয়ন টাকা (প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার)। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী আট বছরের মধ্যে বিভিন্ন বছরে শুরু করা যেতে পারে, যদিও বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসূচির প্রকৃতি অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরবর্তী কয়েক দশকে ও সম্প্রসারিত হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের ৪.০৯.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এ মহা পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্যাডি

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ ব্যাবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন, সুশাসন, জ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৬ টি বেইজলাইন সমীক্ষা/সহায়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। মোট ৬টি ভলিউমে এই ২৬ টি সমীক্ষাপ্রতিবেদন ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি ভলিউমে একাধিক সমীক্ষা প্রতিবেদন রয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্যাডির ৬টি ভলিউম নিম্নরূপ:

Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 1: Water Resources Management- এ ভলিউমে মোট ৭টি সমীক্ষা প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে, যা নিম্ন রূপ:

সমীক্ষা প্রতিবেদন ১: Sixty Years of Water Resources Development in Bangladesh: Lessons Learnt
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২: River System Management
সমীক্ষা প্রতিবেদন ৩: Water Resources
সমীক্ষা প্রতিবেদন ৪: Groundwater
সমীক্ষা প্রতিবেদন ৫: Coast and Polder Issues
সমীক্ষা প্রতিবেদন ৬: Water Supply and Sanitation
সমীক্ষা প্রতিবেদন ৭: Part A- Sediment Management;
Part B- Meghna Estuary Study

Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 2: Disaster and Environment Management- এ ভলিউমে মোট ৪টি সমীক্ষা প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে,যা নিম্নরূপ:

সমীক্ষা প্রতিবেদন ৮: Climate Change
সমীক্ষা প্রতিবেদন ৯: Disaster Management
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১০: Environmental Pollution
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১১: Ecological Setting

Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 3: Land use and Infrastructure Development- এ ভলিউমে মোট ৩টি সমীক্ষা প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

সমীক্ষা প্রতিবেদন ১২: Land Resources Management
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৩: Urbanization and Settlement
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৪: Sustainable Transportation and Infrastructure

Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 4: Agriculture, Food Security and Nutrition- এ ভলিউমে মোট ৪টি সমীক্ষা প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৫: Agriculture and Food Security
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৬: Fisheries
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৭: Livestocks
সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৮: Forest and Biodiversity

Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 5: Socio-economic Aspects of the Bangladesh Delta- এ ভলিউমে মোট ৩টি সমীক্ষা প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৯: Population Growth and Management
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০: Socio-Economic and Demographic Condition
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২১: Socio-Economic Characteristics of Chittagong Hill Tracts

Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies; Volume 6: Governance and Institutional Development- এ ভলিউমে মোট ৫টি সমীক্ষাপ্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

সমীক্ষা প্রতিবেদন ২২: Institutional Framework and Arrangements
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২৩: Information and Knowledge Management
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২৪: Regional Cooperation
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২৫: Finance Mechanisms & Arrangements in the Water Sector
সমীক্ষা প্রতিবেদন ২৬: Private Sector Engagement in Deltas

Impact assessment and coping up strategies of graduation from LDC status for Bangladesh

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে স্বল্প উন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত সকল শর্তাবলী পূরণ করেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষনা করা হবে। স্বল্প উন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকালে এবং উত্তরণ পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে কতিপয় প্রভাব পড়বে। এ সকল প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ নিরূপন এবং তা মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল ও

কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ Impact assessment and coping up strategies of graduation from LDC status for Bangladesh শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। উক্ত সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ।

Climate Change Adaptation বিষয়ে প্রশিক্ষণ

জার্মান কারিগরি সহায়তা বাস্তবায়ণকারী সংস্থা (জিআইজেড) এর কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (লীড এজেন্সি) এব ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Adaptation of Climate Changes into the National and local Development planning (ACCNLDP)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয় ও ৫ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২২৪ জন কর্মকর্তাকে Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction, Food Security and Climate Change Nexus, Managing Climate Change Project,Result based Monitoring and Evaluation of Climate Change Project বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সার্বিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়কে জাতীয় এবং স্থানীয় পরিকল্পনা দলিলে যথাযথভাবে প্রতিফলন এবং প্রকল্প গ্রহণের সময় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিবেচনার্থে সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। অধিকন্ত এ প্রকল্পের আওতায় Environment and Climate Change সেক্টরের একটি খসড়া কর্ম পরিকল্পনা এবং Integration between the National and Local Development Planning of Bangladesh-বিষয়ক একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১): রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১): রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে।"রূপকল্প২০২১" এর ঘোষণা বাংলাদেশের পরিকল্পনার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) -এর বাস্তবায়নকাল সিংহভাগ অতিক্রম করার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ পরিকল্পনার মধ্যবর্তী বাস্তবায়ন মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। চলমান প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যার মেয়াদ হবে ২০২১ থেকে ২০৪১ পর্যন্ত। গত ২০ অক্টোবর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়নের কাজ শুরু বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দুটি প্রধান রূপকল্পের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) রচিত হয়েছে:

- ১২,৫০০ ডলারেরও বেশি মাথাপিছু আয় নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে।
- সোনার বাংলায় "দারিদ্র্য" হবে সুদূর অতীতের কোন ঘটনা।

Macroeconomic Framework (Technical Framework/Economic Modeling (Macroeconomic Outlook up to 2041, DCGE, Model and Employment) শীর্ষক সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১): রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়নের লক্ষ্যে Macroeconomic Framework (Technical Framework/Economic Modeling (Macroeconomic Outlook up to 2041, DCGE, Model and Employment) শীর্ষক সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো / টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে।

৩.১.১৫ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১৬টি ব্যাক গ্রাউন্ড স্টাডি প্রণয়ন

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত নিম্নবর্তী ১৬টি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিস সম্পাদন করা হয়েছে:

১. সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (Good governance, democratization, decentralization of power and capacity building for institutions compatible with a transforming economy);
২. কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার নীতি (Employment and labor market policies for a maturing economy);
৩. দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও শিল্পকৌশল (Trade and Industry Strategy in the 21st Century for Sustained Rapid Growth and Job Creation);
৪. দেশী ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায় খরচ কমানো (Reducing cost of doing business to spur domestic and foreign investment);
৫. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষি, পশুপালন, মৎসচাষ (Strategies for a paradigm shift in agriculture, aquaculture, animal husbandry and forestry for food security and nutrition);
৬. শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন (Education, skills and human development for Vision 2041);
৭. বিজ্ঞান, প্রকৌশল, আইসিটি ও তথ্য প্রযুক্তি (Science, technology, ICT and information highway for a rapidly transformational economy);

৮. টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কৌশল (Sustainable power and energy strategy for meeting the demands of a high growing economy);
৯. বিশ্ব বাণিজ্য (Evolving Pattern of global trade in goods and services and world market integration);
১০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা (Health and population management for sustained human development);
১১. নারী, শিশু ও যুবকদের ক্ষমতায়ন (Empowerment of children, women and youth to strengthen social inclusion and support shared prosperity);
১২. পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও উন্নত অবকাঠামো গড়ে তোলা (Developing transportation and quality infrastructure (roads and highways, ports, railways, aviation and water transport) to support sustained rapid growth;
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের সবুজ প্রবৃদ্ধি ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Addressing climate change, green growth environment and water resources management for sustaining shared prosperity);
১৪. নগরায়ন ব্যবস্থাপনা (Managing the Urban Transition in a rapidly growing and transformational economy);
১৫. সেবা খাত উন্নয়ন (Service sector development to support high growth in a transforming economy);
১৬. দারিদ্র্য নির্মূল ও অসমতা নিরসন (Eradicating poverty and minimizing income inequality for ensuring shared prosperity).

৩.১.১১ বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রণয়ন

বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)'এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.১.১২ বাংলাদেশে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত (Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh) সমীক্ষা সম্পাদন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ হতে সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ, উৎপাদন ধারার সাথে বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা যাচাইকরণ, খাতভিত্তিক কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তনের কারণ এবং প্রবৃদ্ধির সাথে বিনিয়োগের সংশ্লেষ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮) এর আওতায় একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সমীক্ষা-প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের ১৬৬.৩৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ১১১.৫৪ মিলিয়ন মানুষ কর্মপোযোগী বয়সসীমার অর্ন্তভূক্ত, যা মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ। কর্মপোযোগী বয়স সীমায় অর্ন্তভূক্ত জনসংখ্যার মধ্যে মোট ৬৩.৯ মিলিয়ন বা ৫৭.৩ শতাংশ মানুষ শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত এবং ৬১.৯ মিলিয়ন বা ৫৫.৫ শতাংশ মানুষ কর্মে নিয়োজিত। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার মাত্র ৩.১ শতাংশ হলেও দেশের কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Employment) ২০০৫-০৬ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সাল এই সময়ে ০.৫৫ থেকে ০.২৫ হ্রাস পেয়েছে, যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অপরদিকে প্রাপ্ত ফলাফল মোতাবেক ২০১৮ সালে বাংলাদেশের সার্বিক ICOR এর মান ৪.২২। তিনটি বৃহৎ খাত অর্থাৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের পর্যালোচনায় দেখা যায়, ICOR-এর মান যথাক্রমে ৩.১৭, ৫.৮৫ এবং ৩.৪। একই সময়ে ২০১৮ সালে মোট উৎপাদনশীলতা বা TFP ইনডেক্সের মান ১.০৩।

প্রতিবেদনটি উল্লিখিত বিষয়ে দেশের নীতিনির্ধারণে অর্থবহ দিকনির্দেশনা প্রদানসহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১.১৩ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের আওতায় বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে (২০১৬/১৭-২০১৮/১৯) নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন/পুস্তিকা/দলিল প্রকাশিত হয়েছে।

১. Population Management Issues: Monoograph-৩ (মার্চ ২০১৬);
২. Bangladesh ICPD 1994-2014 Country Report (মার্চ ২০১৬);
৩. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: ফাইনাল মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০০-২০১৫) (সেপ্টেম্বর ২০১৬);
৪. A Handook mapping of Ministries by Targets in the implemetation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (সেপ্টেম্বর ২০১৬);
৫. Data Gap Analysis for SDGs: Bangladesh Perspetive (জানুয়ারি ২০১৭);
৬. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি পরিকল্পনা ও বাজেট কার্যক্রমের মূলধারায় আনয়নের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক প্রকাশনা (ফেব্রুয়ারি ২০১৭);
৭. Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (ফেব্রুয়ারী ২০১৭);
৮. Banking ATLAS (ফেব্রুয়ারী ২০১৭);

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক সমূহ (মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুদিত (এপ্রিল ২০১৭);
১০. EXPLORING THE EVIDENCE: Background Research Paper for Preparing the National Social Security Strategy of Bangladesh (June 2017);
১১. A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (প্রকাশকাল: জুন ২০১৭);
১২. SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspetive (জুন ২০১৭);
১৩. Volentary National Review (VNR) (জুন২০১৭);
১৪. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 01: Macro Economic Management & Poverty Issues (June 2017);
১৫. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 02: Socio-Economic Issues (June 2017);
১৬. 7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 03: Infrasructure, Manufacturing and sevice sector (June 2017);
১৭. 7th FiveYear Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 04: Agriculture, Water and and Climate Change (June 2017);
১৮. 7th FiveYear Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 05: Governance, Gender& Urban development (June 2017);
১৯. Education Sector Strategy and Actions for Implementation of the 7th Five Year Plan (FY2016-2020) (ডিসেম্বর ২০১৭);
২০. GED Policy Study: Effective Use of Human Resource for Inclusive Economic Growth and Income Distribution-an Application of National Transfer Accounts (ফেব্রুয়ারি ২০১৮);
২১. Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (মার্চ ২০১৮);
২২. বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়নের সামাজিক কাঠামো প্রণয়ন (জুন ২০১৮);
২৩. National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs (জুন ২০১৮);
২৪. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 1: Water Resource Management (June 2018);
২৫. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 2: Disaster and Environmental Management (June 2018);
২৬. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 3: Land Use and Infrastructure Development (June 2018);
২৭. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 4: Agriculture, Food Security and Nutrition (June 2018);
২৮. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 5: Socio-economic aspects of Bangladesh (June 2018);
২৯. Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 6: Governance and Institutional Development (June 2018);
৩০. Journey with SDGs, Bangladesh is Marching Forward (Prepared for 73rd UNGA Session 2018) (September 2018);
৩১. এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৮);
৩২. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ) (অক্টোবর২০১৮);
৩৩. Bangladesh Delta Plan : Bangladesh in the 21st Century (Abridged Version) (October 2018);
৩৪. Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018);
৩৫. Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress report 2018 (December 2018);
৩৬. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ (ইংরেজি থেকে অনূদিত) (এপ্রিল ২০১৮)।
৩৭. Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh সংক্রান্ত প্রতিবেদন মে ২০১৯);
৩৮. ষষ্ঠ পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি মূল্যয়ন প্রতিবেদণ (মে ২০১৯); এবং
৩৯. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদণ (মে ২০১৯)।

৩.১.১৪ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের আওতায় বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এবং বর্তমানে চলমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	মন্তব্য
০১.	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০০৯-জুন ২০২১)	২৫৭৯৮.৪৪	৩৫২৭.৩৩	
০২.	মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৯)	১০০৫.৭৫	৮৬১.০৩	প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে
০৩.	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ফর্মুলেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৩ -জুন ২০১৮)	৯১৮৬.৫৪ (৮৭০৮.২৯)	৮৮৪৭.০৭ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	প্রকল্পটি জুন ২০১৮-এ সমাপ্ত হয়েছে
০৪.	Support to Sustainable and Inclusive Planning (SSIP) (জুলাই ২০১৩ -জুন ২০১৭) প্রকল্প	১৬৭৬.৩৭ (১৫৭২.৯২)	১৮৩০.০৮* (১৭৮৮.৭৮) (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	প্রকল্পটি জুন ২০১৭-এ সমাপ্ত হয়েছে *অতিরিক্ত ব্যয় উন্নয়ন সহযোগীর প্রো-ডক অনুযায়ী করা হয়েছে
০৫.	এডাপ্টেশন অব কাইমেট চেঞ্জ ইন্টু দ্যা ন্যাশনাল এন্ড লোকাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০১৯)	৪৮৫৬.৬৭ (৪৬৮০.৬৭)	৪৭০৩.৭২ (৪৬৭৫.০২)	প্রকল্পটি জুন ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে
০৬.	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন প্রকল্প (মার্চ ২০১৭ - ফেব্রুয়ারি ২০২০)	৮২১.৫৯	৩৫২.৩৯	
০৭.	বাংলাদেশে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমীক্ষা (১ম সং.) প্রকল্প (জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮)	৩৯৭.২০	৩৮৬.৯৯	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৮-এ সমাপ্ত হয়েছে
০৮.	জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়সমূহকে পরিকল্পনা ও নীতিমালায় সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২০)	২২৯.৩৪ (১৮৫.০৯)	৯৮.২৪ (৮৭.২৩)	
০৯.	উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২১)	৩৬৩৫.০৬	২০.০৩	
১০.	Impact Assessment and Coping Up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh প্রকল্প (মে ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৯)	২৮৯.৬৩	১১৬.০৪	

কার্যক্রম বিভাগ

৩.২ কার্যক্রম বিভাগের কার্যাবলি

৩.২.১ কার্যক্রম: বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে ''বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন'' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ''পরিকল্পনা বোর্ড'' গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। কমিশন গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিন জন সদস্য সমন্বয়ে। পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (তাঁর কেবিনেট মন্ত্রীর "র‌্যাংক" ছিল না)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার ''প্রধান'' এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; বিভাগসমূহ হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বহিঃসম্পদ এবং প্রশাসন। কমিশনকে সরাসরি সরকার প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে ''প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো'' প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ''বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ'' নামে আলাদা বিভাগে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহিঃসম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান ''অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ'' নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ''পরিকল্পনা বিভাগ'' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

৩.২.২ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

৩.২.৩ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

৩.২.৪ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সীমিত সম্পদ ও মেধা কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশন সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনার কাজ করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপার্সন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নের্তৃত্বে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের সারিতে উঠে এসেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য বাস্তবায়ন করছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

পরিকল্পিত উন্নয়নে অর্জিত প্রবৃদ্ধির সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার প্রয়াসে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের পরিধি তথা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আকার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম এডিপির আকার ছিল ৫০০ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে দুই লক্ষ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি বিনিয়োগের সাথে সাথে জিডিপি গড় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১০ বছরে জিডিপি গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের উপরে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.৮৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) আকার নির্ধারণ খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। নিম্নে কার্যক্রম বিভাগের প্রধান প্রধান কাজ হলো:

ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ এবং খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন;
খ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন;
গ. বার্ষিক কারিগরী সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন;
ঘ. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দ অবমুক্তকরণের বিষয় বিশ্লেণ এবং পরামর্শ প্রদান;
ঙ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
চ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ;
ছ. বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগিদের জন্য সাহায্য উপযোগী প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ;
জ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ, সংশোধন এবং অর্থবরাদ্দ ও পুনঃঅর্থবরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়, আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন এর মধ্যে সমন্বয় সাধন;

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ

বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) ও বিদ্যমান বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে অগ্রাধিকার খাতসমূহে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উচ্চতরপ্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র হ্রাস তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলতি অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারি বিনিয়োগের মোট আকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছর গুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের অধীনে বিগত ১১ বছরে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৮ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২৫,৬০০ কোটি টাকা যা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,০২,৭২১ কোটি টাকা। বিগত এক যুগের (১২ বছরের) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উপাত্ত সারণি ১-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১: গত ১২ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৮-২০০৯	২৫৬০০
২০০৯-২০১০	৩০৫০০
২০১০-২০১১	৩৮৫০০
২০১১-২০১২	৪৬০০০
২০১২-২০১৩	৫৫০০০
২০১৩-২০১৪	৬৫৮৭০
২০১৪-২০১৫	৮০৩১৫
২০১৫-২০১৬	৯৭০০০
২০১৬-২০১৭	১১০৭০০
২০১৭-২০১৮	১৫৩৩৩১
২০১৮-২০১৯	১৭৩০০০
২০১৯-২০২০	২০২৭২১

ডায়াগ্রাম: গত ১২ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির

এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগের অংশ হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২৫৬০০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছর ভিত্তি হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৩৪%, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫৬% এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে গত ৩ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাড়িয়েছে ২,০২,৭২১.০০ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার সামান্য হ্রাস পেলেও সার্বিক বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত রয়েছে। চলতি অর্থ বছরসহ গত ৩ বছরের এডিপি/আরএডিপির চিত্র সারণি ২ ও ৩ -এ উপস্থাপন করা হলো-

সারণি ২: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ (নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত)		
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য
১	৩	৪	৫
২০১৬-২০১৭	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০
২০১৭-২০১৮	১৫৩৩৩১	৯৬৩৩১	৫৭০০
২০১৮-২০১৯	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০
২০১৯-২০২০	২০২৭২১	১৩০৯২১	৭১৮০০

সুত্র: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

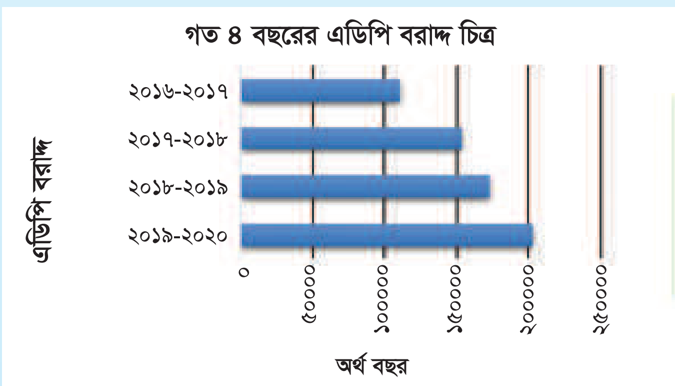

ডায়াগ্রাম: গত চার বছরের এডিপি বরাদ্দ

সারণি ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত)		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১৬-২০১৭	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০
২০১৭-২০১৮	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০
২০১৮-২০১৯	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০

সুত্র: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৩.২.৬ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করার জন্য কার্যক্রম বিভাগের আওতায় ৪টি প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্প ৪টি হলো:

১. স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)
বাস্তবায়ন কাল: (০১/০৭/২০১৪ -৩০/০৬/২০১৯)

২. আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্টঃ প্রজেক্ট কো-অডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (ইউআরপিঃপিসিএমইউ) পার্ট
বাস্তবায়ন কাল: (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০)

৩. কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ
বাস্তবায়ন কাল: (০১/০৪/২০১৭ - ৩১/০৩/২০২০)

৪. National Resilience Programme (Programming Division Part) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প
বাস্তবায়ন কাল: (০১/০৭/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০)

৩.২.৬.১ Strengthening Public Investment Management Sysgtem (SPIMS) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার:

১.	প্রকল্পের নাম	:	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসপিআইএমএস)
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/কার্যক্রম বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কার্যক্রম বিভাগ
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
৫.	ক. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট ৫১৯০ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ১২৬৭ লক্ষ টাকা, প্র,সাঃ (জাইকা) ৩৯২৩ লক্ষ টাকা)
	খ. সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট ৭১৪৬.৯৩ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ১২৬৭ লক্ষ টাকা, প্র,সাঃ (জাইকা) ৫৮৭৯.৯৩ লক্ষ টাকা)
৬.	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৯;
	সংশোধিত মেয়াদ বৃদ্ধি	:	(জুলাই ২০১৪ - জুন ২০২৩)
৭.	প্রকল্পের অনুমোদন	:	প্রকল্পের টিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩/৯/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।
৯.	প্রকল্পের আনুষ্ঠনিক উদ্বোধন	:	১৭/০৯/২০১৪ তারিখে একটি Launching Ceremony-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।
১০.	জাইকা এক্সপার্ট টীম (১ম পর্যায়ে)	:	আইসি নেট, জাপান-এর নেতৃত্বে ৪টি আন্তর্জাতিক ফার্ম-এর একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে কাজকরেছে এবং প্রকল্পে ১০ জন আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও ৩ জন স্থানীয় পরামর্শক JICA Expert Team (JET) হিসেবে কাজ করেছে।
১১.	প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য	:	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি বিনিয়োগের কার্যকরী ব্যবহার
১২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পিআইএম রিফর্ম টুলস ও ইউনিটের মাধ্যমে প্রকল্পের বিনিয়োগ এবং বাজেট পরিচালনার কার্যকারিতা উন্নত করা হয়।

ক. প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য : মধ্য থেকে দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিমালার আলোকে উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগকে অধিকতর কার্যকর করা।

৩.২.৬.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের ফলপ্রসু বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা/রাজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা (PIM) সমতার কাঠামোগত উন্নয়ন।

৩.২.৬.৩ প্রধান কার্যক্রম

পিআইএম ইউনিট-কে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাকরণ ও কার্যপরিধীকে শক্তিশালীকরণ। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর অতিরিক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবিভাগ গঠন করা হয়েছে। উক্ত পিআইএম অনুবিভাগের প্রধান যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ২টি অধিশাখা ও ৫টি শাখার আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১৫টি (৫টি ক্যাডার পদ ও ১০টি নন-ক্যাডার) পদ রয়েছে। পদসমূহ হলো: যুগ্ম প্রধান-১জন, উপ প্রধান-১জন, সিনিয়র সহকারী প্রধান-২জন, সহকারী প্রধান-১জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৩জন, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রারিক-৩জন এবং অফিস সহায়ক-৪জন।

সরকারি বিনিয়োগকে অধিকতর সুসংহত এবং কার্যকরীকরণ; Cost Benefit Analysis (CBA) এবং Logical Framework-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষা দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা; Ministry Appraisal Format (MAF), Sector Appraisal Format (SAF), Sector Strategy Paper (SSP) এবং Multi-year Public Investment Program (MYPIP) প্রয়োগযোগ্য গাইডলাইন তৈরি এবং সেগুলো বিভিন্ন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিস্তারকরণ;

৩.২.৬.৪ প্রকল্পের অর্জনসমূহ

Strengthening Public Investment Management Sysgtem (SPIMS) প্রকল্পের আওতায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিহ্নিত কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সরকারের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি কাঠামো সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম বিভাগে PIM নামে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় Cost Benefit Analysis (CBA) এবং Logical Framework-এর উপর ২০০ এর অধিক কর্মকর্তা-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে Training of Trainers (ToT) তৈরি করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনারগণ পরবর্তীতে নতুন কর্মকর্তাদের আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর সম্যক জ্ঞান/প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। প্রকল্পে আওতায় Ministry Appraisal Format (MAF), Sector Appraisal Format (SAF), Sector Strategy Paper (SSP) এবং Multi-year Public Investment Program (MYPIP) বিষয়ের উপর প্রয়োগযোগ্য গাইডলাই তৈরি করে সেগুলো বিভিন্ন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিস্তারকরণ করা হয়েছে।

৩.২.৬.২ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট: প্রজেক্ট কো-অডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (ইউআরপি:পিসিএমইউ) পার্ট ।

৩.২.৬.৩ প্রকল্পের নাম: কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ।

১. প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৯০৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
২. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল ২০১৭ -মার্চ ২০২০

ক. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সরকারি বিনিয়োগ (উন্নয়ন বাজেট) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগে নতুন ডাটাবেইজ ও রিপোর্টিং সিস্টেম স্থাপন;

খ. প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আধুনিক MIS সহায়তা প্রদানের জন্য একটি নতুন ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিবিএমএস) প্রতিষ্ঠান করা;
২. আইএমইডি, ইআরডি এবং অর্থ বিভাগের বিদ্যমান ডাটাবেজের সাথে ডিজিটাল লিংকেজ (Interface) স্থাপন করা;
৩. একটি কার্যকর Knowledge Management System (KMS) স্থাপনসহ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা/প্রটোকল প্রস্তুত করা;
৪. উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বাজেট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩.২.৬.৩.১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ

ক. অংগ ১: নতুন ডিজিটাল ডাটবেইজ এবং এমআইএস স্থাপন

এ অঙ্গের আওতায় ডাটাবেইজ এবং এমআইএস সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে ১. সার্ভার-এ সফটওয়্যারের ইনস্টলেশন কনফিগারেশন, আপগ্রেড করা, ব্যাকআপ গ্রহণ এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ইত্যাদি ২. কার্যক্রম বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (আইএমইডি, ইআরডি এবং অর্থ বিভাগ) সাথে ইন্টারফেসের মাধমে যোগাযোগ স্থাপন; ৩. ডাটাবেজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ ে টেকসই করা, ৪. ডাটা আদান-প্রদান এবং বিশ্লেষণ এবং ৫. ডকুমেন্টেশন এবং প্রমিতকরণ (Standardization) করা।

ডাটাবেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪ আগস্ট ২০১৮-এ নিয়োগ করা হয়েছে। ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সফটওয়্যারটি পরীক্ষামূলকভাবে চালনার জন্য একটি ওয়ার্কশপ (user acceptance test) এবং পাইলটিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ডাটাবেইজ এর হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ডাটাবেইজ এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হার্ডওয়্যার ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ. অংগ ২:-দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

এ অঙ্গের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১. স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সফরের আয়োজন করা ২. ওয়ার্কশপ/সেমিনার/সমীক্ষা ব্যবস্থা করা এবং ৩. প্রকল্প উত্তর ডাটাবেজের পরিচালনা এবং রনাবেনের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪টি ব্যাচে স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ২টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ১টি শিক্ষা সফর সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া বৈদেশিক মাস্টার্স প্রোগ্রামের আওতায় ২জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ADP/RADP Management System (AMS) এর উপর সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ হতে ১০০০/১২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

গ. অংগ ৩:-Knowledge Management System প্রতিষ্ঠা

এ অঙ্গের আওতায় Knowledge Management System প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১. ডেস্ক লেভেল-এ ডাটাবেইজ অ্যাক্সেস-এর জন্য

প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার পরিকাঠামো তৈরীকরণ ২. KM tools/products তৈরী, প্রচার ও ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ৩. ডাটাবেইজ পরিচালনার জন্য ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা, ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনা করা। এছাড়া ADP/RADP Management System (AMS) সফটওয়্যার ব্যবহারের ম্যানুয়াল এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রণয়ন করা হবে এবং এই ডকুমেন্টগুলো ওয়েবসাইটে এবং সিস্টেমে আপলোড করা হবে। উল্লেখ্য, সফটওয়্যার ব্যবহারের ম্যানুয়ালের হার্ড প্রিন্ট করা হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথেসভা পরিচালনার জন্য একটি ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

৩.২.৬.৪ National Resilience Programme (Programming Division Part) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম -প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম -প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্প
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/কার্যক্রম বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কার্যক্রম বিভাগ
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
৫.	ক. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট ১৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা (জিওবিঃ ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, প্র,সাঃ ১৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা মাত্র)
৬.	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারী ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০
৭.	প্রকল্পের অনুমোদন	:	প্রকল্পের টিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩/৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।
৯.	প্রকল্পের আনুষ্ঠনিক উদ্বোধন	:	১৪/১১/২০১৮ তারিখে একটি Launching Ceremony-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।
১০.	প্রকল্পের জনবল	:	প্রকল্পের টেকনিক্যাল পার্টনার ইউএনডিপি কর্তৃক প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্ল্যানি স্পেশালিষ্ট, গবেষণা কর্মকর্তা এবং ফাইন্যান্স এসিসটেন্ট পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ।
১১	প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য	:	ঝুঁকি সচেতন, জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা
১২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	* দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ জোরদার করা; * প্রকল্পের দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিন্তিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সামর্থ্য বৃদ্ধি; * সামষ্টিক পরিকল্পনায় ঝুকিকে অঙ্গিভূতকরণে নীতি নির্ধারণ; * ঝুঁকি সচেতন উন্নয়ন ও প্রকল্প প্রনয়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; * বেসরকারী খাতের শিল্প ও বিনিয়োগকে দুর্যোগ সহনীয় করতে কৌশল প্রণয়ন।
১৩.	প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কার্যক্রম	:	* দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প ও পরিকল্পনার জন্য তথ্য ভান্ডার (রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম) তৈরী করা ; * জেন্ডার সংবেদনশীল ও ঝুকি সচেতন উন্নয়ন প্রকল্প ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী; * প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; * কৃষি ও শিল্প খাতের জন্য রিস্ক প্রোফাইল তৈরী করা; * বেসরকারী শিল্প খাতে বিজনেস কনটিনিউটি প্ল্যান চালু ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা; * উন্নয়ন পরিকল্পনায় ডিজাষ্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) চালু করার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা।
১৪.	প্রকল্পের অর্জনসমূহ	:	Risk Informed Development বিষয়ক আবাসিক ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৭৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেছেন; * প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ডিজাষ্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) অনুপ্রবেশ করার লক্ষ্যে কারিগরী কমিটি গঠিত হয়েছে এবং পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলমান; * ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০/২১ - ২০২৫/২৬) এর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রেজাল্ট ইনডিকেটর সংক্রান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রনয়ন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে; * মেইনষ্ট্রিমিং ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এর খসড়া তৈরী করা হয়েছে; * উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং ঝুকিজ্ঞাত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় (ডিপিপি) জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.২.৬.৫ গবেষণা মূলক কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। সরকার কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা, বিভিন্ন খাতের বিদ্যমান নীতিমালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে এডিপি প্রণয়ন নীতিমালায় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে কার্যক্রম বিভাগ এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করে এবং বরাদ্দ ব্যবহারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। এ প্রেক্ষিতে কার্যক্রম বিভাগ বিগত ৩টি অর্থবছরে কার্যক্রম বিভাগ এডিপি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ম্যক্রো বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা নিরুপনের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করার বিষয়ে ২টি গবেষণা কাজ সম্পাদন করেছে যার বিস্তারিত নিম্নে দেয়া হলো:

স্টাডির উদ্দেশ্য: বিগত অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction) এবং জনগণের জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি (Disaster Preparedness) কিভাবে/কি মাত্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি (DP) বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিরূপণ করা প্রস্তাবিত স্টাডির মূল উদ্দেশ্য। স্টাডির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

* ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদে পাঁচটি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (DRR) এবং দূর্যোগ প্রস্তুতি (DP) নিশ্চিত করার জন্য বরাদ্দ নিরূপণ;

* জাতীয় পরিকল্পনা ও সরকারী বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং দূর্যোগ প্রস্তুতি (DP) সম্পৃক্তকরণের সুযোগ (Entry Point) চিহ্নিতকরণ, এবং

* উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নকালে (Project Designing) দুর্যোগ ঝুঁকিকে সঠিকভাবে বিবেচনা করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত পরিপত্রে ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং দূর্যোগ প্রস্তুতি (DP)-কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

৩.২.৭.১ প্রেক্ষাপট

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে ব্যয়িত অর্থের সঠিক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ প্রস্তুতিকে সম্পৃক্তকরত: উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ঝুঁকি অবহিত (Risk Informed) করা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন কাঠামো বিনির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ২০১৫ সালে যে ৩টি মাইলফলক প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো: সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR) ২০১৫-২০৩০, জাতিসংঘ কর্তৃক ১৭টি SDG অনুমোদন ও প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি। বাস্তবায়নাধীন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) দলিলে দূর্যোগ ব্যস্থাপনার ক্ষেত্রে SDG এবং SFDRR এর লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করাসহ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং DRR কে সমন্বিত করাহয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরিকরণের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠির সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিকে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন কাঠামোর আলোকে বাস্তবায়নাধীন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDG এবং SFDRR ২০১৫-২০৩০সহ অন্যান্য জাতীয় নীতিকাঠামোতে প্রদত্তদূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ও বিষয়গুলোকে জাতীয় পরিকল্পনা ও অর্থায়ন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রবেশপথ (entry point) সৃষ্টি বা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে এডিপি'র মাধ্যমে সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে/কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং দূর্যোগ প্রস্তুতি (DP) কতটুকু এবং কি মাত্রায় সম্পৃক্ত হয়েছে তা নিরূপণ করার মাধ্যমে এ প্রবেশপথ চিহ্নিত করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য NARRI (National Alliance for Risk Reduction and Response Initiative) কনসোর্টিয়ামও কার্যক্রম বিভাগের উদ্যোগে যৌথভাবে "Analysis of ADP Allocations for Disaster Risk Reduction and Disaster Preparedness during the 6th Five Year Plan" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক স্টাডি গত মার্চ ২০১৬ থেকে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে সম্পাদন করা হয়। NARRI ও কার্যক্রম বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বারের মাধ্যমে উক্ত গবেষণার সূত্রপাত হয়। NARRI নিজস্ব অর্থায়নে গবেষণা স্টাডিটি সম্পাদিত হয় এবং এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই।

৩.২.৭.২ NARRI কনসোর্টিয়াম

দশটি আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে NARRI কনসোর্টিয়াম ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে। সদস্য এনজিও সংস্থা সমূহ হলো: অক্সফাম, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ, একশনএইড বাংলাদেশ, কেয়ার, কনসার্ন ইউনিভর্সাল, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, প্ল্যান ইন্টারন্যশনাল, সলিডারিটিস ইন্টারন্যশনাল, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যশনাল এবং হেলপএইজ ইন্টারন্যশনাল। NARRI কোনসোর্টিয়াম এর সদস্য Action Aid কোনসোর্টিয়াম ম্যনেজার ওসেকরেটারিয়াট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। NARRI কনসোর্টিয়াম জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন সংস্থার (ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদফতর, গার্মেন্টস্ ম্যানুফেক্শারারস এসোসিয়েশন প্রভৃতি) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে NARRI কনসোর্টিয়ামের অগ্রগণ্য কাজের ধারাবাহিকতার একটি অংশ হিসাবে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সাথে উল্লেখিত গবেষণা কার্যক্রম প্রস্তাব করা হয়, যা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর অনুমোদন প্রাপ্ত।

স্টাডি পরিচালনায় দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং মতামত গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগের প্রধানের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দুর্যোগ ব্যস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগের উপযুক্ত প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কারিগরী ও পরামর্শককমিটি (Technical and Advisory Committee) গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির নির্দেশনার আলোকে স্টাডির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদনের উপর জানুয়ারী ২০১৭ সালে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার (DisseminationSeminar) অনুষ্ঠিত হয়।

৩.২.৮ স্টাডি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল

উক্ত স্টাডির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-২০১৫) মেয়াদকালীন সময়ের ৫টি এডিপিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই ৫টি এডিপির আওতায় ৬টি মন্ত্রণালয় (কৃষি, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও বন, দুর্যোগ ও ত্রাণ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, স্থানীয় সকার বিভাগ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৬৯৯ প্রকল্পের মধ্যে ১৬৪ টি প্রকল্প কেদুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) সংশ্লিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংশ্লিষ্টতার মাত্রা বিবেচনায় উক্ত ১৬৪ টি প্রকল্পকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন মাত্রায় সংশ্লিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ৯৪ টি প্রকল্পকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি (DP)-র সাথে উচ্চমাত্রায় সংশ্লিষ্ট, ৫৩ টি প্রকল্পকে মধ্যম মাত্রায় সংশ্লিষ্ট এবং ১৭ টি প্রকল্পকে নিম্ন মাত্রায় সংশ্লিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করে উক্ত স্ট্যাডির আওতায় কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে:

* জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন/ প্রণীত নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতিমালা (যেমন- সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, এসডিজি) গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া

* জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত আর্থিক তথ্য প্রদানের জন্য সশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গুলোতে ফোকাল পয়েন্ট গঠন

* উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করার জন্য সাধারণ কৌশল প্রণয়ন ও অনুসরণ

* অর্থনৈতিক কোড/ সাব-কোড সংক্রান্ত বিদ্যমান শ্রেণিবিভাগের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি (DP) সংশ্লিষ্ট ব্যয় খাতকে একীভূত করা যেতে পারে

* DRR সংবেদনশীল প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট প্রভাব মূল্যায়নের (Disaster Impact Assesment (DIA) ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে

* দুর্যোগ ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যক্রম বিভাগ, আইএমইডি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আন্ত: সমন্বয়ের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ সংক্রান্ত গবেষণামূলক স্ট্যাডি ইতোপূর্বে করা হয় নি, ফলে স্টাডির মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন তথ্য/উপাত্ত দ্বারাদুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস জাতীয় পরিকল্পনার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে পরিকল্পনা কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বর্ণিত স্ট্যাডির ফলাফল মূলত: দূর্যোগ বিষয়ক নীতি নির্ধারণের জন্য সহায়ক হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সহায়ক হবে। এছাড়া স্ট্যাডির গবেষণালব্ধ ফলাফল এডিপি/আরডিপি প্রণয়ন নীতিমালায়, এডিপি/আরএডিপিতে সেক্টরাল বরাদ্দ নির্ধারণ ও ডিপিপি ছকে দুর্যোগ ঝুঁকিকে সঠিকভাবে সম্পৃক্তকরণে অবদান রাখবে এবং ভবিষ্যতে এডিপির উপর বিষয়ভিত্তিক গবেষণা করার জন্য উন্নত Research Methodology প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৩.২.৯ TA8572-REG: Establishing a Climate Risk Screening System for Mainstreaming Climate Change Adaptation into National Development Budgeting Activities শীর্ষক কর্মসূচি সম্পাদন

৩.২.৯.১ প্রেক্ষাপট

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ২০১৩ সালে ২৩.৭৫ লক্ষ মার্কিন ডলার ব্যয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশসমূহের (বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলংকা) উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনকে সম্পৃক্ত করাসহ জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন অর্জনের জন্য “TA8572-REG: Action on Climate Change in South Asia-শীর্ষক আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (Regional Capacity Development Technical Assistance) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। TA8572 R-CDTA প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো: ক. বিনিয়োগ প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনের জন্য যাচাই করা, এবং খ. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কৌশলও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমতা বৃদ্ধিকরণ। উক্ত TA8572 আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার “Establishing a Climate Risk Screening System for Mainstreaming Climate Change Adaptation into National Development Budgeting Activitie” শিরোনামের কারিগরি সহায়তা কর্মসূচীগ্রহণ করে, যা পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত কারিগরি সহায়তা কর্মসূচীর মেয়াদ জুন ২০১৭ থেকে অক্টোবার ২০১৮ পর্যন্ত, ও ব্যয় ৪.০ লক্ষ মার্কিন ডলার (এডিইবি কর্তৃক অনুদান)। গত ২১ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে উক্ত কর্মসূচির উপর একটি Inception Workshop অনুষ্ঠিত হয়।

৩.২.৯.২ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য

উক্ত TA8572 কারিগরি সহায়তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বৃহৎ বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ গ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এডিবি'র কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে পাইলট আকারে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে ৫টি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে যথাঃ

ক. পরিকল্পনা কমিশনে GIS নির্ভর সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা বা Decision Support System (DSS), Climate Risk Screening (CRS) টুলস প্রণয়ন ও নির্বাচিত কয়েকটি ভৌগলিক এলাকায় Climate Risk Vulnerability Assessment (CRVA) পাইলটিং সম্পাদন, operational guidelines;

খ. কার্যক্রম বিভাগে GIS নির্ভর সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা (decision support system) প্রণয়নের লক্ষ্যে এডিপি'র সেক্টর ভিত্তিক Hazards, Exposures, Vulnerabilities, and Risk (HEVR) ডাটাবেস ও ম্যাপ তৈরী;

গ. HEVR ডাটাবেস আপডেট করার জন্য নীতিমালা ও নতুন প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ;

ঘ. GIS নির্ভর Decision Support System (DSS) ও Climate Risk Screening (CRS) পদ্ধতির উপর পরিকল্পনা কমিশনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং

ঙ. কৃষি ও পানিসম্পদ সেক্টরের আওতায় গৃহীত নতুন প্রকল্পের উপর জলবায়ু ঝুঁকি যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণ।

৩.২.৯.৩ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বাস্তবায়নকালে কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি সুষ্ঠুভাবে মনিটর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সদস্য মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) গঠন করা হয়েছে।

- প্রধান মহোদয়ের নেতৃত্বে Technical Advisory Committee (TAC) গঠন করা হয়েছে। গত ২২ মে ২০১৮ তারিখে ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- ৫ জন পরামর্শক এডিবি কর্তৃক গত জুন ২০১৭ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন: ১. Remote Sensing-GIS/HEVR Specialist and Team Leader; ২. Disaster Management/Multi-Hazard Specialist; ৩. Climate Change Risk Assessment Specialist; ৪. Hydro-Meteorologist; ৫. Agricultural/Climate Change Economist.
- ১জন Research Assistant নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- ৮টি রিপোর্টি প্রণয়ন করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক পরামর্শক থেকে মতামত সংগ্রহের জন্য এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১. Inception Report
২. Scoping Study Report
৩. Literature review on Cost-benefit Analysis Report
৪. Report on Hazard, Exposure, Vulnerability and Risk (HEVR) Spatial Database
৫. Cost-benefit/effectiveness analysis Framework Report
৬. Methodology for Multi-hazard Risk Assessment Report
৭. Report on Climate Risk and Vulnerability Screening (CRVS) Framework and Guidelines
৮. Climate Change Adaptation Framework- Agriculture and Water Resources

আপদ সংক্রান্ত ম্যাপ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান

- Projection o future climate parameters for Bangladesh from the downscaled GCM scenarios- ৩৬৫ আপদ সংক্রান্ত ম্যাপ তৈরী করা হয়;
- ২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রণীত রিপোর্ট সমূহের প্রকাশনা এডিবি কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রক্রিয়াধীন রিপোর্ট সমূহ নিম্নরূপ-

ক. রিস্কএটলাস (দুটি ভলিউম যথা ভলিউম-১ ও ভলিউম-২ এ উক্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, এটি ২৩৪ টি ম্যাপ সম্বলিত);

খ. পলিসি ব্রীফ;

গ. Climate and Disaster Risk and Vulnerability Assessment Manual.

৩.২.১০ "Scoping of Integration of Water Logging Risk Reduction in to Planning and Budgeting Processes" শীর্ষক গবেষণা স্ট্যাডি সম্পাদন।

৩.২.১১ প্রেক্ষাপট

ইউএনডিপি, ঢাকা থেকে সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ ও সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ বরাবর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধতার ঝুঁকির ধারণা কাজে লাগিয়ে তা দূরীকরণে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কাজ করার একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) গত ১১/৮/২০১৬ তারিখে স্বারিত হয়।

ইউএনডিপি কর্তৃক জানুয়ারী ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে সরাসরি (DEX পদ্ধতিতে) বাস্তবায়নাধীন Early Recovery Facility (ERF) প্রকল্পের অর্থায়নে "Adaptive Early Recovery in Waterlogged Areas of South-Western Bangladesh Programme" প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত রেখে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Adaptive Early Recovery in Waterlogged Areas of South-Western Bangladesh Programme" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচির গবেষণা খাতের আওতায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধতার ঝুঁকি নিরসন বিষয়ে একটি কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়।

গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থার পক্ষ থেকে অনেক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে উক্ত কার্যক্রমগুলো একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত না হওয়ায় কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় নি, বরং উপরোক্ত সমস্যা আরও স্থায়ীরূপ ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষিতে উক্ত সমস্যার একটি স্থায়ী ও টেকসই সমাধানকল্পে সময়-উপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

এ সকল বিষয় বিবেচনায় এনে জলাবদ্ধতার ঝুকি দুরীকরণে স্থায়ী সমাধান নিরুপনের লক্ষ্যে Scoping of Integration of water logging risk reduction into planning and budgeting processes"শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম ইউএনডিপি ও কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ০৮/০৮/২০১৬ তারিখে MOU টি সার করার প্রস্তাবটি মাননীয় মন্ত্রী অনুমোদন করেন।

৩.২.১১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধতার ঝুঁকি নিরসনে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বাজেট কাঠামো পর্যালোচনার জন্য Risk Informed Planning to Address Water logging and Management Crisis" বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা।

৩.২.১১.২ সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি

সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী (জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১৬) একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা অনুসরন করা হয়। সমীক্ষা সম্পাদনের প্রস্তাবিত ব্যয় ইউএনডিপি কর্তৃক বহন করা হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষন নেই। পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়। সমীক্ষার অংশ হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার জলাবদ্ধতার সমস্যায় আক্রান্ত এলাকার উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় করা হয়। সমীক্ষার ফলাফল নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে বিষয় বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ পূর্বক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হবে।

সমীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কার্যক্রম বিভাগের প্রধান এর নেতৃত্বে একটি Technical Advisory Committee (TAC) গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে TAC এর ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভার মাধ্যমে নিয়োজিত পরামর্শকদেরকে গবেষণা কাজ যথাসময়ে সম্পাদন এবং বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। (উল্লেখ্য TAC এর ১ম সভা গত ২৯/০৯/২০১৬ তারিখে, ২য় সভা গত ২৪/১০/২০১৬ তারিখে, ৩য় সভা ৩১/১০/২০১৬ তারিখে, ৪র্থ সভা গত ২২/০৩/২০১৬ তারিখে এবং ৫ম সভা গত ১৮/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়)

৩.২.১১.৩ মাঠ পরিদর্শন ও কর্মশালা

সমীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে (নভেম্বর ২০১৬ ও এপ্রিল ২০১৭ তারিখে) মাঠ পর্যায়ে খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে মত-বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দীর্ঘকালীন জলাবদ্ধতার জন্য অনেক গুলো বিষয়কে দায়ী করা হয়। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম/আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতার কারণে সমস্যা সমাধানে গৃহীত প্রকল্পসমূহ সর্বব্যাপী না হয়ে বরং অস্থায়ী, আংশিক ও আঞ্চলিক গতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উক্ত সমস্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মত-বিনিময় সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়:

- জলাবদ্ধতা নিরসনে কি ভাবে সুদূরপ্রসারী সামগ্রিক, স্থায়ী ও অর্থ সাশ্রয়ী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা যায়সে বিষয়ক পর্যালোচনা;
- কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় একাধিক প্রতিষ্ঠান/খাতকে একত্রে সম্পৃক্ত করে উক্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে সে বিষয়টি তুলে আনা ;
- কোন প্রাতিষ্ঠানিক ও বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিক উপযোগী তা নিরূপন করা।

উক্ত মত বিনিময় সভার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অংশীদারদের মূল্যবান মতামত একটি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিরূপন ও দীর্ঘকালীন জলাবদ্ধতা দূরকরণে সহায়তা করতে পারে।

৩.২.১১.৪ গবেষণার ফলাফল

উক্ত গবেষণা সম্পাদনের মাধমে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। রিপোর্টটি Technical Advisory Committee (TAC) কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। জাতীয় কর্মশালায় গুরুত্বপূর্ণ মতামতের আলোকে প্রতিবেদনটি চূড়ান্তপূর্বক প্রকাশনার ব্যবস্থা নেয়া হয়। উক্ত গবেষণার সুনির্দিষ্ট ফলাফল এবং উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ করা হয় যথা-

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলকে কার্যকর করা;

২. স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি করে Multi-layered I Multi-sectoral সমন্বয় কাঠামো গঠন ।

৩.২.১১.৫ জাতীয় পর্যায়

- জলাবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ সমন্বয়ের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় পদ্ধতি/কৌশল প্রণয়ন যেখানে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি নিরসনে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সব পদক্ষেপ কিংবা উদ্যোগের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ নেতৃত্ব প্রদান করবে;
- জলাবদ্ধতার ঝুঁকি হ্রাসে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠন।

৩.২.১১.৬ স্থানীয় পর্যায়

- খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি হ্রাসে জেলা পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন;
- জেলা পর্যায়ের টাস্কফোর্স সমন্বয়ের জন্য খুলনা বিভাগে বিভাগীয় সমন্বয়কারী কাঠামো গঠন ;
- জলাবদ্ধতার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত গবেষণা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক বিনিয়োগ তহবিল গঠন ।

৩.২.১২ International Center for Climate Change and Development (ICCCAD) সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) সম্পাদন

গত ৬ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে International Center for Climate Change and Development (ICCCAD) ও কার্যক্রম বিভাগের মধ্যে 'জলবায়ু, পরিবর্তন মোকাবেলা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বারিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় ইতোমধ্যে ৪ টি Learning Hub Event (LHE) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব Learning Hub Event (LHE) অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল তৃণমুল পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণ এবং বাংলাদেশের খাদ্য-শক্তি-পানি-নেক্সাস খাতকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারকদের সহযোগিতা করা।

৪টি Learning Hub Event (LHE) -এর সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হয়েছে-

ক্রমিক নং	Learning Hub Event (LHE) অনুষ্ঠানের তারিখ	বিষয়
০১	০৬/০৮/২০১৮	Climate Servicee across Government Agencies: Presentation of the Bangladesh Academy for Climate Services
০২	১৩/০৯/২০১৮	"Zero Hunger Zero Emissions"
০৩	২০/০১/২০১৯	Identifying High Priority Clean Energy Investment Opportunities for Bangladesh
০৪	১৪/০৭/২০১৯	২টি বিষয় উপস্থাপন করা হয়: Real World Application of Weather Forecast and Satelight Data in Food-Energy -Water-Disaster sector এবং "Water Basis for Building Resilience".

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

৩.৩.১ ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

দেশের বিভিন্ন অবকাঠামো খাত যেমন সড়ক ও মহাসড়ক, রেল, নৌ ও বিমান বন্দর, পর্যটন কেন্দ্র, পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন, গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা, সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তাঘাট, নর্দমা ও বিভিন্ন অবকাঠামো, ডাক ও টেলিয়োগাযোগ অবকাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ/উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ হয়ে থাকে। বর্তমানে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ বিভাগের বিগত তিন অর্থ বছরের কার্যক্রম নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থ বছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
	বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য		
এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৪৩৬১৩.৬৯	৫৭৬৫৮.৫৮	৬৫৯৬৮.৮৩
আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৪৩৬৬৭.১৯	৫৩৫৯৭.৪৯	৬০৪৯২.৪৩
অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য			
বিনিয়োগ প্রকল্প — একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	৯৫	২০১	১৬৫
বিনিয়োগ প্রকল্প — মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	৫৯	৫৭	৪৫
কারিগরি প্রকল্প			
মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	০৫	০৬	০৪
নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প — একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	-	-	-
নিজস্ব অর্থায়ন প্রকল্প — মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	-	-	-
অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য (এডিপি/আরএডিপি)			
বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প	৪২৭ (২৭০)	৫১৬ (৪২৯)	৫৩৯ (৩৫৯)
বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রকল্প	১৪১ (১৪৪)	১৪৫ (১৩৭)	১৫৪ (১১৭)
পিপিপি প্রকল্প	৩১ (১৮)	৩৪ (২৯)	৫৭ (৩৭)
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য			
পিইসি সভা	২৩৫	৪৬১	২৩২
এসপিইসি সভা	০৭	০৮	০৫

বিগত ০৩ বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩০১৯৩.৩৯ কোটি টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য অঞ্চলের সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতু

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%) জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
ভূমি অধিগ্রহণ	১৫৩০ হেক্টর	১০০%
অফিস ভবন, সেতু ভবন বর্ধিতকরণ	৬৬০০০ ব: ফু:	৯০%
অন্যান্য অবকাঠামো সার্ভিস এরিয়া মাটি ভরাটসহ (নদীশাসন)	১৩.৮০ কি: মি:	৫৯%
এ্যাপ্রোচ সড়ক/টোল প্লাজা/সার্ভিস এরিয়া-২	১২ কি: মি:	১০০%
সেতু নির্মাণ (৯.৮৩ কি: মি: ভায়াডাক্টসহ সিঙ্গেল ট্র্যাক রেল)	৬.১৫ কি: মি:	৮১%
কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড ইত্যাদি	থোক	১০০%

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতুর প্রকল্প ম্যাপ

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক: ১৯৪২৪.০০ কোটি টাকা (৬৪.৩৩%) এবং ভৌত/বাস্তব: ৭১%

৩.৩.২ প্রকল্পের নাম Dhaka Mass Rapid Transit Development Project

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১৯৮৫.০৭২১ কোটি টাকা (জিওবি: ৫৩৯০.৪৮০০ কোটি + প্রকল্প সাহায্য: ১৬৫৯৪.৫৯২১ কোটি) টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:
ঢাকা মহানগরীতে সর্বপ্রথম Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল লাইন
নির্মাণ ও পরিচালনার মাধ্যমে যানজট হ্রাস এবং গণপরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

চিত্র: Dhaka Mass Rapid Trancsit Development Project

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন		
ক. ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০%
খ. ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ	থোক	৫০%
মেট্রোরেল লাইন ও স্টেশন নির্মাণ		
ক. উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ	১১.৭৩কিঃমিঃ	৫০.৫০%
খ. আগারগাঁও থেকে কাওরান বাজার পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও ৭টি স্টেশন নির্মাণ	৮.৩৭ কিঃমিঃ	১০.৭৬%
গ. কাওরান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও ৭টি স্টেশন নির্মাণ	৮.৩৭ কিঃমিঃ	১৩.৫৯%
ঘ. ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম থোক ১০.০০%		
ঙ. রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট থোক ১৫.০০%		

চিত্র: Elevated Metro Rail

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক: ৭৬০৭.৬১ কোটি (৩৪.৫৯%) টাকা, এর মধ্যে জিওবি ২০৩৮.২৩ কোটি (৩৭.৮১%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৫৬৬.৩৮ কোটি (৩৩.৫৪%) এবং বাস্তব: ৩৪.৫৯% ।

৩.৩.৩ প্রকল্পের নাম: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ রেলওয়ে
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৯২৪৬.৭৯৯৮ কোটি টাকা (জিওবি: ১৮২১০.১০৬০ কোটি + প্রকল্প সাহায্য: ২১০৩৬.৬৯৩৮ কোটি) টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- ❒ পদ্মা বহুমুখী সেতু হয়ে ঢাকার সাথে নতুন এলাকা মুন্সিগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলার মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- ❒ ঢাকা-যশোর করিডোরে অপারেশনাল সুবিধা উন্নয়নসহ ২১২.০৫ কিঃ মিঃ সংক্ষিপ্ত রুটে বিকল্প রেল যোগাযোগ স্থাপন;
- ❒ বাংলাদেশের মধ্যে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আরেকটি উপ-রুট স্থাপন;
- ❒ এ রুটে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রেইট ও ব্রড গেজ কন্টেইনার ট্রেন প্রয়োজনীয় স্পীড ও লোড ক্যাপাসিটিসহ চালুকরণ;
- ❒ যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও যাত্রী সুবিধাদি বৃদ্ধি;
- ❒ ভবিষ্যতে উক্ত রুটে ২য় লাইন নির্মাণ এবং বরিশাল ও পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরকে এর সাথে সংযুক্তকরণ;
- ❒ গণ-পরিবহন সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসকরণও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা; এবং
- ❒ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) আনুমানিক এক (১) শতাংশ বৃদ্ধিকরণে অবদান রাখা।

চিত্র: পদ্মা রেল সেতু সংযোগ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
মেইন লাইন ১৭২.০০ কি: মি: (নতুন ব্রডগেজ লাইন ১৬৯ কিঃমিঃ+ ৩কিঃমিঃ ডাবল লাইন) এবং লুপ ও সাইডিং ৪৩.২২ কি: মি: সহ মোট	২১৫.২	কিঃমিঃ
ব্রডগেজ রেল ট্র্যাক নির্মাণ	২,১৫.২২ কিঃমিঃ	২৫%
২৫.৩৮ কি: মি: ভায়াডাক্ট নির্মাণ (১.৯৮ কিঃমিঃ র‍্যাম্পসহ)	২৫.৩৮ কিঃমিঃ	২৩%
মেজর ব্রীজ-৬৬টি, মাইনর ব্রীজ/ওভারপাস-২৪৪টি, হাইওয়ে ওভারপাস-১টি এবং লেভেল ক্রসিং-২৯টি	৩৪০টি	২১%
নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ (১৪টি) এবং বিদ্যমান ৬টি স্টেশনের উন্নয়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ;	২০টি	২৮%
স্টেশনে টেলিযোগাযোগসহ রিলে ইন্টারলকড্ সিগন্যালিং ব্যবস্থ স্থাপন	২০টি	৩০%
ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ	১০০টি	২২%
ভূমি অধিগ্রহণ	১,৭৮৬ একর	৪০%
পরামর্শক সেবা	৫,৯৯৬ জনমাস	৩০%

চিত্র: পদ্মা রেল সেতু সংযোগ কার্যক্রম

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ১১৭২৮.৬১ কোটি টাকা (৩০%) এবং বাস্তব ৩৮% ।

৩.৩.৪ প্রকল্পের নাম: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ রেলওয়ে
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৮০৩৪.৪৮ কোটি টাকা (জিওবি: ৪৯১৯.০৭ কোটি + প্রকল্প সাহায্য: ১৩১১৫.৪১ কোটি) টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০.৮৩১ কিলোমিটার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত ২৮.৭৫২ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ১২৯.৫৮৩ কি: মি: নতুন সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ;
- ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের সাথে সংযোগ স্থাপন;
- রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন;

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্রাক নির্মাণ

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্রাক নির্মাণ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০.৮৩১ কিলোমিটার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত ২৮.৭৫২ কিলোমিটার সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ;	১২৯.৫৮ কিঃমিঃ	১২%
ভূমি অধিগ্রহণ	১৭৪১ একর	১৩৬৮ একর (৭৮.৫৮%)
ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন	থোক	৮০%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ৩৮৯৮.০০ কোটি টাকা (২১.৬১%) এবং বাস্তব ২৭%।

৩.৩.৫ প্রকল্পের নাম: পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : নৌথপরিবহন মন্ত্রণালয়;
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ;
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৮২.১০ কোটি টাকা (জিওবি);
প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

- পায়রা সমুদ্র বন্দরের মধ্য-মেয়াদী কার্যক্রম শুরু করা এবং অন্যান্য বেসরকারি টার্মিনালসহ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা;
- পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত আয়তনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ বার্দিং, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ;
- জাহাজের পণ্যসামগ্রী খালাস, বোঝাই এবং স্থল পরিবহণ চেইনের সাথে সংযুক্তকরণ;
- উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ, স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- দেশীয়/বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যাশিত অবদান নিশ্চিতকরণ।

চিত্র: পায়রা সমুদ্রবন্দরের প্রথম টার্মিনাল ম্যাপিং

চিত্র: পায়রা সমুদ্রবন্দরের প্রথম টার্মিনাল ম্যাপিং

চিত্র: পায়রা সমুদ্রবন্দরের প্রথম টার্মিনাল

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
প্রয়োজনীয় পশ্চাৎ সুবিধাদিসহ জেটি নির্মাণ	৪৬২০০ বঃ মিঃ	৫%
ড্রেনেজ অবকাঠামোসহ ব্যাক-আপ ইয়ার্ড নির্মাণ	৩২৫০০০ বঃ মিঃ	৫%
স্লোপ প্রটেকশন	৫২০০০ বঃমিঃ	৬%
বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ	৫ কিঃ মিঃ	--
অপটিক্যাল ফাইবার লাইন নির্মাণ	১০ কিঃ মিঃ	--
গ্যান্ট্রি ক্রেনের জন্য রেল লাইন নির্মাণ	১৩০০ মিঃ	৬%
সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৪+২ লেন)	৬.৩৫ কিঃমিঃ	৮%
আন্দারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ (২০০০ মিঃ ব্যাংক প্রোটেকশনসহ)	১০৫০ মিঃ	১০%
সংযোগ সড়কে মাঝারি সেতু (২টি সেতু এবং ৩টি আন্ডারপাস) নির্মাণ	৫২০ মিঃ	৬%
ওয়ার্ক বোট, টাগ বোট, রিচ স্ট্যাকার, স্ট্র্যাডল ক্যারিয়ার, হপার, মোবাইল হারবার ক্রেন, ডিজিটাল পোর্ট সলিউশন সিস্টেম ক্রয়;	০৩টি	--
এস.টি.এস ক্রেন, আরটিজি ক্রেন, ট্রাক্টর, ট্রেইলার, ফর্ক লিফ্‌ট ট্রাক, ছোট ইয়ার্ড ক্রেন ক্রয়	৭২টি	-- --

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ২০১.০০ কোটি টাকা (৫.১২%) এবং বাস্তব ৮% ।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

৩.৪.১ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সামগ্রিক কর্মকান্ডকে মোট ১৭টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো :

১. কৃষি
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান
৩. পানিসম্পদ
৪. শিল্প
৫. বিদ্যুৎ
৬. তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ
৭. পরিবহন
৮. যোগাযোগ
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ
১০. শিক্ষা ও ধর্ম
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি , জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ
১৩. গণসংযোগ
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন
১৫. জনপ্রশাসন
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান

উক্ত ১৭ টি সেক্টরের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের অধীন ৮টি সেক্টর রয়েছে। ৮টি সেক্টর এবং তার আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের তালিকা নিম্নরূপ :

উইং	সেক্টর	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১. স্কাইসোয়াম উইং	১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১. যুব ও ক্রীড়া ২. সংস্কৃতি
	২. গণসংযোগ	১. তথ্য মন্ত্রণালয়
	৩. সমাজকল্যাণ মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১. সমাজকল্যাণ ২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক
২. শিক্ষা উইং	৪. শিক্ষা ও ধর্ম	১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৩. কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ ৪. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৫. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৬. ধর্ম মন্ত্রণালয়
৩. প্যামস্টেক উইং	৫. জনপ্রশাসন	১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২. পরিকল্পনা বিভাগ ৩. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ৪. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৫. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৬. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৭. নির্বাচন কমিশন ৮. জননিরাপত্তা বিভাগ ৯. সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১০. অভ্যন্তরীণসম্পদ বিভাগ ১১. দুর্নীতি দমন কমিশন ১২. জাতীয় সংসদ সচিবালয় ১৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১৪. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ১৫. অর্থ বিভাগ ১৬. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ১৭. আইন ও বিচার বিভাগ ১৮. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ১৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০. ভূমি মন্ত্রণালয়
	৬. বিজ্ঞানতথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ৪. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৪. স্বাস্থ্য উইং	৭. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	১. স্বাস্থ্য বিভাগ ২. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৩. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৪. জননিরাপত্তা বিভাগ ৫. সুরা সেবা বিভাগ ৬. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৭. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৮. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫. জনসংখ্যা উইং	৮. শ্রম ও কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সাব-সেক্টর:	১. শ্রম ও কর্মসংস্থান ২. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ৩. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৪. পরিকল্পনা বিভাগ ৫. জাতীয় সংসদ ৬. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

৩.৪.২ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যপরিধি

এ বিভাগের আওতায় ০৮টি সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া করা হয়। এ বিভাগের কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

ক. সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;

খ. বিভিন্ন উপ-খাতের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;

গ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি/টিপিপি) সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

ঘ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনলাভের উদ্দেশ্যে কার্যাবলি সম্পাদন;

ঙ. সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও অর্জিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

চ. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

ছ. উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট যাচাইপূর্বক সুপারিশকরণ;

জ. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ৫টি উইংয়ের জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও একনেক এর বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;

ঝ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;

ঞ. বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি ও নেগোসিয়েশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ।

একনজরে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম

একনজরে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম		
সেক্টর	চলমান প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ আরএডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১। শিক্ষা ও ধর্ম	১৬২	১৫৫১০.৮৪
২। জনপ্রশাসন	৮৭	৪৯৭৪.০৭
৩। বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫৬	১৩৪৫৩.৬৩
৪। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৪০	৬৫৩.৬৬
৫। গণসংযোগ।	১৭	২৫০.৩৯
৬। সমাজকল্যাণ মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪৫	৬৪৯.৭১
৭। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৮৫	১০৯০২.০৭
৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান	২১	৪৬৪.৩০
মোট	৫১৩	৪৬৮৫৮.৬৭

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের বৃহত্তর প্রকল্পের সংপ্তি বিবরণী সেক্টরভিত্তিক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৪.৩ শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টর

সাম্প্রতিক অর্জন: শিক্ষা ও ধর্মসেক্টরের আওতায় শিক্ষার গুণগত ও ভৌতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং শিক্ষার নিম্নমান সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে কারিকুলামের আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতনকাঠামো, উচ্চতর শিক্ষার কারিকুলাম উন্নয়নে তদারকি জোরদারকরণ, শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতের অন্তর্ভুক্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং সকল শিশুকে স্কুলগামী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুণগত প্রশিক্ষণের জন্য তিন বাহিনীর (সেনা, নৌ ও বিমান) প্রশিক্ষণ একাডেমি কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ, শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখাও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন, নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৩.৪.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিগত ৩ বছরে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.৪.৪.১ প্রকল্পসমূহ

- দরিদ্র্য/ঝরে পড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ
  ১. রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন(রক্স)- ২য় পর্যায় (চলমান)
  ২. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি-৩য় পর্যায় (চলমান)
  ৩. দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং-১ম সংশোধিত (চলমান)
- বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পঃ
  ১. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন
- সারাদেশের জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কল্পে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:
  ১. চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প- ১ম পর্যায় (চলমান)
  ২. চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প- ১ম পর্যায় (চলমান)

৩.৪.৪.২ কর্মসূচিসমূহ

- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩
- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪)

৩.৪.৫ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

বিগত ৩ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৩.৪.৫.১ প্রকল্পসমূহ

- বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম
- বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর (চলমান)
- বিএএফ ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রামে বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (চলমান)
- বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (চলমান)
- সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ (চলমান)
- চট্টগ্রাম আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে মুজিব ব্যাটারী কমপ্লেক্স নির্মাণ (চলমান)
- ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনঃ
  ১. সিলেট, বগুড়া,আলীকদমবান্দরবান, জিরারো, সাভার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা ইংলিশ বাংলাভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিকস্কুল ও কলেজ স্থাপন (চলমান)
- বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন:
  ১. বিএএফ রাডার উইনিট বগুড়ায় শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারায়নগঞ্জ ডকউয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য কাডেমিক ভবন নির্মাণ;
- মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি), মিরপুর সেনানিবাসে এর সুবিধা সম্প্রসারণ;

৩.৪.৬ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিগত ৩ বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৩.৪.৬.১ প্রকল্পসমূহ

- মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয়নেতাদের সম্পৃক্তকরণ-৩য় পর্যায়
- সমগ্র বাংলাদেশে মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মৌলিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ
  ১. মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) (চলমান)
  ২. ইসলামিক পস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম ২য় পর্যায়
  ৩. গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (চলমান)
  ৪. মসজিদপাঠাগারসম্প্রসারণ ও স্থাপন- ২য় পর্যায় (চলমান)
  ৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (চলমান)
  ৬. মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) (চলমান)
  ৭. প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (চলমান)
- দেশে সঠিক ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বাস্ত বায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ
  ১. প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে ৫৬০ মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (চলমান)

৩.৪.৭ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিগত ০৩ বছরে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য হল/কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.৪.৭.১ প্রকল্পসমূহ

১. নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ
২. নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন
৩. এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্ট্রিগেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৪. শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা স্থাপন
৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ
৬. জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন
৭. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন
৮. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনঃ ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন
৯. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন
১০. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন

৩.৪.৮ বস্ত্র শিক্ষাখাতে উন্নয়ন

- ৫ (পাঁচ) টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও বরিশাল) টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, পীরগঞ্জ এবং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে।
- ''শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর" এবং "শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট" শীর্ষক ০২টি প্রকল্প সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- গৌরনদী, ভোলা, জামালপুর, মান্দা এবং সিরাজগঞ্জ উপজেলায় নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- "লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট", "ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট", "সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট" এবং "সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট" শীর্ষক প্রকল্পসমূহ সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩.৪.৯ কারিগরি-প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন

- ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। বরিশালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলছে।
- এছাড়া, ''চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন'' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে।
- দেশের সকল জেলায় পলিটেকনিক এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে। মৌলভীবাজার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ১০০ টি উপজেলায় ১ টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
- বাগেরহাট ও লালমনিরহাট জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া, "২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে "নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন" এবং "মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এমইএমআইএস সাপোর্ট স্থাপন" শীর্ষক ০২টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

৩.৪.১০ চ্যালেঞ্জসমূহ

শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের আওতায় শিক্ষার গুণগত ও ভৌতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরে চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছে- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতি অর্থ বছরে যথা সময়ে বরাদ্দ প্রদান, প্রকল্পসমূহের প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি দক্ষতার সীমাবদ্ধতা।

৩.৪.১১ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের আওতায় শিক্ষার গুণগত ও ভৌতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরে সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:-
প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প;
প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) ;
Establishment of Computer and Language Labs in 509 schools in Bangladesh;
বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১০০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন;
সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার;
হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম;
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ;

চিত্র: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মানাধীন ছাত্রী হোস্টেল

- মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি'র জন্য অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ;
- মিরপুর সেনানিবাসে (ডিওএইচএস) ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন;
- রংপুর সেনানিবাসে ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন;
- সিলেট সেনানিবাসে ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজস্থাপন;
- বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস, টাঙ্গাইলে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন;
- বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম কাপ্তাই ঘাটিস্থ এডিপি প্রকল্পের আওতায় বিএন স্কুল এবং কলেজ নির্মাণ;
- খুলনা শিপইয়ার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য প্রস্তাবিত নতুন ৫ তলা একাডেমিক ভবন-৩ নির্মাণ;
- চরাঞ্চলের নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প;
- টিটিসি ও এইচএসটিটিআই-এর প্রশিক্ষণ মানউন্নয়ন প্রকল্প ;
- এম,পি,ও ভূক্ত নির্বাচিত বালিকা বিদ্যালয় সমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- নতুনভাবে জাতীয়করনকৃত কলেজ সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত স্কুল সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প;
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প;
- রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ প্রকল্প;
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটি অ্যাপ্লাইড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প;
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন-ডিজাইন (ছাত্রী হোস্টেল);

চিত্র: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ

চিত্র: ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প

চিত্র: শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর স্টাফ কোয়ার্টার

চিত্র: শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর নির্মানাধীন স্টাফ কোয়ার্টার

চিত্র: শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর

চিত্র: সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

চিত্র: সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প

উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)
প্রকল্পের আওতায় ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চিত্র: ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চিত্র: প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা

চিত্র: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে একজন মহিলা শিক্ষিকা পাঠদান করছেন

চিত্র: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের একজন শিক্ষক পাঠ অনুশীলন করাচ্ছেন

চিত্র: গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প

চিত্র: মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

চিত্র: প্রকল্প পরিচালকের গীতাকেন্দ্র পরিদর্শন

প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ২য় পর্যায়

চিত্র: প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ২য় পর্যায়

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ

৩.৪.১২ স্বাস্থ্য , পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ সেক্টরের কার্যাবলি

৩.৪.১২.১ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি লক্ষ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য সেক্টরকে প্রভাবিত করে। টেকসই উন্নয়নলক্ষ্যমাত্রা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বর্তমানে স্বাস্থ্যকে মানব উন্নয়নের একটি আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ সেক্টরে বর্তমান সরকারের ভিশন হলো-স্বাস্থ্য সেবার মান সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্তরে পৌছানো এবং তা বজায় রাখা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদপে নেয়া হয়েছে। যেমন-সব ধরণের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ পেশাদারী জনবল বৃদ্ধি করা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের লক্ষ্য হলো-পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরসহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ঘটানো, বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন-মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP)'র অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে ৭৫০৫.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় সরকার পর্যায়ক্রমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ফরিদপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, খুলনা (এক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল), সিরাজগঞ্জ (শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন), গোপালগঞ্জ (শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট ও শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল) ও কিশোরগঞ্জ জেলায় (শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া, সুনামগঞ্জ, গাজীপুর (শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল), যশোর, কক্সবাজার, পাবনা (এস্টাবলিশমেন্ট অব ৫০০ বেডেড হসপিটাল এন্ড এনসিলার ভবন), নোয়াখালী (আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ এন্ড জননেতা নুরুল হক আধুনিক হাসপাতাল), নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নার্সিং কার্যক্রমে প্রসারলাভের জন্যনার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিংডিগ্রী কলেজ ও এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন এবং পাবনায় নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। জেলা হাসপাতাল ছাড়াও বর্তমানে চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল যেমন-চক্ষু হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কিডনী হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হচ্ছে। এছাড়া, ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট, এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল ও জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান নিটোর বাস্তবায়নাধীন আছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বিজিবি হাসপাতালসমূহের কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ, সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল স্থাপন ও ২১টি জেলার পল্লী এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলায় 'নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায়'আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ডায়াবেটিক, হৃদরোগ, চক্ষু, কিডনী চিকিৎসার জন্য ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এর মধ্যে আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার উল্লেখযোগ্য। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে ৫০টি (বিনিয়োগ ৪৫টি+কারিগরি সহয়তা ৪টি+জেডিসিএফ ১টি) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বাংলাদেশ সরকারের ৭২৮২.৮৪ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহের নিকট হতে প্রদেয় প্রকল্প সাহায্য ৪০১৫.৪৮ কোটি টাকাসহ মোট ১১২৯৮.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ১১২৩১.৪৮ কোটি টাকা, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ৬০.৮৪ কোটি টাকা, জেডিসিএফ বরাদ্দ ৬.০০ কোটি টাকা এবং অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২৮৯.৩২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ১১৩৬.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এলাকা (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) ও ১৪টি পৌরসভা (গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, তারাব (নারায়ণগঞ্জ), বেনাপোল (যশোর), জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ), দিরাই (সুনামগঞ্জ), কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

চিত্র: হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প

চিত্র: হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের নতুন ভবন

চিত্র: হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের এ্যাম্বুলেন্স সেবা

চিত্র: হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের হাসপাতাল

আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে। পিইসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হলে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

চিত্র: হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের এ্যাম্বুলেন্স সেবা

নির্মাণাধীন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চিত্র: ৫০০ শয্যার হাসপাতাল ভবন

চিত্র: একাডেমিক ভবন

চিত্র: ছাত্রী হোস্টেল ভবন

চিত্র: ছাত্র হোস্টেল ভবন

চিত্র: কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চিত্র: মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রসাসনিক ভবন

শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চিত্র: ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল

চিত্র: ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল

চিত্র: একাডেমিক বিল্ডিং এর সামনের অংশ

চিত্র: একাডেমিক বিল্ডিং

চিত্র: একাডেমিক বিল্ডিং

চিত্র: শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চিত্র: ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ, স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

চিত্র: হাসপাতালের মাটি ভরাট

চিত্র: হাসপাতালের ভিতরের অংশ

৩.৪.১৩ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং আধুনিক সমাজের নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারে। পারমাণবিক শক্তি পরিচ্ছন্ন ও নির্ভরযোগ্যবিদ্যুতের ২৪/৭ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যাতে মানুষ পরিবেশের ক্ষতি না করেই তাদের চাহিদা ও আকাঙ্া পূরণ করতে পারে। পরমাণু শক্তি জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বেস লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর উৎস হিসাবে পরমাণু শক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় পদ্মা নদীর পূর্ব তীরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র "রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র" প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিট দুটি ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২; প্রতিটি ১২০০ মেগাওয়াট মতাসম্পন্ন। রূপপুর এনপিপি এইএস-২০০৬/ভি-৩৯২ এম ডিজাইনের দুটি ভিভিইআর-১২০০ ওয়াটার-কুল্ড, ওয়াটার-মডারেটেড পাওয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপিত হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের আয়ুষ্কাল হবে ৬০ বছর এবং কোন প্রকার প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

রূপপুর এনপিপির ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ এর নির্মাণ কাজ একসঙ্গে চলছে। রূপপুর এনপিপি ইউনিট-১ এবং ইউনিট-১ এর বাণিজ্যিক অপারেশন শুরু হবে যথাক্রমে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে। রূপপুর এনপিপি নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কঠোর তত্ত্বাবধান রয়েছে।

৩.৪.১৩.১ রূপপুর এনপিপি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

রূপপুর এনপিপি নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ দুটি পর্যায়ের নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা হল প্রস্তুতিমূলক এবং মূল পর্যায়। প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের কাজটি ২০১৩ সালে শুরু করে ২০১৭ সালে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সাইট সংক্রান্ত গবেষণা এবং নির্মাণ কাজের সহায়ক স্থাপনা। প্রধান নির্মাণ কাজের মধ্যে রয়েছে পূর্ত নির্মাণ ও স্থাপনার কাজ (ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২), ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ এর সকল সরঞ্জাম সরবরাহ ও পরিবহন, রিএক্টর ইউনিটগুলির কমিশনিং এবং সমন্বয়।

রূপপুর এনপিপি এর জন্য নির্বাচিত ডিজাইনটি রাশান Novovoronezh এনপিপি-২- এর VVER-১২০০ চুল্লির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি একটি ক্রমবিকাশমান জেনারেশন ৩+ডিজাইন যা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাধ্যবাধকতাসমূহ অনুসরণ করে তৈরী। রূপপুর এনপিপি ডিজাইনটিতে ডিফেন্স-ইন-ডেপ সুরা সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত, যাতে পাঁচ স্তরের সুরা ব্যবস্থা রয়েছে। রূপপুর এনপিপির ডিজাইনটি মানুষ এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে তৈরি করা হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে রূপপুর এনপিপি সাইটের মাটি ভারী কাঠামো ও নির্মাণের জন্য উন্নতির প্রয়োজন। ৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সাইটিং লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী রূপপুর এনপিপি এর ইউনিট -১ এবং ইউনিট -২ এর Soil Stabilization works সম্পন্ন করার অনুমোদন প্রদান করে। সে অনুযায়ী রূপপুর এনপিপি প্রথম ইউনিটের Soil Stabilization works বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর ডিজাইন সম্মতি অনুযায়ী নভেম্বর, ২০১৭ এবং ২য় ইউনিটের মার্চ ২০১৯ এসম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ২০১৭ সালের মধ্যে সকল ধরনের পূর্ত কাজ যেমন office and administrative buildings, engineering buildings, temporary motor roads, integrated parking area, storage area for equipment and materials, garage, domestic building, truck mounted mixer and motor transport washing station, domestic fire water pipeline, development of pit for Unit-1 and Unit-2 ইত্যাদি সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশন লাইসেন্স পাওয়ার জন্য design documentations, PSAR, PSA Reports, QA documents and training policy documents for the operator and maintenance personnel final safety report on soil stabilization work জমা দিয়েছে। ২রা নভেম্বর, ২০১৭ সালে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশন লাইসেন্স প্রদান করে। এছাড়াও পরমাণু শক্তি কমিশন Environmental Impact Assessment (EIA) রিপোর্ট জমা দিয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর EIA এর অনুমোদন ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করেছে। ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশন লাইসেন্স এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন VVER-1200 (AES-2006) প্রযুক্তির পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল নির্মাণ কাজ শুরু করে। প্রথম ইউনিটের প্রথম কনক্রিট ঢালাইয়ের মধ্য দিয়ে মূল নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

৩.৪.১৩.২ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের অগ্রগতি (Unit-1)

৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ১ম ইউনিটের এর প্রথম কংক্রিট ঢালাইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব নিউক্লিয়া ক্লাবে প্রবেশ করে যা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে।

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি

প্রথম কনক্রিট ঢালাই অনুষ্ঠানের পর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রথম ইউনিটে বিভিন্ন কমপ্লেক্স স্থাপনা রয়েছে যেমন, Reactor Building (10UJA), Reactor Auxiliary Building (10UKC), Transportation Portal (10UJG), Turbine Building (10UMA), Normal Operation Power Supply Building (10UBA) and Demineralization plant Building (10UMX)। ইউনিট ২ তে একই রকম স্থাপনা রয়েছে। উভয় ইউনিটের সকল কমপ্লেক্স স্থাপনার জন্য Soil Stabilization এর পর ফাউন্ডেশন স্ল্যাব প্রস্তুত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন এর নিচের মাটি সকল স্থাপনার জন্য Deep Soil Mixing (DSM) প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০ মিটার নিচ পর্যন্ত স্ট্যাবিলাইজ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের নিচের মাটি ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ এর সকল স্থাপনার জন্য concrete bedding works and placement of hydro-protection layers সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম কনক্রিট ঢালাইয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন প্লেট এর 10UJA এর কাজ শুরু হয়ে মে ২০১৮ তে সম্পন্ন হয়। বায়েরা ৫ মে ২০১৮ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিটের নকশার চাহিদা মোতাবেক ০.০০০ লেভেল উচ্চতা পর্যন্ত জমাটবদ্ধকরণ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন প্রদান করে। গড় সমুদ্র-সমতল থেকে +১৯.২৫ মিটার পরম উচ্চতাকে রেফারেন্স উচ্চতা ০.০০০ ধরা হয়েছে। ৩ (তিন) মিটার পুরত্ব বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন প্লেটের জমাটবদ্ধকরণ ৮.৪৫ থেকে ৫.৪৫ মিটার (১০.৭ থেকে ১৩.৭ মিটার গড় সমুদ্র-সমতল) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ শে আগস্ট ২০১৮ তারিখ মোল্টেন কোর ক্যাচার স্থাপনের কাজ শুরে করে ইতোমধ্যে শতভাগ স্থাপন করা হয়েছে। কোর ক্যাচার টি এমন এক যন্ত্র যা রিয়েক্টর বিল্ডিং এর কোর গলে যাওয়ার মতন অযাচিত ঘটনার কারণে সৃষ্ট গলিত কোরকে (Corium) ধারণ করে কনটেনমেন্ট বিল্ডিং থেকে রেডিয়েশন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া থেকে রোধ করে। এছাড়াও Concrete bedding, Foundation, Different walls,Annulus floor walls, Adjacent structure internal walls, Concrete bedding and Foundation of 2.5m thickness of Turbine Building, Demineralization Plant, Normal Operation Power Supply Building এর কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে এবং Corrosion protection, Reactor cavity to the cantilever truss, Reactor cavity to the support truss, containment boundary liner, Flooring at containment elevation এর কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া Auxiliary Power Supply Building (20UKC) এর ৩ টি অংশের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি অংশসমূহের কাজ চলমান রয়েছে, Transport Portal Building (20UJG) এর কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি (ইউনিট-২)

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি (ইউনিট-২)

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি

৩.৪.১৩.৩ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের অগ্রগতি (Unit-2)

রূপপুর এনপিপি ইউনিট-২ এর Soil Stabilization বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপরে সম্মতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপ ০৮ জুলাই, ২০১৮ তে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য ডিজাইন ও নির্মাণ লাইসেন্স প্রদান করে এবং ১৪ জুলাই, ২০১৮ তে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের ফাউন্ডেশন প্লেট (20UJA) প্রথম কংক্রিট ঢালাইয়ের শুভ সূচনা করেন। নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় ইউনিটের রিয়েক্টর বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন প্লেটের ৩ মিটার সম্পন্ন হয়েছে। ফাউন্ডেশন প্লেট (20UJA) মোল্টেন কোর ক্যাচার এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ৩ মে, ২০১৯ যা উক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও Concrete bedding, Foundation, Adjacent structure internal walls, Concreting of Catcher-wall of Reactor Building (20UJA), এর শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং Annulus floor walls, containment boundary liner, Reactor cavity to the cantilever truss of Reactor Building (20UJA) প্রভৃতির কাজ চলমান রয়েছে। Turbine Building, Demineralization Plant & Normal Operation Power Supply Building এর ২ টি অংশের কাজ শেষ হয়ে বাকি ১ টির কাজ চলমান রয়েছে। Auxiliary Power Supply Building (20UKC) ২ টি অংশের কাজ শেষ হয়ে বাকি অংশ সমূহের কাজ চলমান রয়েছে। Transport Portal Building (20UJG) এর কাজ শতভাগসম্পন্ন হয়েছে।

নির্মাণ ও নির্মাণ কাজের পাশাপাশি রূপপুর এনপিপির ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ এর বেশিরভাগ সরঞ্জাম রাশিয়ান ফেডারেশনের বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন করা হচ্ছ। প্রধান যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে: Reactor Pressure Vessel, Steam generators, Ready-Assembled Pressurizer,Emergency Core Cooling System Accumulator,Steam Turbine (complete set), Automated Process Control System, Main Circulation pumps, Reactor Coolant Pump, Passive Core Flooding System Hydro accumulator etc.

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Training Centre এর কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে Ges New fuel storage building (00UFC) এর ১ টি অংশের কাজ শেষ হয়ে বাকি অংশের চাজ চলমান রয়েছে।

এসকল গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি তৈরির সকল ধাপে বিভিন্ন আবশ্যকীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কোয়ালিটি কনট্রোল করা হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে রূপপুর সাইট অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর মোল্টেন কোর ক্যাচার স্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের একটি জটিল প্রকল্পে ভৌত অগ্রগতি সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে আর্থিক অগ্রগতি ও ভৌত অগ্রগতিকে একই প্রকৃতির বিবেচনা করা হয়। এ বিবেচনায় ভৌত অগ্রগতি ১৮.০৯%।

৩.৪.১৩.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রর প্রভাব

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামোগত নির্মাণ প্রকল্প। রূপপুর এনপিপি সাইটে এই প্রকল্পে প্রায় ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্প বাংলাদেশের শিল্প, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির পথ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে, ১২টি উপ-ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে ৪টি বাংলাদেশী রূপপুর প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত আছে। রাশান ও বিদেশী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় জনসাধারণ প্রকল্পের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ তে প্রায় ৪৬০০ জন স্থানীয় কর্মী ও শ্রমিক রূপপুর এনপিপি প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত ছিল।

তাছাড়াও, পূর্ত ও Erection সংস্থাসমূহ নির্মাণ কাজের জন্য স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করছে। যেমন, ২০১৭-২০১৮ সময়ে ১৮০ হাজার টন ক্রাশড স্টোন এবং Soil Stabilization কাজের জন্য ১.৪ মিলিয়ন টন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। রূপপুর এনপিপি প্রকল্প স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র: পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভবন নির্মাণ

৩.৪.১৩.৫ সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন

এ সেক্টরের আওতায় সমাজকল্যান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন এবং যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প ও এ সেক্টরের আওতায় রয়েছে। এ সেক্টরের আওতায় বর্তমানে ৩৭ টি (তন্মধ্যে বিনিয়োগ ২৮ টি এ ৯টি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৩৯.৫৯ কোটি টাকা। সমাজকল্যান সাব-সেক্টরের আওতায় দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণ প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ণ করা হয়। এ সেক্টরের আওতায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যেগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

স্কাইসোয়াম উইং এর আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালীন উল্লেখযোগ্য কাজ

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)

চিত্র: এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল

চিত্র: ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)

চিত্র: ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল স্থাপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া

চিত্র: প্রতিবন্ধীদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পূনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ সিআরপি, মানিকগঞ্জ

চিত্র: বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প

চিত্র: ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারীগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চিত্র: এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন মাদার এন্ড চাইল্ড হসপিটাল স্থাপন

চিত্র: বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৩.৫.১ কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ যাত্রা শুরু করে। কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ তিনটি সেক্টর যথা-কৃষি, পানিসম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান-এর সমন্বয়ে গঠিত। এ বিভাগের আওতায় পল্লী প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ; বন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ; ফসল অনুবিভাগ; খাদ্য ও সার মনিটরিং অনুবিভাগ; সেচ অনুবিভাগ সহ মোট ৫টি অনুবিভাগ বিদ্যমান।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা- কৃষি মন্ত্রণালয়; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা বিভাগ; ভূমি মন্ত্রণালয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, বরাদ্দ প্রদান ও অর্থছাড় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে থাকে। কৃষি সেক্টর ছয়টি উপখাত যথা-ফসল, খাদ্য, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ, বন ও সেচ এ বিভক্ত হয়ে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যক্রম

ক. কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে অগ্রাধিকার, লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মকৌশল নির্ণয়;
খ. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
গ. এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক/সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি প্রণয়ন;
ঘ. দাতা/উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য স্মারক ও সাহায্য উপযোগী প্রকল্প তালিকা প্রণয়ন;
ঙ. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ও অবস্থান পত্রের উপর মতামত প্রদান;
চ. প্রাক-একনেক, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিগত ০৩ বছরের এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্প সংখ্যার তথ্যাদি

		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য (কোটি টাকায়)				
এডিপি বরাদ্দ		১৩,৮৮০.২	২২,৬৪৫.১	২৭,৭১০.২
আরএডিপি বরাদ্দ		১৮,২৫৮.১	২৬,১০২.৭	২৭,০৮৪.৯
অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য				
বিনিয়োগ প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	৪৯	৭৬	৭৫
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	৪৬	৩৭	৫৪
কারিগরি প্রকল্প		৩	১	২
জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	–	–	–
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	১	–	–
নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	–	–	–
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	–	–	–
অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য				
বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প		২১৭	২৯৫	২৯৭
বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রকল্প		৮২	৬৩	২৬
পিপিপি প্রকল্প		–	–	–
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য				
পিইসি সভা		১৩৮	১৩৭	১৬৬
এসপিইসি সভা		২	২	৪

৩.৫.২ প্রকল্পের নাম: আমার বাড়ি আমার খামার (৩য় সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮,০১০.২৭ কোটি টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২২.৮% থেকে ১০% এ হ্রাসকরণে অবদান রাখা। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- জনশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে একটি টেকসই কৃষি নির্ভর Income Generating Unit এ উন্নীতকরণ;
- প্রতিটি গ্রামের ৬০ জন অতি দরিদ্র ও ভিক্ষুক পরিবারের প্রতিনিধির (৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ) সমন্বয়ে গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা গঠন;
- ক্ষুদ্র ঋণের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় পদ্ধতিতে (সুবিধাভোগীদের সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সমপরিমাণ সরকারি অনুদান প্রদান) মূলধন গঠন;
- আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা হিসাবে সরকারি অনুদান প্রদান;
- মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং এর জন্য প্রকল্প সদর দপ্তরে একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন;
- নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে কৃষি নির্ভর আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন সিষ্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে অনলাইন ব্যাংকিং ও মার্কেটিং সুবিধা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন ইত্যাদি।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি

২০২০ সালের মধ্যে নতুন ৬০,৫১৫টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি, মোট ১,০১,০৪২টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি। নতুন ৬০,৩১১টি গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি, মোট ১,০০,৫২৭টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি।

সমবায় অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কম্পোনেন্টের জন্য ২৬৫টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি যেখানে প্রতি সংগঠনে ৪০ জন সদস্য থাকবে। ২৫৫টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে, সদস্য ৯,৬৮৮ জন।

বার্ড কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্টের জন্য ৩০০টি গ্রাম উন্নয়ন সৃষ্টি যেখানে প্রতি সংগঠনে ৬০ জন্য সদস্য থাকবে ২২০টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে, সদস্য ৮,০৯০ জন।

২০২০ সালের মধ্যে মোট ৫৪.৫৯ লক্ষ খানাকে প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা। এ পর্যন্ত মোট ৪৪.২৫ লক্ষ খানাকে প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

২০২০ সালের মধ্যে ১,০০,০২৫ জন নির্বাচিত সদস্যকে বিভিন্ন কৃষিজ ট্রেডে ৩-১০ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৫টি ও যুব উন্নয়নের ৪১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ চলমান। এ পর্যন্ত ৯১,৬১৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৭১.২০%
বাস্তব অগ্রগতি: ৯২.৫০%

চিত্র: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মতবিনিময় সভা

চিত্র: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় একজন সফল কাঁকড়া চাষী

চিত্র: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় একজন সফল কোয়েল চাষী

৩.৫.৩ প্রকল্পের নাম: আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪,৮২৬.১৬ কোটি টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলি:

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় জনগোষ্টির পুনর্বাসন
- আয়বদ্ধ কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ
- উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় জনগোষ্টির পুনর্বাসনের জন্য	২,৫০,০০০ টি	১,৮০,৫৪৯টি (৭২%)
টংঘর	২০টি	২০টি (১০০%)
নিজস্ব জমি আছে অথচ ঘর নেই এমন সুফলভোগীদের জন্য তাদের		
জমিতে সেমি পাকা ঘর	৩,৭১০টি	৩,৭১০টি (১০০%)
পাকা ব্যারাক নির্মাণ	৩,৯৫০টি	২,৮৯১টি (৭৩%)
সিআই শীটের ব্যারাক নির্মাণ	৫,৪০০টি	৩,৩৯৮টি (৬৩%)
সেমি পাকা ব্যারাক নির্মাণ	৫,২৭০টি	১,৮৩৬টি (৩৫%)
কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৯০০টি	৫০৯টি (৫৭%)
ঘাটলা নির্মাণ	৪০০টি	৩৫৭টি (৮৯%)
পরিবারকে আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচির উপর প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান	৮০,০০০টি	২৮,৭৭০টি (৩৬%)

চিত্র: আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেমিপাকা ব্যারাক

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৬১%

বাস্তব অগ্রগতি: ৬২%

চিত্র: আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাকা ব্যারাক

৩.৫.৪ প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এপ্রোস সড়ক প্রশস্থকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর

প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়):

ক. মোট	১৬০.৬১
খ. জিওবি	১৬০.৬১
গ. প্রকল্প সাহায্য	--

প্রকল্পের মেয়াদ : ক. আরম্ভ- জানুয়ারী ২০১৭
খ. সমাপ্তি- ডিসেম্বর ২০১৯

উদ্দেশ্যাবলি : ক. সাফারী পার্কের বহিস্থ ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় যানজট নিরসন
খ. বণ্যপ্রাণী এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বিধান
গ. চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি (%)
১. এপ্রোচ রোড নির্মাণ (২টি)	৭.৭ কি.মি.	১০০%
২. পার্কের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৪.০০ কি.মি.	১০০%
৩. পাকা রাস্তা নির্মাণ	৭.৭ কি.মি.	১০০%
৪. পার্কের অভ্যন্তরস্ত সেনাবাহিনীর ভূমি অধিগ্রহণ	১২.০১২৫ একর	১০০%

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.২২%
বাস্তব অগ্রগতি: ৯৮%

৩.৫.৫ প্রকল্পের নাম : শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর

প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট	১২৫.৫১
খ. জিওবি	১২৫.৫১
গ. প্রকল্প সাহায্য	--

প্রকল্পের মেয়াদ : ক. আরম্ভ- জানুয়ারি ২০১৮
খ. সমাপ্তি- ডিসেম্বর ২০২০

উদ্দেশ্যাবলি: ক. পার্কের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন এবং শোভাবর্ধন
খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ
গ. বিনোদন সুবিধা উন্নয়ন

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি (%)
১. বনায়ন	৪,০০,০০০ টি	৫০%
২. ব্যারাক নির্মাণ	১২০ বর্গ মি.	৭৫%

চিত্র: শেখ রাসেল এ্যাভীয়ারী এন্ড ইকোপার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

চিত্র: শেখ রাসেল এ্যাভীয়ারী এন্ড ইকোপার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি ১৬.০০%

বাস্তব অগ্রগতি: ১৫.৮০%

৩.৫.৬ প্রকল্পের নাম: কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬,৫৪৩.০৯
প্রকল্পের মেয়াদ : ০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি.।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি :

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক. ইউনিয়ন পর্যায়ে পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
খ. বাড়তি চাহিদা মেটাতে গবাদিপশুর সিমেন (ঝবসবহ) উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
গ. দেশীজাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান (Genetic make-up) উন্নয়ন করা।
ঘ. দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিও মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
ঙ. গবাদিপশুর আশানুরুপ উৎপাদন নিশ্চিত করতে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) প্রদর্শনী প্লান্ট স্থাপন।
চ. জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন করা।
ছ. সাভার দুগ্ধ খামারে গবাদিপশুর ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হার (%)
ট্রেনিং ম্যানুয়েল	১২০০ টি	১২০০ টি	১০০%
এআই টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) প্রশিক্ষণ	১০০০ জন	৯৬০ জন	৯৬%
কৃষক/খামারী প্রশিক্ষণ	৩৮,৯৬০ জন	৩৮,৯৬০	জন ১০০%
মেডিসিন এন্ড ভ্যাকসিন	এল. এস	৮০%	৮০%
গো-খাদ্য	এল. এস	৯০%	৯০%
সেক্সডসিমেন ক্রয়	৫,০০০ ডোজ	১০০%	১০০%
এ.আইল্যাব. কামবুল স্টেশন এবং মিনিল্যাব	৭ টি	৭ টি	৮০%
৭ টি ল্যাব ক্যাম্পাসে ভূমি উন্নয়ন	৭টি	১০%	১০%
TMR স্থাপন	১ টি	২০%	২০%
ইউনিয়ন এ.আই সেড নির্মাণ	১,০০০ টি	৯০০টি	৯০%

চিত্র: প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত আরসিসি বুল কাফ হতে প্রজনন ষাঁড় নির্বাচন

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৭০%

বাস্তব অগ্রগতি: ৮০%

৩.৫.৭ প্রকল্পের নাম: কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ বিতরণ (৩য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫.২৬ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যবলি:

■ কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি
■ উন্নত বীজব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি
■ ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি কমানো তথা আমদানী হ্রাস করা
■ মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
■ ইউনিয়ন ভিত্তিক, 'বীজ এসএমই' গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছানো
■ ফসল বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং পূনর্গঠন।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্র	অগ্রগতি (%)
কৃষক প্রশিক্ষণ ও এসএএও প্রশিক্ষণ	৬০০ ব্যাচে ১৮,০০০ জন ও ১৫০ ব্যাচে ৪,৫০০ জন	যথাক্রমে ৮১% ও ৯১%
অফিসার প্রশিক্ষণ (টিওটি) ও মৌমাছি পালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স	৩০ ব্যাচে ৯০০ জন ও ২ ব্যাচে ৬০ জন	১০০%
ডাল (প্রদর্শনী) তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক এবং মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকারশন	প্রদর্শনী ৩৬,১০০টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকারশন ১৮,০০০টি	যথাক্রমে ২৩% ও ১৭%

চিত্র: মূল্যায়ন টিমের মাঠ পরিদর্শন (সরিষা প্রদর্শনী, মানিকগঞ্জ)

চিত্র: মূল্যায়ন টিমের সংরক্ষিত বীজ ও মৌচাষ ও পরিদর্শন, সিলেট

চিত্র: মৌচাষ বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (টিওটি)

চিত্র: ৬ দিনব্যাপী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ (টিওটি)

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৩৪.৮৯%

বাস্তব অগ্রগতি: ২৮.৭০%

৩.৫.৮ প্রকল্পের নাম : উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

প্রাক্কালিত ব্যায় : ৩১৪.২৯ কোটি টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি :

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে র্কষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে বৈশ্বিক জলবায়ুর সাথে কৃষির অভিযোজন ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- দ্রুত সময়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য কৃষি সেবা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সম্পসারন কর্মীদের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ দৃঢ় ও সহজ করার নিমিত্তে উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত কৃষি কর্মকর্তাদের মোবিলিটি বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	১০৬টি উপজেলা তিনতলা ভিত বিশিষ্ট ১০৬ টি ৩ তলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৫%
কৃষক পর্যায়ে সার্বক্ষণিক সম্পসারন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্র নির্মাণ	২০টি ইউনিয়ন তিনতলা ভিত বিশিষ্ট ২০টি ৩ তলা সেবা কেন্দ্র নির্মাণ	৩০%
কৃষকদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা	৬,০৪২ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ	৪৮%

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি :২৪.৭৫%

বাস্তব অগ্রগতি: ৩৫.০০

চিত্র: পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চিত্র: ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার নির্মানাধীন কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চিত্র: অবহিতকরণ কর্মশালা-২০১৮

চিত্র: ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার নির্মানাধীন কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৩.৫.৯ প্রকল্পের নাম: বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা

উন্নয়ন উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

প্রক্কালিত ব্যয় : ১১০.৫০ কোটি টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১৮ জুন ২০২২

প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্যাবলি

❑ কৃষক এবং সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুনগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফল, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, শাক-সবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি কলম ও বীজ ইত্যাদি প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদনও বিতরন;

❑ বিভন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

❑ উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাস মুক্ত মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চ মূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;

❑ মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্টির নিকট ফল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ; এবং

❑ কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, বিভিন্ন স্থাপনা ও খামার উন্নয়ন।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

ক্র: নং	প্রধান কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি (%)
০১	প্রকল্প মেয়াদে প্রদর্শনী খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রচলিত শীত ও গ্রীষ্মকালীন নিরাপদ সবজি উৎপাদন	১২,২৭.১০০ মে.টন	২৪.৯৫%
০২	প্রকল্প মেয়াদে মোট ১১৯৭.০০ লক্ষ সবজি ও মসলার চারা, ১২৯.০০ লক্ষ চারা এবং ৮.৮০ লক্ষ ঔষধি চারা উৎপাদন	১,৩৩৪৮০ লক্ষ	১৯.৭৫%
০৩	কৃষক/উদ্যোক্তা, আরবান স্টেকহোল্ডার, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩২,৮৫০ জন	১৫.৩০%

চিত্র: উৎপাদিত পেপের চারা পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকের মাঝে বিতরণ

চিত্র: স্থানীয় বীজ নারিকেল চারা উৎপাদন কার্যক্রম

চিত্র: উউকে, রাজশাহী (মিষ্ট আলু) প্রদর্শনী প্লট স্থাপন কার্যক্রম

চিত্র: উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র কুমিল্লা, কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.৫.১০ প্রকল্পের নাম: বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২,৯২৫.০০ কোটি টাকায়
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

❑ উপকূলীয় নির্বাচিত জেলাসমূহের জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা ;
❑ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জান-মাল রার সুযোগ সৃষ্টি;
❑ প্রাথমিক শিক্ষা/অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি;
❑ স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
❑ সামাজিক ও সরকারি কর্মসূচী যেমন- ইপিআই, এনজিও প্রশিণের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নিমার্ণ	৫৫৬টি	২৯%
বিদ্যমান দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন	৪৫০টি	২%
দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগকারী সড়কসহ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৫৫০কিঃমিঃ ও ৫০০ মিঃ	০%

চিত্র: ৭৮ নং পূর্ব নলগোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বহুমূখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

চিত্র: চর কালীদাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বহুমূখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৩০.৭১%

বাস্তব অগ্রগতি: ৩৬.৩৯%

৩.৫.১১ প্রকল্পের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯০৫.৬০ কোটি টাকায়

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

- ❑ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নিমাণ;
- ❑ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নিমাণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের সেবাসমূহ তৃর্ণমূল পর্যায়ে জনগণকে একই স্থান হতে সেবা প্রদান করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৬৪০টি	৭১%
১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তরিত ১৪৫টি	৭৬%	
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পযায়ে আংশিক সমাপ্তকৃত)	২৪৬টি	৮৭%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৭২%

বাস্তব অগ্রগতি: ৭৮%

চিত্র: ২ নং ভেড়াভেড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন

চিত্র: তেতুলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন

৩.৫.১২ প্রকল্পের নাম: কোস্টাল কাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রস্ট্রাকচার প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২৯৮.৮৫ কোটি টাকায়
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলি:

- উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক, নিস্কাশন অবকাঠামো (ব্রীজ/কালভার্ট), গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বাজার সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; যাতে অবাধে প্রান্তিক উৎপাদনকারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠি বাজার সুবিধা ব্যবহার করে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে;
- বর্তমান এবং ভবিষ্যতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতির প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ুর প্রভাব রোধ কমানো গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে অবকাঠামোসমূহের বর্ধিত নিরাপত্তা বিধান করা; এবং
- অবাধে যাতায়াত যোগ্য এবং পযাপ্ত সুবিধা সম্পন্ন বর্ধিত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করে তাদের জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলার স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	১৫২কি: মি:	১৪.৩৬%
উপজেলা সড়কে ব্রীজ নির্মাণ	১৩৫০মি:	৬.৩০%
ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১৫৪ কি: মি:	৭.২৫%
গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ	১৮টি	২.৮৩%
গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	৭০টি	৩.৬১%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৮৩.০৪%

বাস্তব অগ্রগতি: ৯০.৫২%

চিত্র: আমরাগাছিয়া - আমতলী সড়ক, মঠবাড়িয়া পিরোজপুর

চিত্র: আরসিসি ব্রীজ, রাজৈর, মাদারীপুর

৩.৫.১৩ প্রকল্পের নাম: বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

ক: উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়

খ: বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

গ: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৩.৪৮ কোটি

ঘ: প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

- সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া (dugwell) খননপূর্বক সংরক্ষিত পানি দ্বারা স্বল্প সেচ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সব্জি/ফসল উৎপাদন ও খাবার পানিসহ গৃহস্থলী কাজে পানি সরবরাহ;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা; এবং
- প্রকল্প এলাকায় কৃষককে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি (%) (জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)
পাতকূয়া খনন	৪২০টি	২৯৫টি
পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন	৪২০টি	২১০টি
পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	৪২০টি	২০৬টি
প্রদর্শণী প্লট	২২৫টি	১২৪টি
কৃষক প্রশিক্ষণ	২,২৫০ জন	৯৫০ জন

প্রকল্পের অর্জন: প্রকল্পটি হার্ড বরেন্দ্র এলাকায় (নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পানির দুষ্প্রাপ্যতা থাকায় খাবার পানির সংকট রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ স্থানীয় জনগণের খাবার পানির সংকট লাঘব হবে।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

আর্থিক অগ্রগতি: ৫৫%

বাস্তব অগ্রগতি: ৬২%।

৩.৫.১৪ প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সড়ক কাম বেড়ি বাঁধ প্রতিরক্ষা এবং নিষ্কাশন

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫৭.৪২৫৩ কোটি টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

- ❑ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কবল হতে প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণ;
- ❑ বন্যা প্রতিরোধ ও লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধকল্পে ঢাল সংরক্ষণসহ সী-ডাইক নির্মাণ; এবং
- ❑ মিরসরাই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন এলাকায় ক্রমবর্ধমান শিল্প কলকারখানা, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামোকে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস হতে রক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ	২০ কিঃমিঃ	৬.৫ কিঃমিঃ (৩২%), (৮.০ কিঃমিঃ আংশিক)
বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ	১৯.৪৮ কিঃমিঃ	৬.৫ কিঃমিঃ (৩২%),(৮.০ কিঃমিঃ আংশিক)
মোটরাবল পেভমেন্ট নির্মাণ	১৯.৪৮ কিঃমিঃ	০ (০%)
খাল পুনঃখনন	৩০.০০ কিঃমিঃ	২.০ কিঃমিঃ (০.৬০%)
স্লুইস নির্মাণ	৮টি	৮টি (আংশিক) (৫০%)
ক্লোজার নির্মাণ-	৮টি	৪টি কমপ্লিট ও ৪টি (আংশিক) (৫০%)

চিত্র: প্রকল্প এলাকায় বাঁধের ঢাল সংরক্ষণের জন্য সিসি ব্লক তৈরী

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)
আর্থিক অগ্রগতি: ৩৩%
বাস্তব অগ্রগতি: ৪০%।

৩.৫.১৫ প্রকল্পের নাম: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩৩.৩৭৯৩ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ : এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৯

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

- ❑ প্রকল্পের অধীনে যমুনা নদীর ডান তীরে ঝুকিপূর্ণ ৫.৯০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ করা;
- ❑ বগুড়া জেলার যমুনা নদীর ডানতীরে বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা করা;
- ❑ নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের মাধ্যমে সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্নিবাড়ি, তালুকদারপাড়া, চন্দনবাইসা, রহদহ এলাকার আনুমানিক ১,২৩,১২৯.০০ লক্ষ টাকার সরকারি এবং বেসরকারি সম্পদ রক্ষা করা;
- ❑ প্রকল্পটির অধীনে ৮.০০ কিঃমিঃ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ করে মোট ৮,০০০ হেক্টর এলাকাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা; এবং
- ❑ বিকল্প বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বগুড়া জেলার পূর্ব অংশকে বন্যা মুক্ত রাখা।

৩.৫.১৬ প্রকল্পের নাম: আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪.০০ কোটি
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলি:

- ❑ আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং সিস্টেম হতে অপসারিত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- ❑ প্রকল্প এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের কাজে স্থানীয় কৃষকদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি;

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি (%) (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)
খাল খনন/পুনঃখনন	৮.০০ কিঃমিঃ	৬.০০ কিঃমিঃ
আরসিসি পাকা ক্যানেল নির্মাণ	২.৭৫ কিঃমিঃ	২.০০ কিঃমিঃ
মাটির বাঁধ নির্মাণ	১০.০০ কিঃমিঃ	৭.৭০ কিঃমিঃ
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	০৭টি	০৭টি
ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ	৫০টি	৫০টি

প্রকল্পের অর্জন: প্রকল্পটি একটি উদ্ভাবনধর্মী প্রকল্প। ইতোপূর্বে প্রকল্পটির ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে অপসারিত পানি ব্যবহার করে ২২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রায় ১১.১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত ২,৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ১২ হাজার ৫১২ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)
আর্থিক অগ্রগতি: ৮৩%
বাস্তব অগ্রগতি: ৯০%।

চিত্র: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ

শিল্প ও শক্তি বিভাগ

৩.৬ শিল্প ও শক্তি বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৩টি সেক্টর যথা-১. শিল্প, ২. বিদ্যুৎ এবং ৩. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ এর সাথে সম্পৃক্ত। শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৩টি উইং যথা: ক. শিল্প ও সমন্বয় উইং খ. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স উইং এবং গ. পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং এর মাধ্যমে শিল্প সেক্টরের আওতাধীন শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ বেপর্জার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ উইংএর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেক্টরের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের এবং তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং এর মাধ্যমে তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এবং শিল্প সেক্টরের আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের ৫টি উইংয়ের মাধ্যমে এ সকল সেক্টরে সাম্প্রতিক বছরসমূহের (বিগত ৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

৩.৬.১ সেক্টর : শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২৮.৭৭ শতাংশ, যা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৫.৪১ (প্রাক্কলিত) শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ অনুমোদন করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৩.৬.২ উইং: শিল্প, পাট ও বস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স উইং

শিল্প সেক্টরটি ৫টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত। শিল্প ও শক্তি বিভাগের তিনটি উইংয়ের মাধ্যমে এ ৫টি সাব-সেক্টরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ৯৭টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ সেক্টরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৭টি চলমান ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২০৪৬.২৭ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬০টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৬৩.৫৫ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ৯৭৪.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপদান, চিনি শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষ সম্প্রসারণ ও রপ্তানী বৃদ্ধি এবং বস্ত্র, পাট, তাঁত ও রেশম খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.৬.৩ সেক্টর: বিদ্যুৎ

বর্তমান সরকারের দেশব্যাপী উন্নয়ন সাফল্যের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য সুলভ ও স্হিতিশীল বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যুৎ সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১০ (২০১৬ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত) গ্রহণ করেছে। এ মাস্টার প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেঃ ওঃ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

৩.৬.৪ উইং: বিদ্যুৎ

বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ৭০টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ সেক্টরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৮৮৫.৩৬ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৪৫৩০.৩২ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩৪৪৭.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে

২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেঃওঃ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়। তাছাড়া, নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২৬৮ মেঃওঃ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০৬৭ মেঃওঃ এ উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের ব্যবহার ৯৩% হওয়াসহ মাথাপিছু বিদ্যুৎ গ্রহণের পরিমাণ ৪৬৪ কিঃওঃ এ উন্নীত এবং সিস্টেম লস এখন ১১.৮৭% এ নেমে এসেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচি" বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.৬.৫ সেক্টর: তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

৩.৬.৬ উইং : তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বিগত ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ২৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ সেক্টরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২০৯.১২ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩৪৬.৪৮ কোটি টাকাএবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৬৭.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক গড়ে ২৭৫০ এমএমএসএফডি মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধিসহ ৯টি অনুসন্ধান কূপ, ২২টি কূপের উন্নয়ন ও ১টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া, বাপেক্সের সমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি খনন রিগ, ১টি ওয়ার্কওভার রিগ এবং ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

চিত্র: মাতারবাড়িয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

চিত্র: মাতারবাড়িয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

চিত্রঃ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

চিত্রঃ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি সমূহ

প্রকাশনা কমিটি

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	জনাব স্বপন চন্দ্র পাল, অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ ও সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সভাপতি
২.	জনাব মো: সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৩.	জনাব মো: হেলাল উদ্দিন, যুগ্মসচিব, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ	সদস্য
৪.	ড. উত্তম কুমার দাশ, উপসচিব, এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৫.	উপসচিব (বাজেট), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৬.	জনাব এ বি এম মাহবুব আলম, উপপ্রধান (পরিকল্পনা শাখা), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৭.	জনাব মো: ফজলুর রহমান, উপপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ	সদস্য
৮.	বেগম রাহনুমা নাহিদ, উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	সদস্য
৯.	জনাব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, উপপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	সদস্য
১০.	জনাব নিখিল কুমার দাস, উপপ্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
১১.	জানব মো: সারোয়ার আলম, উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ	সদস্য
১২.	জনাব এ, কে, এম আবদুল্লাহ খান, উপপ্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ	সদস্য
১৩.	জনাব তমিজ উদ্দীন আহমদ, সি: সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১৪.	জনাব আব্দুর রশীদ, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
১৫.	জনাব মো: মেফতাউর রহমান, সচিব, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১৬.	জনাব মো: ইসরাত হোসেন খান, যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব

চিত্র: প্রকাশনা কমিটি ও সম্পাদনা পরিষদের সভা

সম্পাদনা পরিষদ

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	বাস্তবায়নে	কার্যপরিধি
১.	ড. উত্তম কুমার দাশ উপসচিব এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ	আহবায়ক	বার্ষিক প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যবহুল এবং দৃষ্টিনন্দনভাবে পুস্তিকা আকারে চূড়ান্তভাবে তৈরী/সম্পদন।
২.	জনাব প্রদীপ কুমার মহোত্তম উপপ্রধান আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	সদস্য	
৩.	জনাব মো: ফজলুর রহমান উপপ্রধান কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৪.	জানব মো: সারোয়ার আলম উপপ্রধান ভৌত-অবকাঠামো বিভাগ	সদস্য	
৫.	আবিদা সুলতানা সিনিয়র সহকারী প্রধান সাধারণ অর্থনীত বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৬	মিজ উমমে সায়মা সিনিয়র সহকারী প্রধান শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৭.	রুনু সাহা সহকারী প্রধান কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৮.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম সহকারী সচিব পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য	

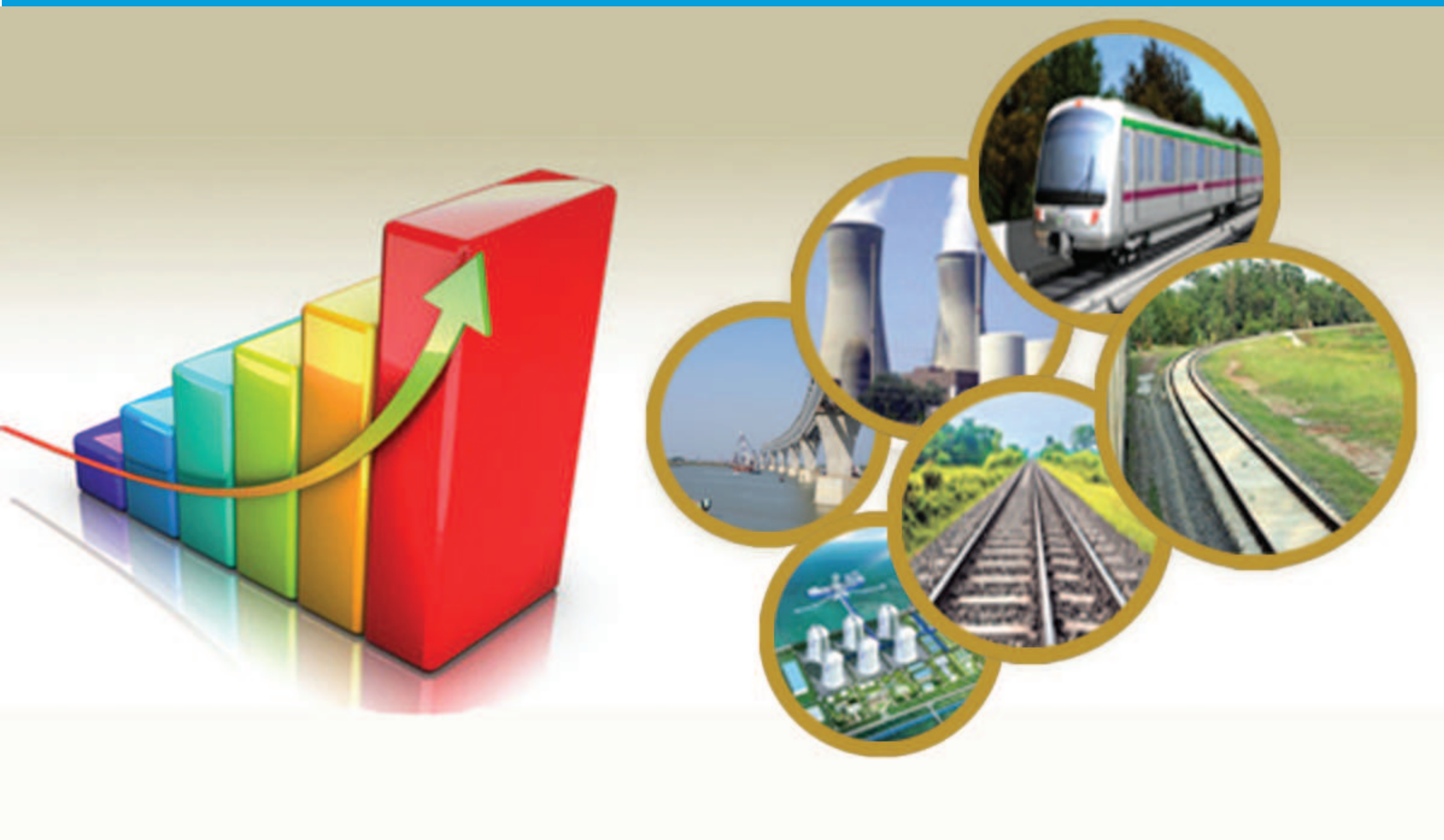

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার